শরীয়তে মুহাম্মদীয়া

রদ্দে

তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া

সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত

মুফ্‌তি মুহাম্মদ ইদ্রিছ রজভী

বর্ধিত কলেবরে দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশকাল
১ম সংস্করণ
১লা জুন ২০০০ সাল

২য় সংস্করণ
১১ অক্টোবর ২০০০ সাল

প্রকাশনায়
রেজভী প্রকাশন
মোয়াজ্জম পাড়া
চরণদ্বীপ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন

সহযোগিতায়
টি, এ, পরী
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
গাজী সালাহ উদ্দীন আহমদ
রহমানিয়া প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
১০৩৩/১১৭৭, পশ্চিম বাকলিয়া,
ডি, সি, রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ (অনু) ৬২৪৩৬০

প্রচ্ছদ
এরশাদ খতিবী
মুহাম্মদ নুরুল আমিন চৌধুরী
মিডিয়া ডিজিট, ৪৫৮ (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শব্দ বিন্যাস
মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান
এনাম্‌স প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটার
৩৯, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা বিনিময়
২৫ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত
মুজাদ্দেদে দ্বীন ওয়া মিল্লাত
আল্লামা শাহ্ আহমদ রজা খান বেরেলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি

নায়েবে আ'লা হযরত
পীরে তরীকৃত, মুহাদ্দেছে আ'জম পাকিস্তান
আল্লামা শাহ্ সরদার আহমদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি
ও
গাজীয়ে আহ্‌লে সুন্নাত
আল্লামা আজিজুল হক কাদেরী
শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি

অবতরণিকা

- ভূমিকা ৫
- তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়ার আবিষ্কার ও নামকরণের যুক্তিকতা প্রসঙ্গে ৭
- আবিষ্কারকের নামে তরীক্বার পরিচিতি ১১
- তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া নামকণের মূল রহস্য ১৩
- তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া নামকরণের আবিষ্কার নিয়ে সৈয়দ আহমদ পন্থীদের বিভিন্ন মতামত ১৫
- যুক্তি প্রদর্শনকারীদের জন্য আফসোস! ২০
- সৈয়দ আহমদের জন্য 'বেলায়াতে আউলিয়া ও বেলায়তে আম্বিয়ার' দোআ করা প্রসঙ্গে ২১
- মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর মতাদর্শের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্তি ২৩
- ভারতবর্ষে ওহাবী মতবাদ প্রচারে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী ২৩
- ইংরেজ কোর্টে সৈয়দ আহমদ পন্থীদের দরখাস্ত পেশ এবং তা মঞ্জুর হওয়া প্রসঙ্গে ২৪
- মাসিক পরওয়ানায় উল্লেখিত 'আযামূল ফতওয়া' প্রসঙ্গে ২৮
- সৈয়দ আহমদের জন্য মায়া-কান্নাকাটিকারীদেরকে একটি পরামর্শ ২৯
- তাঁরা ওহাবী নামে পরিচিত হতে না চাইলেও আক্বিদাগত অভিন্ন ৩০
- মওলভী ইসমাঈলের আক্বিদার ব্যাপারে সৈয়দ আহমদের নিরব ভূমিকা ৩১
- সৈয়দ আহমদের আলোচনা হতে মওলভী ইসমাঈলকে বাদ দেওয়ার মূল কারণ ৩৪
- বাংলাদেশে ওহাবী মতবাদ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র ৩৫
- সৈয়দ আহমদকে মুজাদ্দেদ বলা প্রসঙ্গে ৩৮
- সৈয়দ আহমদকে গাউছুল আজম বলা প্রসঙ্গে ৪১
- সৈয়দ আহমদকে ইমামুল মুসলেমীন ও খলিফাতুল মুসলেমীন বলা প্রসঙ্গে ৪২
- রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদিছের অপব্যাখ্যা ৪৩
- মুজাদ্দেদ ও ইমাম বলে দাবীদার সৈয়দ আহমদপন্থীদের প্রতি ৪৪
- সৈয়দ আহমদ কর্তৃক ভারতবর্ষে দারুল হরব ঘোষণা করা প্রসঙ্গে ৪৫
- সৈয়দ আহমদের নামে খুতবা পাঠ করা প্রসঙ্গে ৪৮
- ইংরেজদেরকে বাদ দিয়ে শিখদের সহিত যুদ্ধ করার রহস্য ৪৯
- বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা ফজলুল হক খাইরাবাদী ও শাহ মাওলানা আহমদুল্লাহ ৫০
- একটি সন্দেহের নিরসন ৫১
- সৈয়দ আহমদ পন্থীদের জানা উচিত ৫১
- সৈয়দ আহমদ পন্থীরা জবাব দিবেন কি? ৫২
- সৈয়দ আহমদের মুখানিসৃত বক্তব্যই হচ্ছে- ছেরাতুল মুস্তাক্বিম ৫৩
- মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর মতাদর্শ ও অনুসারীদের সাথে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর গভীর সম্পর্ক ৫৬
- পীরের মধ্যে ইলমে জাহেরী বা শরীয়তের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে ৫৮
- সুন্নী জামাতের প্রাণস্পন্দন আল্লামা গাজী শে'রে বাংলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৫৯
- আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি'র শানে কথিত মুফতিদের অসদাচরণের জবাব ৬৫
- আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা ও তাঁর দেওয়ানে আজীজ সম্পর্কে বাইয়্যিনাতের অপপ্রলাপ প্রসঙ্গে ৬৯
- মাসিক আল্ বাইয়্যিনাতের ভন্ডামী ৭২
- ওহাবী মতবাদ নিয়ে বাইয়্যিনাতের স্ব-বিরোধীতা ৭৩
- দিল্লুর রহমানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ৭৪
- ওহাবীদের প্লেট মামলার ফটোকপি ৭৭
- অনুবাদ ৭৮
- তথ্যপঞ্জি ৭৯

ভূমিকা

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের শানোপযোগী অসীম হামদ ও প্রশংসা এবং রাসূলে পাকের প্রতি দরুদ ও সালামের পর আমি অধম সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের খেদমতে আরজ করছি যে, তদানিন্তন ভারত বর্ষের এলাহাবাদের রায়বেরেলীতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১২০১ হিজরী সনে **সৈয়দ আহমদ নামক** একজন ব্যক্তি জন্মগ্রহন করেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে উদ্ধৃতি সহকারে এ পুস্তকের যথাস্থানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

এদেশের অধিকাংশ লোক তাঁর সম্বন্ধে অবগত নহে। প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর পূর্বে ভারত সম্রাজ্যে **ইংরেজ বিতাড়ন বনাম সংস্কার আন্দোলনের** মাধ্যমে তাঁর ধর্ম,মাযহাব ও কর্মজীবন আরম্ভ হয়। তখন হতে তিনি আক্বিদা,মাযহাব, বা ধর্মীয় মতাদর্শ দৃষ্টে উপমহাদেশের ইতিহাসে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। সেকালের কয়েকজন লেখক তাঁর ধর্ম,কর্মজীবন এবং আন্দোলনের গতিধারা,লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পরিণামফল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু কিছু লিখেও গেছেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী জনগণ নিজ নিজ জ্ঞান-বিবেচনা ও শরীয়তের নিয়ম মতে সৈয়দ আহমদের ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত এবং আক্বিদা ও ধারণা পোষণ করতেন। পক্ষ-বিপক্ষ কেহই একে নিয়ে অতিরঞ্জিত ও বাড়াবাড়ি করতেন না। কেননা ইসলাম ধর্মের বিধান ও নির্দেশ মতে- ধর্ম, আক্বিদা দৃষ্টে সন্দীগ্ধ কোন ব্যক্তির ব্যাপারে নিরব থাকাই শ্রেয়। কিন্তু দেড় শতাধিক বছর পরে সম্প্রতি কতেক লোক জানিনা কি কারণে,কোন্ স্বার্থে,কি উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিধি-বিধান, কুরআন-হাদিছের নির্দেশিত সঠিক মর্ম-ব্যাখ্যা এবং সৈয়দ আহমদ ছাহেবের স্বদেশী, সমকালীন ও সমভাষীদের বর্ণিত উক্তি ও প্রমাণাদিকে উপেক্ষা করে চলছেন। ঘুমন্ত ও ভুলে যাওয়া একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কৃত্রিম হাওয়া দিয়ে জাগিয়ে তোলার অহেতুক ব্যর্থ চেষ্টা করে আসছেন। আক্বিদা ও মতাদর্শ দৃষ্টে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত সৈয়দ আহমদকে মুজাদ্দেদ, ইমাম, আমিরুল মু'মেনীন,খলিফাতুল মুছলেমীন, ইমামুত তরীক্বত,শহীদ,ইসলামী সংস্কারক ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম বা পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনের অগ্রদূত আখ্যা দিয়ে বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা লিখে প্রচারণা চালাচ্ছেন। সৈয়দ আহমদের আক্বিদার ভিত্তিতে তাঁকে অভিযোগ ও দোষারোপকারী সেকালের বিশ্বস্ত মাওলানা-মুফতিগণকে মিথ্যুক, ইংরেজদের দালাল ও এজেন্ট বলে অপবাদ ও কুৎসা রটাচ্ছেন। এমনকি 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' নামের একটি তরীক্বাকে সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্রবর্তিত ও আবিষ্কৃত এবং খাঁটি ইসলামী আন্দোলন বলে প্রচারনা চালিয়ে সরলমনা মুসলমানদিগকে হতভম্ব ও বিভ্রান্ত করছেন।

তাই আমি বাধ্য হয়ে শরীয়তের নির্দেশ ক্রমে-"যে ব্যক্তি কোন অন্যায় দেখবে তাকে হাতে, না পারলে মুখে, না পারলে অন্তর দিয়ে হলেও প্রতিরোধ করবে।" অপর হাদিছ মতে, "ন্যায় বলা বা করার সময় যে ব্যক্তি নিরব থাকে সে ব্যক্তি বোবা শয়তান।"

মর্মানুসারে আপাতত:এ ক্ষুদ্র বইখানা সৈয়দ আহমদ ছাহেবের স্বদেশী, সমকালীন এবং তাঁদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও সমর্থিত লেখকদের বর্ণিত উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ পূর্বকঃ তাঁদের কথা ও দাবীগুলো সত্য নহে এবং ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করা সহ তাঁদের লিখিত ও প্রকাশিত পুস্তিকা তথাকথিত 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া'র মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করার মনস্থ করেছি। তাছাড়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক আল্ বাইয়্যিনাতের প্রায় সংখ্যায় সৈয়দ আহমদ বেরেলভীকে প্রকৃত সুন্নী এবং তাঁর সৃষ্ট তরীক্বাকে যথার্থ ও বৈধ বলে প্রমাণ করণার্থে বাইয়্যিনাতের কথিত মুফতিগণ ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দেদে দ্বীন ওয়া মিল্লাত, শাহ্ মাওলানা আহমদ রজা খাঁন ফাজেলে বেরেলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পূর্বাপর অনুসারী ওলামা-মাশায়েখ বিশেষত আল্লামা গাজী আজিজুল হক্ব কাদেরী শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির শানে বর্বরোচিত কদর্য ভাষা ব্যবহার করে তাঁদের আক্বিদা, আমল ইত্যাদি সম্পর্কে বানোয়াট, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন পূর্বক সরলমনা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছেন। তাঁদের এহেন কাপুরুষচিত আচরণ ও মিথ্যা অপবাদের জবাবদানে অতি অল্প সময়ে অনেকটা তড়িঘড়ি করে অত্র প্রকাশনার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পন্ন করা হয়েছে। তারপরেও মুদ্রণ জনিত ভুল-ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

পাঠকবৃন্দ এ পুস্তক পড়ে উপকৃত হলে অধীনের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ্ পাক আমাকে এবং সকল মুসলমান ভাইকে সত্য বুঝার এবং তার উপর অটল থাকার তাওফিক দিন। আমীন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমার লিখিত ও প্রকাশিত সৈয়দ আহমদ বেরেলভীকে 'জানা উচিত' ও 'এজহারুল কাজেবাত লেমা ফিল বাইয়্যিনাত' বইদুটি পড়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। এ ছাড়া আমার আরেকটি বই 'বালাকোটের স্বরূপ উন্মোচন' নামে প্রকাশের পথে।

ইতি-

তারিখ: ০৫-১০-২০০০ সাল

মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইদ্রিছ রজভী

তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়ার আবিস্কার ও নামকরণের যুক্তিকতা প্রসঙ্গে

সাধারণতঃ একটি নিয়ম প্রচলিত আছে যে ধর্ম, মাযহাব বা অন্য কোন বিষয় বা উদ্দেশ্যে কেউ কোন দল বা মাযহাব গঠন করলে এবং তার অনুসারীরাও সে দলের গঠনতন্ত্রকে সমর্থন করে মেনে চলিলে সে দল বা মাযহাবটি আবিস্কারকের নাম বা তার অন্য কোন বাহ্যিক বিশেষ পরিচয়, সম্পর্ক বা বৈশিষ্ট্যতা দৃষ্টে নামাঙ্কিত ও পরিচিত হয়ে থাকে। যেমনঃ হানাফী,শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী ইত্যাদি প্রসিদ্ধ মাযহাব এবং কাদেরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও নক্বশবন্দিয়া ইত্যাদি বহুল প্রচলিত, প্রচারিত ও অনুসৃত তরীক্বাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ সমস্ত ধর্ম সম্মত মানবগঠিত মাযহাব বা তরীক্বাগুলির ব্যাপারে যে কোন একটিকে কিংবা সবগুলিকে যথা প্রয়োজনে অবলম্বন করা ইচ্ছাধীন ব্যাপার কিন্তু আল্লাহর পক্ষে নবী ও রাসূলগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় বিধি-বিধান, কার্যকলাপকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও যথাযথ নিয়মানুসারে পালন করা প্রত্যেকের জন্য একান্ত ফরজ ও অপরিহার্য কর্তব্য।

☐ তরীক্বত, মাযহাব, দ্বীন, মিল্লাত ও শরীয়তের মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য এবং ব্যবহার পদ্ধতি

উল্লেখ থাকে যে, আল্লাহর পক্ষে নবী-রাসূলগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রচারিত ধর্মীয় কার্যকলাপকে কোরআনের ভাষায়– দ্বীন, মিল্লাত বা শরীয়ত বলা হয়। ইমাম ও অলী-বুযুর্গদের ধর্ম সম্মত কার্যকলাপ, রীতি-নীতি ও যিকির-আযকারকে সাধারণতঃ মাযহাব ও তরীক্বা বলা হয়। মানবগড়া দল, মাযহাব কিংবা তরীক্বা ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে আবিস্কারক, প্রবর্তক কিংবা প্রচারকের নামানুসারে নামকরণ, পরিচিত ও খ্যাত হয়। যথাঃ- উল্লেখিত চার মাযহাব যথাক্রমে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী এবং তরীক্বা যথাক্রমেঃ ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও নক্বশবন্দিয়া ইত্যাদি। তরীক্বত শাস্ত্রে পীর, মাশায়েখ ও মুরিদ শব্দ ব্যবহৃত হয়। নবী-রাসূলগণের বেলায় অনুরূপ হয়না বরং নবী ও উম্মত শব্দ ব্যবহৃত হয়।

নিজের নির্ধারিত, প্রবর্তিত, প্রতিষ্ঠিত কার্যকলাপ, কর্মপন্থা ও নিয়ম-নীতি কিংবা তরীক্বাকে অপরের নামে নামাঙ্কিত, প্রচারিত ও পরিচিত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং ভুল। যেমনঃ ইতিমধ্যে কতেক ব্যক্তি প্রচার করছেন যে, "সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও নক্বশবন্দিয়ার মত চার প্রসিদ্ধ ও শুদ্ধ-সিদ্ধ তরীক্বায় বায়'আত ও খলিফায়ে মাযাজ বা এযাজত প্রাপ্ত খলিফা হয়েও শুধুমাত্র তজকিয়ায়ে নফস্ ও ইছলাহে আখলাক্ব অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনের

মানসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামানুসারে 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' নামে আরেকটি স্বতন্ত্র তরীক্বা আবিষ্কার করেছিলেন।"

পাঠকবৃন্দ! এটা কিভাবে যুক্তি সঙ্গত ও তাছাউফ সম্মত হতে পারে তা আপনারা বিচার করবেন। অথচ সৈয়দ ছাহেব স্বাক্ষরিত ও ঘোষিত এমন কোন প্রমাণ নেই যে, তিনি তাঁর এ আন্দোলনের নাম 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' রেখেছিলেন। প্রথম হতে তাঁর এ আন্দোলনটির নাম 'সংস্কার আন্দোলন' নামে পরিচিত ও খ্যাত ছিল। যা পরে 'ওহাবী আন্দোলন' নামে ভারত বর্ষে পরিচিত ও প্রচারিত হয়ে যায়।

সাধারণতঃ অপরের নামে সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, দল কিংবা বই-পুস্তকের নামকরণ করা যেতে পারে, পক্ষান্তরে ধর্ম সম্মত নির্বাচিত ও আবিষ্কৃত ধর্মীয় কার্যকলাপের সমষ্ঠিগতভাবে প্রবক্তা, আবিস্কারক বা নীতি নির্ধারকের নামে পরিচিত ও প্রচারিত হয়ে থাকে।

তরীক্বত বলতে যেমন একটি বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতিকে বুঝায়, তদ্রুপ তন্মধ্যে করণীয় কার্যকলাপের নামও পৃথক এবং স্বতন্ত্র বুঝায়। যথাঃ- যিকির, ইসিম, ওয়াজিফা, মুশাহেদা ও মুরাকাবা ইত্যাদি।

নবী-রাসূলগণ তাঁদের দ্বীনি নিয়মানুসারে অবধারিত শিক্ষা ব্যতীত অলী-বুযুর্গদের প্রচলিত তরীক্বতের ন্যায় বিশেষ কোন নিয়ম-পদ্ধতি আবিস্কার করে পৃথক বা দলগতভাবে কাউকে তা'লীম-তরবিয়ত দেননি। যদিও প্রয়োজনে ছাহাবীদেরকে বায়'আত করাতেন বা কোন বিশেষ দো'আ কিংবা আমলের শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তা পীর-মাশায়েখদের মধ্যে প্রচলিত তরীক্বতের ন্যায় ও নামে পরিচিত হবে না। নবী-রাসূলগণের নিকট সরাসরি তা'লীম-তরবিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তিরাও এরূপ বিশেষ শিক্ষা বা তা'লীম-তরবিয়তকে শিক্ষাদাতা অর্থাৎ নবী-রাসূলের নামে নামকরণ বা তাঁর প্রতি আরোপীত করেননি। অর্থাৎ 'মুহাম্মদী তা'লীম' বা 'মুহাম্মদী তরীক্বা' ইত্যাদি বলেননি এবং প্রচারও করেননি।

নবী-রাসূলগণের শিক্ষা বা তা'লীমের মধ্যে জাহেরী-বাতেনী বলে কোন পার্থক্য নেই। তাঁরা নবুওয়াত-রেসালতের নূরী দৃষ্টিতে তাঁদের উম্মতগণকে এক সাথে শরীয়ত,তরীক্বত, হাকীক্বত, মা'রেফত এবং জাহেরী-বাতেনী শিক্ষা দিয়ে যথা প্রয়োজনে উপযুক্ত ও কামেল করে দিতে পারেন। এমনকি নবুওয়াত-রেসালতের একেবারেই ঘনিষ্টতম মর্যাদা অর্থাৎ ছাহাবিয়তের মরতবায় উন্নীত করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাদাতা পক্ষকে– নবী, রাসূল এবং শিক্ষা গ্রহণকারী পক্ষকে উম্মত ও ছাহাবী বলা হয়। ছাহাবীর মরতবা সাধারণ উম্মতের মরতবা হতে এবং দ্বীন বা মিল্লাতের মরতবা বেলায়তের মরতবা হতে বহু উর্ধে বিধায় ছাহাবীগণ কখনো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মুর্শিদ বা পীর বলতেন না এবং

নিজেদেরকেও মুরিদে মুহাম্মদী বলে প্রচার করতেন না। কেননা এর দ্বারা নবী-রাসূলের মানহানি হয় অর্থাৎ নবী-রাসূলকে খোদা প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদা নবুওয়াত, রেসালতের মরতবা হতে বেলায়তের পর্যায়ে নিয়ে আসার মত বুঝা যাবে। এ কারণে বিবিধ মর্যাদা ও গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিকে বিশেষতঃ নবী-রাসূলকে তাঁদের সর্বোচ্চ গুণ বা পদটি বাদ দিয়ে ইচ্ছা করে নিম্নগুণে বা পদে আখ্যায়িত ও সম্বোধন করা উচিত নহে।

☐ **সৈয়দ আহমদ ছাহেব আদৌ 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' আবিষ্কার করেননি, করলে কার অনুমতিক্রমে? এবং তা তরীক্বত শাস্ত্র সম্মত হয়নিঃ**

'মাসিক পরওয়ানা' ও 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া'র মধ্যে সৈয়দ আহমদের ভক্ত-অনুগামীগণ সগৌরবে উল্লেখ করেছেন যে, "তিনি হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেছ দেহলভীর নিকট বায়'আত গ্রহণ করে ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া মুজাদ্দেদিয়া ও নক্বশবন্দিয়ার মত প্রসিদ্ধ ও সিদ্ধ তরীক্বা সমূহের ইযাজত ও খেলাফত লাভ করেছেন। তদানিন্তন ভারতবর্ষ, বাংলা প্রদেশ এমনকি আরবদেশেও হাজার হাজার লোককে চার তরীক্বায় বায়'আত করিয়ে তাঁর সিলসিলাভুক্ত করেছেন। অনেক মওলানা- মওলভী, পীর-বুযুর্গ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত তাঁর কামালিয়াত ও বুযুর্গী দেখে তাঁর শামিয়ানা তলে এসে জমায়েত হয়ে জেহাদের সৈনিক হিসেবে সংস্কার অন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক সংশোধনকল্পে অর্থাৎ জাহেরী-বাতেনী উভয় অবস্থার এক সাথে সংশোধন করার জন্য অবশেষে তিনি 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' নামে আরেকটি তরীক্বা ব্যক্তিগতভাবে আবিষ্কার করে নিলেন। কারণ এ তরীক্বার দ্বারা জাহেরী-বাতেনী উভয় প্রকার কাজ চলিবে। যাহা পূর্বানুসৃত চার তরীক্বার দ্বারা সম্ভব নয়। এর পর হতে তিনি বায়'আত করার সময় চার তরীক্বার সাথে "আওর মুহাম্মদীও" বলতেন।" এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, (তাঁদের দাবী মতে) তিনি (সৈয়দ আহমদ) 'আওর মুহাম্মদী' বলে যে তরীক্বাটি'র উল্লেখ করতেন তা কোন শেখ্ হতে এবং কার অনুমতিতে আবিষ্কার করলেন? আর মুহাম্মদ বলতে কাকে বুঝিয়েছেন?

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শেখের অনুমতি ব্যতীত কোন সিলসিলার সবক-তা'লীম ইত্যাদি কখনো শুদ্ধ ও সিদ্ধ হয় না। আর এখানে মুহাম্মদীয়া তরীক্বা যেহেতু একটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র তরীক্বা, সেহেতু এর আবিষ্কারককেও স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন হতে হবে। কখনো ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে হবেনা, হতেও পারেনা। কারণ একে তো ইহা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবিষ্কার করেননি। দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় সৈয়দ ছাহেব ইহার অনুমতি নেননি বরং তা সম্ভবও ছিলনা।

তাছাউফ ও তরীক্বত শাস্ত্রের প্রচলিত ও নির্ধারিত বিধান মতে, "পীর-মুরিদের

জীবদ্দশায় ইযাজত লেনদেন করতে হবে।" আবিষ্কারক হলেন এবং তা'লীম-তরবিয়ত দিলেন সৈয়দ ছাহেব নিজেই, কিন্তু নামটা একলাফে গিয়ে পৌঁছালো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত। এরূপ একটা অসম্ভব কথা কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? সৈয়দ ছাহেব কি এভাবেই নিজের ইসিম-সবক্ব রাসূলুল্লাহ্‌র (অপরের) নামে চালিয়ে দিয়ে ছাহাবীয়তের দরজায় পৌঁছে গেলেন নাকি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে টেনে এনে তাঁর শেখের আসনে বসালেন ? (নাউজু বিল্লাহ মিনহা।) সৈয়দ ছাহেব 'আওর মুহাম্মদী' তরীক্বা মতে কোন ইসিম-ওয়াজিফা দিতেন কিনা, দিলে তা'কি তাঁর নিজস্ব, নাকি অনুমতি সূত্রে প্রাপ্ত ? নিজস্ব হলে তা মুহাম্মদী হবে কেন? আর অনুমতি সূত্রে হলে কার অনুমিত সূত্রে প্রাপ্ত ?

মোট কথা! তাঁদের যুক্তি ও বর্ণনা মতে, সৈয়দ ছাহেব তাঁর বহু দিনের সাধনার পুঁজি চারট তরীক্বার মধ্যে রূহানী শক্তি, ফয়েজ ও বরকত খুঁজে না পেয়ে আধ্যাত্মিক ফয়েজ-বরকতের আশায় 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া'টি আবিষ্কার করেও কোন ফল হয় নি।

প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে, পীর-মুরিদী সহজ ও খেলার ব্যাপার নহে। 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' যদি সত্যিই সৈয়দ ছাহেবের ব্যক্তিগত আবিষ্কৃত হয় তা'হলে সেটি মুহাম্মদীয়া হবে না বরং সৈয়্যদিয়া কিংবা আহমদিয়া নামে হবে। কারণ ইতিপূর্বে যুক্তি সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ জাতীয় অর্থাৎ মাযহাব, তরীক্বা ইত্যাদি কোন সংগঠন আবিষ্কারকের নামে নামাঙ্কিত ও পরিচিত হয়ে থাকে। তরীক্বত প্রধান বা আবিষ্কারক কর্তৃক দ্বীন-ধর্ম সম্মত সংগ্রহীত দো'আ ইসিম ও ওয়াজিফা ইত্যাদি স্বীয় মুরিদানকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সৈয়দ ছাহেব যদি আবিষ্কারক হন তাহলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহীত দো'আ ও ওয়াজিফা ইত্যাদি মুরিদানকে শিক্ষা দিবেন। পূর্বের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেছে যে, সৈয়দ ছাহেব তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়ার আবিষ্কারক নহেন এবং সে তরীক্বানুযায়ী কোন ইসিম, সবক্ব, তা'লীম-তরবিয়ত দেননি। আর সবক্ববিহীন কোন তরীক্বতের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। কাজেই তাঁদের উপস্থাপিত ও প্রদর্শিত যুক্তি মতে মুহাম্মদীয়া তরীক্বা বলে কোন তরীক্বার অস্তিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে না বরং তাঁরাও তাঁদের উক্তি ও যুক্তির উপর যথাযথ অটল থেকে এ রকম তরীক্বার কোন বাস্তবতা ও অস্তিত্বের প্রমাণ করতে পারবেন না।

তাঁদের যুক্তি মতে, "সৈয়দ আহমদ তাঁর পূর্বানুসৃত চার তরিক্বায় আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও বাতেনী ফয়েজ-বরকত শূন্য হওয়াতে মুহাম্মদীয়া তরীক্বার আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেন।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাও শাস্ত্রের নিয়মতান্ত্রিক কষ্টি পাথরে অসার ও বরকত শূন্য হয়ে গেল। অতএব, **শূন্যের সাথে শূন্য যোগ করলে যোগ ফল ০ + ০= ০ শূন্যই তো দাঁড়াবে।**

আবিষ্কারকের নামে তরীক্বার পরিচিতি

ইহা সর্বজন বিদিত যে, শরীয়তের উছুলের পরিপ্রেক্ষিতে যারা জাহেরী আমল যেমনঃ নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি আদায় করণার্থে মাসআলা-মাসায়েল কর্মপন্থা আবিষ্কার বা নিরূপন করেন তাঁদেরকে ইমাম এবং স্থিরকৃত কর্মপন্থাকে মাযহাব বলে। নিরুপণকারী বা আবিষ্কারকের নাম কিংবা উপনাম বা গোত্র-বংশের পূর্ব পুরুষের নাম অথবা জন্মভূমি-আবাসভূমি ইত্যাদি কোন সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি বা স্থানের নামানুসারে পরিচয় ও প্রচলন হয়। যেমন; হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী। মাসআলা-মাসায়েল বা কর্মপন্থার দিক দিয়ে যাঁরা এদের অনুসারী হবেন তারাই এ নামে পরিচিত হবেন। অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার অনুসারীরা হানাফী, ইমাম শাফেঈ'র অনুসারীরা শাফেঈ, ইমাম মালেকের অনুসারীরা মালেকী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অনুসারীরা হাম্বলী নামে পরিচিত হবেন কিন্তু আবিষ্কারক ইমাম ছাহেবদেরকে তাদের উপর স্তরের অন্য কোন নামে নামাঙ্কিত করতে পারেনা। চার তরীক্বার অনুসারীরাও একইভাবে (তাঁদের) তরীক্বাপ্রধানদের নামে বা অন্যকোন সূত্রের মাধ্যমে পরিচিত বা আরোপিত হবেন। যেমন ঃ গাউছুল আ'জমের অনুসারীগণ ক্বাদেরি, খাজা ছাহেবের অনুসারীগণ চিশতি, সেরহিন্দীর অনুসারীগণ মুজাদ্দেদি ও বাহাউদ্দিন নক্বশবন্দির অনুসারীগণ নক্বশবন্দি হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন। এদের তরীক্বৃত প্রধানকে উপরস্ত শেখের বা অন্য কোন কিছুর পক্ষানুসারে আরোপিত ও পরিচিত করা যায় না। কারণ এরা হচ্ছেন তাদের নিম্ন অনুসারীদের জন্য মুনতাহা বা শেষস্তর। যদিও অনুসারীরা তাদের মধ্যস্থ শেখ বা উপরস্ত পীরের নামেও পরিচিত হতে পারেন। এ ভাবে তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়ার প্রবর্তক যদি রাসূলুল্লাহ্ হন (বরং কখনো নন) তাহলে; তাঁর অনুসারীরা মুহাম্মদী হবে। আর এটাতো হতেই পারে না বরং বলাও যেতে পারেনা। কারণ তরীক্বৃত শাস্ত্র মতে,"অনুসারী বা মুরিদ সরাসরি প্রবক্তার হাতে বা মাধ্যম সূত্রে সিলসিলা পরম্পরায় মুরিদ হয়ে তা'লীম-তরবিয়ত গ্রহণ করে থাকেন।" সৈয়দ সাহেবের ব্যাপারে এরূপ চিন্তা করা যায়না। কেননা তিনি মুহাম্মদী তরীক্বার ব্যাপারে তাঁর কোন উপরস্থ শেখের নিকট বায়'আত গ্রহণ করেননি। যাতে তাঁর মুরিদানকে তাঁর শেখের নিকট হতে অর্জিত ইসিম, সবক্ব ইত্যাদি শিক্ষা দিতে পারেন। যেহেতু সৈয়দ ছাহেব নিজেই কখনো রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সরাসরি বা কোন মাধ্যম সূত্রে বায়'আত গ্রহণ করেননি এবং প্রবক্তা হিসেবেও তিনি মুহাম্মদী রূপে পরিচিত হতে পারেননি। যদিও লোক সমাজে শাহ্ ছাহেবের মুরিদ ও খলিফা হিসেবে প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু তিনিও পূর্বানুসৃত চার তরীক্বা ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও নক্বশবন্দিয়া নামে অভিহিত ও পরিচিত হতে পারতেন। আর তরীক্বৃত শাস্ত্র বিধান মতে এটাই সমীচিন ছিল। তবে কি! সৈয়দ ছাহেব অন্ততঃ এটুকু জানতেন না যে বুযুর্গানদের

সাথে বাহ্যিক কোন প্রকার সূত্র-সম্পর্ক ছাড়া শুধুমাত্র নামের দিক দিয়ে হলেও তাদের সাথে নিছবত রাখলে বহু লাভ আছে।

নবী, অলী, পীর-বুযুর্গানের যথা নিয়মে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও তাঁদের প্রতি আন্তরিক আস্থা স্থাপন করা কামালিয়াত হাছিলের পূর্বশর্ত। সম্ভবতঃ সৈয়দ ছাহেব এতে আস্থা ও বিশ্বাস রাখতেন না, নতুবা বাহ্যিক কোন প্রভাবের কারণে এটা করতে পারেননি। বিখ্যাত চার তরীক্বা বা সরাসরি তাঁর শেখের নামে আজিজিয়া বা ওয়ালি উল্লাহী হিসেবে পরিচিত হবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং তাঁর অনুসারীরাও এভাবে অথবা সৈয়দিয়া কিংবা আহমদিয়া রূপে নিঃসন্দেহে নামাঙ্কিত হতে পারতেন। তা'হলে **"তাঁরা আজ না একূলের ,না ঐ কূলের হয়ে সাগর মাঝে ভাসতনা।"** তবে এর সমাধান কি ?

আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল যে, তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়ার আবিষ্কারক কে? রাসূলুল্লাহ নাকি অন্য কেহ। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো নহেন এবং হতেই পারেন না। অপর কেহ হলে তার প্রতি আরোপীত এবং তার নামেই পরিচিত ও প্রচারিত হতে হবে। স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কৃত এ মুহাম্মদীয়া তরীক্বার উপরের স্তরের শেখ্ কে এবং ইসিম-ওয়াজিফা ছিল কোনটি? ওয়াজিফা-ইসিম ছাড়া কোন তরীক্বা হতে পারে না। 'আওর মুহাম্মদী' নাম বলার সময় শুধু অন্যান্য করীক্বার ইসম-ওয়াজিফার সবক দিলে মুহাম্মদীয়া তরীকার আর কোন স্বাতন্ত্রীয় ও প্রয়োজন থাকবে না ইত্যাদি যুক্তি এবং ন্যায় সঙ্গত সৃষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়া তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়াপন্থীদের উচিত ও কর্তব্য ছিল কিন্তু তাঁরা তা না করে কতেক সম্পর্ক বিহীন অপ্রাসঙ্গিক ও নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা পূর্বক উদ্দেশ্য থেকে পাশ কেটে গেছেন। নিষ্প্রয়োজনীয় ও অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া'র বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও আপত্তিগুলোকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং মাওলানা শাহ্ আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ছাহেবানের অকৃত্রিম (একমাত্র দ্বীনের খাতিরে পরিচালিত) আন্দোলনের সাথে তাঁদের তথাকথিত 'মুহাম্মদীয়া আন্দোলনকে'ও জড়িয়ে দিয়েছেন শুধু মাত্র সৈয়দ ছাহেবের কামালিয়াত বৃদ্ধি ও প্রচার করনার্থে।

তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া নামকরণের মূল রহস্য

তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া নামকরণের মূল রহস্যাবৃত্ত বিষয়টির সঠিক সমাধান দিতে হলে একটি বাস্তব ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত অবতারণা করতে হয়। তাহলো; আরবের মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর ইসলাম বিরোধী বনাম 'ইসলামী আন্দোলন' নামে যে আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছিল তাকে সেখানকার ইমাম, মাশায়েখ, পীর, মাওলানা, সূফী ও জনসাধারণ 'ওহাবী আন্দোলন' বলে প্রচার করতেন। কিন্তু তিনি (মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদী) এবং তার অনুসারীরা 'ওহাবী আন্দোলন' বলে প্রচার ও স্বীকার করতেন না। কারণ ওহাব হচ্ছে তার বাবার নাম। আন্দোলনের নামও যদি ওহাবী হয় তাহলে এতে তার বাবার নাম বা সুখ্যাতি প্রচার হতে যাচ্ছে। তার নামটি প্রচারিত হবে না বিধায় মুহাম্মদী আন্দোলন নামে নামকরণ করে আন্দোলন ও প্রচার আরম্ভ করে দেয়া হয়। এ ভাবে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ভারতেও সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করতে লাগলেন। পরবর্তীতে আরবের মুহাম্মদ-বিন-আবদুল ওহাব নজদীর যুক্তি অনুসারে সৈয়দ আহমদের অনুসারীরাও মুহাম্মদ-বিন-আবদুল ওহাবের নামের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে উক্ত আন্দোলনকে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন বা তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া নামান্তর করতে আরম্ভ করেন। যা বর্তমানে কেহ কেহ ইহাকে (এই আন্দোলনকে) স্বয়ং সৈয়দ আহমদ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে বলে দাবী করছেন।

এদিকে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখ ভারতবর্ষে ইংরেজ বিতাড়নের নামে যে আন্দোলনটি পরিচালনা করেছিলেন (ইংরেজ বিতাড়নের নামে পরিচালিত তথাকথিত আন্দোলন চলাকালীন সময়ে) সে সময় একাধিকবার তাঁরা সদল বলে হজ্জ করার নাম দিয়ে আরব দেশ মক্কা শরীফে গিয়েছিলেন। এ সুবাদে সেখানে তাঁরা মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল-ওহাব-নজদীর সহচর ও অনুসারীদের সাথে একান্ত সংলাপ ও মত বিনিময়ের সুযোগ লাভ করেন। মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল-ওহাব নজদীর প্রবর্তিত ওহাবী আন্দোলনের গতিধারা ও মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান আহরণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদী কর্তৃক সেখানকার সুন্নী মুসলমান, শেখ, মাওলানা ও মুফতি এবং অলী-বুযুর্গের মাজার জেয়ারত, এমনকি স্বয়ং রওজা আক্বদসের বিরুদ্ধে শিরিক, কুফরীর ফতওয়া প্রদান পূর্বক তাঁদেরকে মুশরিক বলে সাব্যস্ত করে শহীদ ও তাঁদের পরিবার বর্গের বিশেষ করে নারীর উপর অকথ্য নির্যাতন করতঃ তাঁদের ধন-সম্পদ লুটপাট সহ অপুরণীয় ক্ষতি সাধন বিষয় সম্পর্কে সৈয়দ আহমদরা নিশ্চিতভাবে সবিস্তারে ওয়াকিফহাল হয়েছেন। সেখানকার ওহাবীদের পক্ষ হতে মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল-ওহাব রচিত "কিতাবুত্তাওহিদ" মোবারক তোহফা হিসেবে পেয়ে ধন্য

হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মওলভী ইসমাঈল দেহলভী ইহার ফার্সী পরে উর্দু ভাষাতে তরজুমা করে ভারতবাসীকেও তাঁদের প্রাপ্ত তোহ্ফার অংশীদার করে নেন। যেমনঃ-

আহমদ আব্দুল গফুর আত্তার নজদী কৃতঃ লায়ালপুর মুদ্রিত মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নামক কিতাবের ৬৩ পৃষ্টা এবং উক্ত কিতাবের টিকা লেখক আবুল কাসেম মুহাম্মদ আব্দুহুল ফালাহ্ বর্ণনা করেছেন,- "মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল-ওহাব নজদীর (মাযহাবী) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে হিন্দুস্থানের রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ ছাহেব বিশেষ সংস্কারক ও ইমামে বরহক্ব ছিলেন। হিন্দুস্থানে এ সংস্কার ওহাবী সংস্কাররূপে ও নামে খ্যাত ছিল। এ সময় হিন্দুস্থানে শিরিক ও মুশরেকানা প্রথা চালু ছিল এবং ইসলামী রীতি-নীতি নিশ্চিহ্নের পথে যাচ্ছিল। সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী এ সময় ইসলামী সংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ করে দিলেন। তাঁরা রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রদেশকে বেছে নিলেন। তথায় মুসলমানদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। এ সংগ্রামে তাঁরা বালাকোটে শাহাদাতের সূরা পান করেন। এ বুযুর্গদের প্রচেষ্টায় সুন্নাত জিন্দা,ছোট-ছোট গ্রাম-গঞ্জে জুম'আ এবং বিধবাদের পূনঃ বিবাহের প্রথা প্রচলন হয়।"

(হাশিয়ায়ে মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব ৬৩ পৃঃ লায়ালপুর মুদ্রিত দ্রষ্টব্য)

অথচ ভারতবর্ষে ওহাবী আন্দোলন বা মতাদর্শ তখনও ঘৃণিত জমহুরে ওলামা, মাশায়েখ ও মুফতিগণ কর্তৃক সমালোচিত ও প্রত্যাখ্যাত ছিল। পরে সৈয়দ আহমদরা যদিও অপকৌশলে এ আন্দোলনকে বেগবান করতে সমর্থ হচ্ছিল। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী আরবের ওহাবী আন্দোলনের কামিয়াবী কিসের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেটা হচ্ছে-একদিকে মুহাম্মদ-বিন-আবদুল ওহাব নজদী বাধ্য করে জনসাধারণকে তার মতাদর্শে দীক্ষিত ও দলভূক্ত করত। অপরদিকে সমস্ত মুলমানদেরকে কাফির ও মুশরিক সাব্যস্ত করে তাদেরকে শহীদ ও তাঁদের মালামাল লুট করত। মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর দ্বারা 'কিতাবুত্তাওহিদের-তাকবিয়াতুল ঈমান' নামে ফার্সী অনুবাদ করায়ে এবং সৈয়দ আহমদের নির্দেশে মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর দ্বারা মারাত্মক কুফরী আক্বিদা সম্বলিত 'ছেরাতুল মুস্তাক্বিম' নামক পুস্তক লিখায়ে অবিকল মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাবের আক্বিদা বা মতাদর্শ ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দেন। যদিও এ কারণে মওলভী ইসমাঈল দেহলভী ছাহেবকে স্বীয় বংশের খান্দান এবং ভারতের পীর-মাশায়েখ, ওলামা-ফুজলা ও বুযুর্গানগণ ওহাবী এবং ওহাবী আক্বিদাভূক্ত হয়ে গেছেন বলে কিতাব-ফতওয়া লিখে প্রচার করেছেন। যার ফলে তিনি সারা ভারতে ঘৃনিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এমনকি স্বীয় পৈত্রিক

তর্কা/মিরাস হতেও বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁদের বুযুর্গ সৈয়দ আহমদ ছাহেব এ অবস্থা পর্যবেক্ষন করে আক্বিদা ও মাযহাবের ব্যাপারে নিরব ভূমিকা পালন করে সুকৌশলে মওলভী ইসমাঈল দেহলভীকে প্রধান মুরিদ ও খলিফা মনোনীত করে সংস্কার আন্দোলনের কমিটি গঠন করেন। অথচ তখন দীল্লি তথা সারা ভারতে ওহাবী মতাদর্শ বা আক্বিদার কারণে মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর উপর এক বিরাট তুফান চলছিল। এ দুর্যোগময় মুহূর্তেও তিনি (সৈয়দ আহমদ ছাহেব) "কানে তুলা দিয়ে চক্ষে পট্টি বেঁধে খর্গোসী নিদ্রায় শায়িত ছিলেন।"

তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়ার নামকরণের আবিস্কার নিয়ে সৈয়দ আহমদপন্থীদের বিভিন্ন মতামত।

উল্লেখ থাকে যে, এ পুস্তিকার পূর্বেকার আলোচনাদির মধ্যে তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া'র আবিস্কারক ও নামকরণ সম্পর্কে সৈয়দ ছাহেব পন্থীদের নানাবিধ উদ্দেশ্য, যুক্তি ও বক্তব্যের বেশ কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক তাঁদের পেপার-পত্রিকা, প্রকাশনা ও রচনার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, সে ব্যাপারে তাঁরা আরো পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন যুক্তিকারণাদি দর্শাচ্ছেন। এর আবিস্কার ও নামকরণ নিয়ে একেক জন একেক রকমের ব্যাখ্যা করছেন। যা সম্পূর্ণ স্ব-ও পরস্পর বিরোধী। তাই তাঁদের নব প্রদর্শিত যুক্তি ও মন্তব্যগুলির পুনঃ উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করছি। যাতে তাঁরা এবং পাঠকবৃন্দ চিন্তা করতে পারেন যে তাদের এ সমস্ত কথা কতটুকু ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তি সাপেক্ষ হয়েছে। যেমন-

(১) মাসিক আত্তাওহিদ (আল জামেয়া মার্কেট, আন্দরকিল্লাহ, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত আগষ্ট-সেপ্টেম্বর '৯৭ সাল সংখ্যা) **'ওহাবী কারা'** শীর্ষক শিরোনামের এক নিবন্ধে এবং মাসিক পরওয়ানার (ঢাকা পরওয়ানা পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত মে '৯৯ সাল সংখ্যা) ১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে,- "সৈয়দ আহমদ ছাহেব তার পূর্বাবলম্বিত, ইযাজত প্রাপ্ত চার তরীক্বার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি, রুহানী ফয়েজ-বরকত ছিলনা অথবা অর্জন করতে পারেননি বিধায় রুহানী ফয়েজ -বরকতে পরিপূর্ণ রাসূলুল্লাহর নামে 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' নামক একটি স্বতন্ত্র তরীক্বা তিনি নিজেই আবিস্কার করেছেন। তখন হতে তিনি মুরিদ করার সময় 'আওর মুহাম্মদীও' বলতেন এবং হাকিক্বত, মা'রেফত, শরীয়ত, তরীক্বত, জাহেরী-বাতেনী, আধ্যাত্মিক-রুহানিয়াত, মাযহাবী ও রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি 'মুহাম্মদীয়া তরীক্বাকে অনুসরণ করে চলতেন।"

(২) সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া প্রসঙ্গে মাসিক আল বাইয়্যিনাতের (ঢাকা-রাজারবাগ থেকে প্রকাশিত জুন ২০০০ সংখ্যা) ১১৭ পৃষ্ঠায়

তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া বা আওর মুহাম্মদীয়ার সংস্কার শীর্ষক শিরোনামে উল্লেখ আছে যে,- (ক) "তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া বা আওর মুহাম্মদীয়া তরীক্বা কোন নতুন তরীক্বা নহে। বরং পাক-ভারত উপমহাদেশের মশহুর তরীক্বাগুলোর যেমন- ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্বশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও সোহরাওয়ারদিয়া তরীক্বাগুলোর নির্যাসমাত্র।"

এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, (খ) "কলিকাতার হযরত গোলাম সোবহান (তাঁর) মুর্শিদ কেবলাহ (সৈয়দ আহমদ)কে 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' নাম রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলে প্রতি উত্তরে তিনি নিজেকে একজন বাদশাহ্ এবং শহরের নানা প্রকার শিল্পের ----- দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন,- "আর সেই সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীনের তরীক্বায় আমি বায়আত হয়েছি কিন্তু আমি দাবী করিনা যে আমি তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ট। কিন্তু, তাদের তরীক্বায় চলার দরুন আল্লাহপাক আমাকে এমন যোগ্যতা দান করেছেন যার জন্য যিকির-শোগলের মধ্যে মশগুল থাকি। এবং আল্লাহ পাক হুজুর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাছ যে নেয়ামত দান করেছেন তা হলো- জিহাদের হুকুম জারী, কিছাছ চালু এবং শিরিক ও বেদআতের প্রতিরোধ করা ইত্যাদি। মহিমান্বিত আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে নিজের মধ্যেও ঐ সমস্ত কাজ চালু করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ পাক আমাকে এমন ক্ষমতা দান করেছেন যার ফলে আমি এমন ধারণা ও ইচ্ছা পোষণ করি যে কাফেরদের মোকাবেলায় ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের অস্ত্র, তলোয়ার, তীর-নেজা, কামান-বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে যুদ্ধের পোষাক পরিধান করে কাফিরদের সঙ্গে জিহাদ করবো। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় নিজের হাতে পরিখা খনন করতে পারবো। কুঠার নিয়ে লাকড়ী ফাড়বো এবং হুদুদ, কিছাছ জারী করতে পারবো। অতএব এই বিশেষ নেয়ামতের বদৌলতে আনন্দচিত্তে নিজের তরীক্বার নাম তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া রেখেছি।"

এতে আরো উল্লেখ আছে যে, (গ) "হুজুর করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন- কাফির, মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, হিজরত করেছেন, বিধবা বিবাহ করেছেন, সবার আগে সালাম দিয়েছেন, দুঃস্থ এতিমদের মাথায় হাত বুলিয়েছেন, যানাজার নামাজের খবরা-খবর নিয়েছেন এবং শত্রু কর্তৃক বিষপানে আক্রান্ত হয়েছেন ইত্যাদি সুন্নাতগুলো আল্লাহর খাছ অলী সৈয়দ আহমদ ছাহেবের জীবনেও পাওয়া যায়এবং প্রত্যেক অলী একজন নবীর অধিনে থাকেন, সৈয়দ ছাহেবও নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধীনে আছেন বলে তাঁর তরীক্বাকে 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' ও 'আওর মুহাম্মদীয়া' নাম রাখা হয়।"

উক্ত পত্রিকার ১১৮ পৃষ্ঠায় 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়ার' উৎপত্তি সম্বন্ধে এরূপ কথাও

উল্লেখ করা হয়েছে যে, (ঘ) "হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেছ দেহলভী ছাহেবানের পর এ তরীক্বার প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব এসে যায় আমীরুল মুমেনীন সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর উপর। (অথচ মুহাদ্দেছিন ছাহেবানদের যুগে এ তরীক্বার কোন অস্তিত্বও ছিলনা লেখক) তবে বিশেষ করে আল্লাহ পাক ও হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এই তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়ার খাছ কামালিয়াত ও বেলায়ত দান করেন হযরত সৈয়দ আহমদ ছাহেবকে এবং এই তরীক্বার ইমাম হিসেবে তাঁকে মনোনীত করেন স্বয়ং তিনি নিজেই।"

এ প্রসঙ্গে তিনি (সৈয়দ আহমদ) বলেন, "আল্লাহ পাকের রাসূল হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত দিয়ে বায়আত হয়েছি। অতঃপর তিনি আমাকে তরীকা দিলেন। আর আমার তরীক্বার নাম দিলেন 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া'। যদিও তিনি হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেছ দেহলভীর উত্তরসূরী হিসেবে এই তরীক্বা প্রচার প্রসারের মাধ্যমে মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু সত্যিকারভাবে মূলতঃ তিনি হচ্ছেন এই তরীক্বার ইমাম। কাজেই এই মুহাম্মদীয়া তরীক্বার প্রচার-প্রসারের জন্য তাঁকে যদি ওহাবী বলা হয় এবং তাঁর উপর অপবাদ ও তোহমদ দেয়া হয় তবে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হযরত শাহ আব্দুল আজিজকে কেন ওহাবী বলা হবে না?" [না, আমরা বলব না। তাঁদেরকে ওহাবী বলা যাবেনা। কেননা তাঁরা এ তরীক্বার আবিষ্কার ও নামকরণ করেননি-লেখক।]

(৩) 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' নামকরণের ব্যাপারে তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া নামক গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে,- "হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ চৌধুরী ছাহেব কেবলা ফুলতলী বলেন যে,- চার তরীক্বার প্রত্যেকটির নাম বিশেষভাবে তরীক্বার বুযুর্গানদের নামকরণে করা হয়েছে। হযরত বড় পীর সৈয়দ জিলানী আব্দুল কাদের রাদিয়াল্লাহু আনহু'র তরীক্বার নাম কাদেরিয়া, হযরত খাজা আজমিরি রাদিয়াল্লাহু আনহু'র তরীক্বার নাম চিশতিয়া, হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্শবন্দি'র তরীক্বার নাম নক্শবন্দিয়া ও হযরত মুজাদ্দেদে আলফেছানী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র তরীক্বার নাম মুজাদ্দেদিয়া তরীক্বা। তেমনিভাবে আমীরুল মুমেনীন হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী যে তরীক্বার তরবিয়াত দিতেন এর নাম 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া'। তার নিজের নামানুসারে তরীক্বায়ে আহমদিয়া না হয়ে তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া হওয়াই এ তরীক্বার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।"

[ফুলতলী পীর ছাহেবের যুক্তি ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা মতে- তরীক্বায়ে আহমদিয়া নামকরণ করা যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু তিনি কোন্ যুক্তিমতে এ তরীক্বাকে 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' নামকরণ করা এ তরীক্বার বৈশিষ্ট্য বলে মন্তব্য করেছেন তা বোধগম্য হচ্ছেনা লেখক।]

(৪) হযরত শাহ্ জালাল গ্রন্থের ১৫৮ পৃষ্টায় 'সিলেটে ধর্মীয় আন্দোলন' শিরোনামের শেষে উল্লেখ আছে যে, "আরবের মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নামক জনৈক প্রখ্যাত আলেম এ (মুহাম্মদী আন্দোলন) আন্দোলনের হোতা ছিলেন বলিয়া ইহাকে 'ওহাবী আন্দোলন ও বলা হয়।" এতে আরো উল্লেখ আছে যে, -"সৈয়দ আহমদ ছাহেবের আন্দোলন ছিল সংস্কারমূলক। তিনি এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তাছাউফের উপর। প্রচলিত তাছাউফের ক্ষেত্রে যে সব, তরীক্বার প্রচলন ছিল সৈয়দ ছাহেব কোনটি-ই সমর্থন না করে পরিপূর্ণ সুন্নাত তরীক্বার উপর তাঁর অনুসৃত তরীক্বার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর এ নতুন কর্মপদ্ধতির নাম দেয়া হয়েছিল 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া।"

(৫) মাধ্যমিক ইতিহাসের লেখক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক জনাব ইসহাক লিখেছেন "সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও তার শিষ্যগণ সারা উপমহাদেশে জেহাদ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই আন্দোলনকে 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া আন্দোলন নাম দেয়া হয়।"

(৬) মাসিক দ্বীন দুনিয়ার (প্রতিষ্ঠাতা হাদিয়ে জমান, হযরত শেখ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার ছাহেব (রহঃ) এবং প্রধান পৃষ্টপোষক হযরত মাওলানা কুতুব উদ্দীন পীর ছাহেব বায়তুশ শরফ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত- মে ২০০০ সাল সংখ্যা) ১৪ পৃষ্টায় 'ঈমানের দীপ্ত মশালঃ বালাকোট' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধের এক পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ছাহেবের মূল আন্দোলন ছিল সংস্কারমূলক। তিনি এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তাছাউফের উপর। প্রচলিত তাছাউফের ক্ষেত্রে যে সব তরীক্বার প্রচলন ছিল সৈয়দ ছাহেব সরাসরি সে সবের কোনটিই সমর্থন না করে পরিপূর্ণ সুন্নাত তরীক্বার উপর অনুসৃত তরীক্বার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর এ নতুন কর্মপদ্ধতির নাম দেয়া হয়েছিল 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া'। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে,- হিন্দুস্থান, সিন্ধু, পারস্য ও রোমের যে সব তরীক্বা এদেশে প্রচলিত রয়েছে এবং হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত ও ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত নীতির বাইরে যে সব রসম-রেওয়াজের প্রচলন হয়ে গেছে- এ সব অবশ্যই পরিত্যাজ্য। শুধু তাই নয় এ সবের প্রতিবাদ, প্রতিরোধও আমি জরুরী মনে করি।"

(৭) মাসিক পরওয়ানার (মে '৯৯ সাল সংখ্যা) 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া ও ওহাবী মতবাদ' শীর্ষক শিরোনামে মাওলানা নুরুল ইসলাম লিখেছেন-"তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া" কোন নতুন স্বতন্ত্র আবিষ্কৃত তরীক্বা নহে বরং হিন্দুস্থানের জিহাদী আন্দোলনকে 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' নামে নামান্তর করা হয়েছিল মাত্র।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়ার' আবিষ্কারক কে? কি কারণে এবং

কার নামে নামকরণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁদেরই সমকালীন, সমভাষী, স্বদেশী বিশ্বস্ত লেখকদের লিখিত প্রমাণাদি উদ্ধৃতি সহকারে এ পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে সবিস্তারে উল্লেখ করে সঠিক ধারণা দেয়া হয়েছে। তারপরেও এ প্রসঙ্গে তাঁদের শ'দেড় শত বছর পরের ভিন্নদেশী ও ভাষীদের মনগড়া, ভিত্তিহীন পরস্পর বিরোধী আরো কতেক বক্তব্য উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হল। মনে হয়, এভাবে তাঁদের আরো নানা রকমের বক্তব্য-ব্যাখ্যা আছে এবং থাকতে পারে। একটি বিষয় নিয়ে তাঁদের একেকজনের একেক রকম উক্তি ও বক্তেব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা অথবা তাঁরাই বলুন; তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া সৃষ্টির মূল কারণ কি? এবং কার নামে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে আবারো উল্লেখ্য যে, আল্লাহর নির্দেশিত এবং নবী-রাসূলগণ কর্তৃক পরিচালিত ও প্রচারিত ধর্মীয় কার্যকলাপ, মালী-বদনী ইবাদত-বন্দেগীকে সাধারণত কোরআনের ভাষায় দ্বীন, মিল্লাত বা শরীয়ত বলা হয়। এগুলো মানব কর্তৃক প্রবর্তিত হয় না। যথাযোগ্য ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ ও রাসূলের পরিচয় এবং সান্নিধ্য লাভের জন্য বিভিন্ন দো'আ, ইসিম, ওয়াজিফা, মুশাহেদা ও মুরাকাবা ইত্যাদির আবিষ্কার ও নির্ধারণ করে থাকেন। আবিষ্কৃত এসব ইসিম, ওয়াজিফা ইত্যাদিকে সাধারণত তরীক্বত বলা হয়। যে যেই তরীক্বা আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেন সচরাচর সে তরীক্বা তার নামানুসারেই পরিচিত ও প্রচারিত হয়ে থাকে। আবিষ্কারক ছাড়া ভিন্নজনের নামে আবিষ্কৃত তরীক্বার নামকরণ বা প্রচার-প্রসার করলে আবিষ্কারকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকবেনা। তাছাড়া স্বাভাবিক সিলসিলা পরম্পরায় সংগ্রহিত ইসিম ওয়াজিফার যে ফয়েজ-বরকত থাকে তা পাওয়া যাবে না। যারা ভিন্ন নামে তরীক্বার নামকরণ ও প্রচার-প্রসারকে বৈধ বলে মনে করেন এবং স্বয়ংসম্পন্ন তরীক্বা বা সিলসিলার জন্য স্বতন্ত্র বিশেষ কোন ইসিম-ওয়াজিফার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে বিশ্বাস করেন তারা তরীকত শাস্ত্রের প্রচলিত অবধারিত নিয়ম-নীতি ও ফয়েজ-বরকত সম্পর্কে মোটেই অবগত নহেন। দো'আ-মুনাজাত ও ফয়েজ-বরকত ইত্যাদি হাসিল করার জন্য সিলসিলাভূক্ত প্রত্যেক শায়খের নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করতে হবে। মাঝখানে ছুটে গেলে কিংবা সিলসিলার ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে বা বদ আক্বিদার কোন লোক থাকলে সে সিলসিলা সম্পূরক হিসেবে গণ্য হবে না এবং এতে কোন প্রকারের প্রকৃত ফয়েজ-বরকত পাওয়া যাবে না। সুতরাং সৈয়দ আহমদ ছাহেবের ওহাবী মতবাদের কথা বাদ দিলেও এখানে উল্লেখিত তাঁদের পরবর্তীকালীন ভিন্নদেশী-ভাষীদের পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা ও মন্তব্য দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া নামে কোন স্বতন্ত্র তরীক্বার অস্থিত্ব নেই এবং এভাবে যথানিয়ম ও প্রয়োজন পীর-মুরিদ বা শায়খ-মাশায়েখদের মধ্যে ধারাবাহিক সিলসিলা পরম্পরায় নেই। এ রকম কাটা-বিচ্ছিন্ন ও ভূয়া সিলসিলাতে বায়আত-মুরিদ হওয়া যথাশাস্ত্র কখনো যায়েজ হবে না। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী সিলাসিলাভূক্ত নামধারী

কয়েজন পীরের প্রতি অনুরোধ থাকবে, তাঁরা যেন আল্লাহ ও রাসূলের ওয়াস্তে সঠিক ঈমান রক্ষার খাতিরে লজ্জা শরম ত্যাগ করে কোন রকমের বাড়াবাড়ি ও তালবাহনা না করে বর্তমান কাটা সিলসিলাটি বাদ দিয়ে ইসলামের সঠিক পথ ও মত- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসৃত আরেকটি সত্য ও বিশুদ্ধ সিলসিলাযুক্ত তরীক্বার অন্তর্ভুক্ত হতে মর্জি করিবেন।

যুক্তি প্রদর্শনকারীদের জন্য আফসোস!

কেবলমাত্র 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া'র বৈধতা ও অতি প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ এবং জনগণকে নিশ্চিত করার কুমতলবে উপরোক্ত পুস্তিকাগুলির একাধিক স্থানে দৃঢ়ভাবে লেখা হয়েছে যে,-"সৈয়দ আহমদ ছাহেবের অনুসৃত ও খেলাফত প্রাপ্ত চার তরীক্বা ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্বশবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়ার মধ্যে রূহানিয়াত বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, তজকিয়ায়ে নফ্ছ ও এছ্লাহে আখ্লাক অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনের মত ফয়েজ-বরকত ও বাতেনী ক্রিয়া শক্তি ছিল না বলে অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' আবিষ্কার করেছিলেন। যাতে তিনি মানুষকে জাহেরীভাবে সংশোধন করার সাথে সাথে বাতেনীভাবেও সংশোধন পূর্বক সত্যিকার মুহাম্মদী বানাতে সক্ষম হন।" অর্থাৎ- তাঁদের মতে সৈয়দ ছাহেব স্বতন্ত্রভাবে মুহাম্মদীয়া তরীক্বা নামে এমন একটি তরীক্বা আবিষ্কার করলেন যা (তাঁর পূর্বানুসৃত চতুষ্টয় তরীক্বা থেকে শ্রেষ্ঠ এবং আধ্যাত্মিক গুণ ও ফয়েজ-বরকতে পরিপূর্ণ।)

মুসলমান ভাইগণ! যে মহান মোবারক তরীক্বাগুলির কারামত ও বুযুর্গীর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে, যারা রূহানী শক্তি বলে কত মুর্দা জিন্দা করেছেন, যাঁরা হাজার-হাজার ভক্ত-অনুরক্ত ও মুরিদানকে ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেও তাৎক্ষনিকভাবে যে কোন সময় যে কোন বিপদ থেকে মুক্ত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন, যাঁরা মৃত্যুর পরও ভক্ত-মুরিদানবৃন্দকে সাহায্য-মদদ করতে থাকেন, যারা মুসলমান তো মুসলমান শত, শত অমুসলিমকে পর্যন্ত রূহানী ফয়েজ-বরকত ও শক্তি দ্বারা কলেমা পড়িয়ে দিয়ে সাথে সাথে অলী, আবদাল, ৎ উছ ও কুতুবে পরিণত করেছেন, যাঁদের কারামত ও ফয়েজ-বরকত এবং সিলসিলাভুক্ত মুরিদগণ এখনো আছেন। (ক্বেয়ামত পর্যন্ত থাকবেন) সে মহান অলী চতুষ্টয় এবং তাঁদের তরীক্বাগুলি আজ কতেক অন্তর চক্ষুহীন, সংকীর্ণমনা ও ভাগ্যহারাদের মতে ফয়েজ-বরকত, রূহানী শক্তি-সামর্থ্যহীন হয়ে গেছে।

বাস্তবিকই **"যার জন্য নেই তার জন্য মেজবান বাড়ীতেও নেই"**। কপাল মন্দ, আখের নষ্ট ব্যক্তিরাই নবী, অলী ও বুযুর্গের শানে খুঁটি-নাটি ভুল-ত্রুটির সন্ধানে রত থাকতে পারে।

সৈয়দ আহমদের অনুসারী-শিষ্যরা এ ধরনের মিথ্যা ও কাল্পনিক প্রচারণা দ্বারা যদিও প্রসিদ্ধ চার তরীক্বার অসম্পূর্ণতা ও অক্ষমতা প্রমাণ করতে চেয়েছিল কিন্তু প্রকারান্তরে তাঁদের নেতা সৈয়দ আহমদ ছাহেবের অক্ষমতা-অযোগ্যতাকে স্বীকার ও প্রমাণ করে তাঁকে একেবারেই মর্যাদাহীন ও পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছেন। কারণ সৈয়দ ছাহেবের আশা-আকাঙ্খা ও ভরসা, আজীবনের সাধনা, পুঁজি এবং ইজাযত প্রাপ্ত চার তরীক্বা তাঁদের বর্ণনা মতে, বাতেনী শক্তি ও ফয়েজ-বরকত শূন্য হওয়াতে তাঁর আশ্রয় কেন্দ্র পূর্বানুসৃত তরীক্বাগুলির মধ্যে রূহানী-বাতেনী শক্তিকে বুঝতে বা অর্জন করতে না পেরে তিনি (সৈয়দ আহমদ) যেমন ছিলেন ঠিক তেমনই রয়ে গেছেন। অর্থাৎ সৈয়দ ছাহেব তাঁর জন্মগত অবস্থানেই রয়ে গেছেন। যদিও বা অনেকে খোশ ফাহমী ও অন্ধ বিশ্বাসী হয়ে আজ তাঁকে ইমামুত্ তরীক্বত, মুজাদ্দেদ, খলিফাতুল মুসলেমীন, আমিরুল মু'মেনীন, ইসলামী সংস্কারক, রঈসুল মুজাহেদীন ও শহীদ ইত্যাদি জনশ্রুত, আশ্চার্যান্বিত ও অসত্য খেতাবাদী দ্বারা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন।

সৈয়দ আহমদের জন্য বেলায়াতে আউলিয়া ও বেলায়তে আম্বিয়ার দোআ করা প্রসঙ্গে

মাসিক পরওয়ানা মে '৯৯ সংখ্যার ১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, "সৈয়দ ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেছ দেহলভীর নিকট চার তরীক্বার সবক্ব নেন ও বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর শাহ্ ছাহেব তাকে দো'আ করে বলেছেন যে,-"আল্লাহ তোমাকে 'বেলায়তে আউলিয়া ও বেলায়তে আম্বিয়া' দান করুন।" তিনি ইহাও বলেছেন,- "সৈয়দ ছাহেব ছিলেন খুবই সতর্ক। সে ইলমে বাতেনীতে এমন তেজস্বী ছিলেন যে সাধারণ ইঙ্গিতে উঁচু পর্যায়ের কথা বুঝতে পারেন।"

পাঠক মহোদয়গণ! আপনারাই বিচার করুন যে, সৈয়দ ছাহেব তাঁর চার তরীক্বার পীর শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেছ দেহলভীর মত কামেল শেখ ও পীরের ইযাজত প্রাপ্ত খলিফা হয়ে এবং পীরের তা'লীম-তরবিয়ত মতে অনেক দিন মুশাহেদা-মুরাকাবা করে পীর কর্তৃক 'বেলায়তে আওলিয়া ও বেলায়তে আম্বিয়া'র দো'আ প্রাপ্ত হয়েও মাসিক আত্তাওহিদ (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর '৯৭ সংখ্যা)'ওহাবী কারা' শিরোনামা এবং মাসিক পরওয়ানায় (মে '৯৯ সংখ্যার ১৬ পৃষ্ঠায়) উল্লেখিত বর্ণনানুসারে তিনি রূহানী শক্তি, ফয়েজ-বরকত ইত্যাদি বাতেনী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা লাভ ও খোঁজ করতে পারেননি। যদ্দরুন, সৈয়দ ছাহেব তাঁর পীর ছাহেবের খেলাফত ও দো'আ প্রভৃতি (তাঁদের মতে) অকেজো ও নিষ্ক্রিয় মনে করে আরেকটি

ক্রিয়াশীল, জাহেরী-বাতেনী ক্ষমতা সম্পন্ন তরীক্বা 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' আবিষ্কার করেছেন। এ যুক্তিটি কি সত্যি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে ?এ ছাড়া তাঁরা সকলে সৈয়দ ছাহেবকে কুরআন, হাদিছ, ফেকাহ্ শাস্ত্রে জাহেরী-বাতেনী ইলমের কামালিয়াতে পরিপূর্ণ বলে প্রশংসা ও প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। আবার তিনি তাঁর অনুসৃত তরীক্বাগুলির মধ্যে জাহেরী-বাতেনী ফয়েজ উভয়টা এক সঙ্গে না পাওয়া বা না থাকার কারণে 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' আবিষ্কার করেছেন বলে স্বীকার করছেন কিন্তু তাও তাছাউফ বা তরীক্বত শাস্ত্র বিধি সম্মত না হওয়াতে মিথ্যা ও বৃথায় পর্যবসিত হয়েছে। যার ফলে সৈয়দ ছাহেব একবারে সর্বহারা হয়ে রয়েছেন।

পাঠক মহোদয়গণ! তাঁদের এ সমস্ত পরস্পর ও স্ববিরোধী বক্তব্য ও প্রচারণা এবং চার তরীক্বাগুলি তথা তরীক্বা প্রধানগণকে পর্যন্ত নিঃসন্দেহে নিষ্ক্রিয় ও পঙ্গু বানানোর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তাঁদের সাধের কাঙ্খিত তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়াকে ছলে-বলে ও কৌশলে জায়েজ ও বৈধ পরিণত করা। অথচ তারা বেশি খেতে গিয়ে মোটেও .....। দূর্ভাগ্যবশতঃ এটা তাঁরা টের করতে পারেনি।

❐ বেলায়তে আউলিয়া ও বেলায়তে আম্বিয়ার জন্য দো'আ করার বৈধতাঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে- সৈয়দ ছাহেবকে 'বেলায়তে আওলিয়া' ও 'বেলায়তে আম্বিয়ার' জন্য দো'আ করা হয়েছিল। শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেছ দেহলভী আসলে এ ধরনের অদ্ভুত দো'আটি করেছিলেন কিনা! নাকি লেখক কোথেকে শুনে, অর্থ-মতলব না বুঝে মনগড়া এ কথাটি লিখে দিয়েছেন।

শাস্ত্র পরিভাষা মতে, এ রকম দো'আর কোন যৌক্তিকতা নেই। বেলায়তে আউলিয়ার অর্থ হচ্ছে; আউলিয়া কেরামের বেলায়ত ক্ষমতা ও মর্যাদা যা স্বভাবতঃ অলীগণের জন্য প্রযোজ্য। আর বেলায়তে আম্বিয়ার অর্থ দাঁড়ায়- নবীগণের ক্ষমতা বা মর্যাদা যা কেবল নবীগণের জন্য প্রযোজ্য ও নির্ধারিত। নবী ভিন্ন অপর কারো জন্য ইহা হতে পারে না। বরং নবী ভিন্ন অপর কারো জন্য এর দো'আ করাটা নিষেধ ও মহাপাপ। অথচ এরপরেও তাঁদের সৈয়দ ছাহেবের জন্য এমন মোবারক দো'আ করে কোন ফলোদয় হয়নি। (তাঁদের দাবী মতে) এ মোবারক দো'আ অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেও সৈয়দ আহমদ যে উপকৃত হয়েছেন এমন কোন লক্ষণ তাঁর ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। অন্যথায় (তাঁদের দাবী মতে) আরেকটি স্বতন্ত্র তরীক্বা আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতনা।

মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর মতাদর্শের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্তি

সৈয়দ আহমদের ভক্ত ও অনুসারীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে একদল মাসিক আত্তাওহিদ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর '৯৭ সংখ্যা ওহাবী-কারা শীর্ষক নিবন্ধে মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাবের অত্যাধিক প্রশংসা করে তাঁকে অসাধারণ মনীষী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে যে,- "তিনি ইসলাম ধর্মে ও মুসলমানদের সামাজিক জীবনে প্রবেশিত কুসংস্কার, পীর পূজা, কবর পূজা ইত্যাদি সহ ইসলামের ছদ্মবেশে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করানোর ঘোর প্রতিবন্ধক ও মূলোৎপাটক ছিলেন।" নিবন্ধে তাকে একজন খাঁটি ইসলামী সংস্কারক হিসেবেও মূল্যায়ন করে সমর্থন করে গেছেন।

অপর দল মাসিক পরওয়ানা মে '৯৯ সংখ্যায় সম্পাদকীয়, 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' ও 'ওহাবী মতবাদ' শীর্ষক নিবন্ধে মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাবকে যথাক্রমে সন্ত্রাসী, মুসলিম দুনিয়ায় ঘৃণা কুড়িয়েছিলেন বলে উল্লেখ করে তদ্‌সম্বন্ধে লিখেছেন যে,- "তিনি তার পূর্ববর্তী বুযুর্গান ও স্বীয় ইমাম হযরত ইমাম আহমদ-বিন-হাম্বলের রীতি-নীতি উপক্ষাকারী, চারশত বৎসর পূর্বের বিতর্কিত ব্যক্তি ইব্‌নে তাইমিয়ার অনুসারী 'জমহুরের পরিপন্থী নতুন-নতুন মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনাকারী, মুশরেকদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ আয়াতসমূহকে মু'মীনদের উপর প্রয়োগকারী, তার অন্ধ অনুসারী ছাড়া সকল মু'মীনকে কাফের ও মুশরিক বলে ফতওয়া দানকারী, তাক্বলীদকে শিরিক বলে উক্তিকারী এমনকি লাগামহীন ভাবে মুসলমানদের উপর শিরিক-কুফরী ফতওয়া প্রদানকারী বলে আখ্যায়িত করে সম্পূর্ণরূপে তাকে এবং তার আক্বিদা-মতাদর্শকে ঘৃণা, নিন্দা ও অস্বীকার করা সহ মুসলমান বলে পর্যন্ত নিবন্ধকারী স্বীকার করেননি।

এক্ষেত্রে তারা উভয় দল কিন্তু পরস্পরের বেলায় একেবারেই সজ্ঞানে নিরব। ঈমান ও শরীয়ত দৃষ্টে পরস্পরের বিরুদ্ধে কি রকম মতপোষণ ও ফতওয়া প্রদান করা দরকার তা কি তাঁরা জানেন না?

ভারতবর্ষে ওহাবী মতবাদ প্রচারে সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী

ওহাবীদের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক মীর্জা হায়রত দেহলভী রচিত "হায়াতে তৈয়্যবাহ" লাহোর মুদ্রিত ৩৮৯-৩৯১ পৃষ্টায় লিখেছেন "ওহাবীদের যুদ্ধ ও রাজত্ব ক্ষমতা যদিও চূর্ণ ও ক্ষুণ্ণ হয়ে মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাবের দৌহিত্র হযরত সা'দ এর খান্দানের রাজত্ব সীমা পর্যন্ত সীমিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তবুও মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব প্রতিষ্ঠিত মাযহাবী মূলনীতিগুলি এখনো পর্যন্ত মসজিদগুলির মধ্যে

অত্যন্ত মাযহাবী উদ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এ সমস্ত মাযহাবী উৎসাহি প্রচারকদের গর্জন নজদের সীমানা পর্যন্ত সীমিত ছিলনা। বরং তাঁরা হিন্দুস্থানের এক বুযুর্গের অশান্ত রূহের মধ্যে মাযহাবী উদ্দীপনার নতুন জীবন সঞ্চালন করে ছিলেন। এ বুযুর্গ সৈয়দ আহমদ যখন হজ্জে গেলেন তখন তিনি ওহাবীদের প্রখ্যাত ফাজেল হতে ওহাবী মাযহাবের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং মুহাম্মদ বিন-আব্দুল-ওহাবের ইসলামী নীতিগুলিকে আরো শানিত করে দিলেন। সৈয়দ আহমদ ছাহেব রায় বেরেলভী ১৯২২ খৃঃ হজ্জে বায়তুল্লাহ্ করে মনে করেছিলেন যে, উত্তর ভারতবাসীকে একেবারে তার ইসলামী নীতিগুলি গ্রহণ করাবেন। তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশধর হোন এবং নজদের ওহাবীরা ভ্রুক্ষেপ নহে বিধায় আমীরুল মু'মেনীন হওয়ার মত যোগ্যতা ও গুণাদি তিনি তাঁর মধ্যে দেখতে পেলেন এবং হিন্দুস্থানের মুসলমানরা তাকে সত্যিকার খলিফা অথবা ইমাম মেহেদী হিসেবে স্বীকার করে নিলেন। ইংরেজ কর্মকর্তাদের অজানাবস্থায় তিনি আমাদের প্রদেশগুলির মধ্যে যাতায়ত করতে লাগলেন এবং অনেক লোককে তাঁর ভক্ত বানিয়ে নিলেন। তিনি তাঁর কর্মচারী পাটনাতে নিযুক্ত করেন। অতঃপর দীল্লি অভিমুখী হলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে মওলভী ইসমাঈল দেহলভী নামক একজন ফাজেলে নওজোয়ান তাঁর মুরিদ হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি (মওলভী ইসমাঈল দেহলভী) তাঁর পীরের এমন ভক্ত-অনুরক্ত হলেন যে- নতুন খলিফা হিসেবে তার পীরের মাযহাবী মূলনীতিগুলি 'ছেরাতুল মুস্তাক্বিম' নামক একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। তবুও এ মাযহাবের কিছু প্রতিক্রিয়া হিন্দুস্থান ও নজদের মধ্যে বিরাজ করছিল এবং দৈনন্দিন বাড়তে ছিল। অতি আড়ম্বরের সাথে হিন্দুস্থানের মধ্যে ওহাবী মাযহাবের কিতাবাদি ছাপিয়ে প্রচার করা হচ্ছিল যেমন- তাকবিয়াতুল ঈমান, ছেরাতুল মুস্তাক্বিম ইত্যাদি। যদ্দরুন হিন্দুস্থানের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে রাখছিলে- ।"

(মীর্জা হায়রত দেহলভীর বক্তব্য সমাপ্ত)

ইংরেজ কোর্টে সৈয়দ আহমদপন্থীদের দরখাস্ত পেশ এবং তা মঞ্জুর হওয়া প্রসঙ্গে

এত সব বৃথা চেষ্টা ও কষ্টের পরও তাঁদের মুহাম্মদীয়া তরীক্বার বৈধতা প্রমাণিত না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে তাঁরা আরেকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার আশ্রয় নিলেন। তা হচ্ছে- সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল ছাহেবের মৃত্যুর (১৮৩১ সাল) পরে ১৮৭০ খৃঃ কলিকাতা হাইকোর্টে এবং ১৮৮৬ খৃঃ ভারত পাঞ্জাব হাইকোর্টে ইংরেজ সরকারের নিকট তৎকালীন ওহাবী সম্প্রদায়ের পক্ষে মওলভী মোহাম্মদ হোসাইন বেটালভী, (পাঞ্জাব) শামসুল ওলামা মিয়া নজীর হোসাইন দেহলভী প্রমুখ ইংরেজী ভাষায় বিস্তারিত লিখিয়ে একটি দরখাস্ত করেছিলেন যে,- "সৈয়দ আহমদ রায়

বেরেলভী ও মওঃ ইসমাঈল দেহলভী পরিচালিত তথাকথিত ওহাবী আন্দোলনের মধ্যে ওহাবী নামক বদনাম শব্দটি অতিশয় ঘৃণিত হয় এবং ভারত বর্ষে আমাদিগকেও ওহাবী বলে সম্বোধন করা হয়। যদ্দরুন আমরা সারা ভারতে অপমাণিত ও দুর্নামের ভাগী হতে যাচ্ছি। অতএব, মাননীয় গভর্ণমেন্টের পক্ষ হতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হউক যে,- "সৈয়দ আহমদ বেরেলভীরা ওহাবী ছিলেন না বরং তাঁরা সুন্নী ছিলেন। আমরা ওহাবী নহি বরং সুন্নী এবং মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাবকে আমরা আমাদের ধর্মীয় নেতা হিসাবে সম্মান করিনা বলে আমাদিগকে ওহাবী রূপে সম্বোধন করা যাবেনা।" সেকালের ইংরেজ সরকার তাঁদের আবেদন অনুসারে দরখাস্ত মঞ্জুর করে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে "এখন হতে তোমাদিগকে আর ওহাবী রূপে সম্বোধন করা হবেনা। এবং সরকারী কাগজ পত্রেও ওহাবী শব্দ লেখা যাবেনা।" (১২/৫/৮৬ ইং) উপরে বর্ণিত 'গ্রেট ওহাবী' মামলার প্রসঙ্গটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'মাসিক পরওয়ানায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত মাসিক পরওয়ানায় (মে, '৯৯ ইং সংখ্যায়) 'হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরেলভী' শিরোনামের শীর্ষক এক নিবন্ধে **মাওলানা আনওয়ারুল হক খতিবী লিখেছেন** "অপরদিকে সায়্যিদ আহমদ ছিলেন ইসলামী তাছাউফের ইমাম। তিনি শরীয়ত ও তরীকৃতের জন্য রাহ-এ- বেলায়ত ও রাহে নবুওয়াত, পরিভাষাদ্বয় ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া নামান্তর করে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (১৭০৩-১৭৬৩ খৃঃ) এর সংস্কার আন্দোলনের ধাঁছে পরিচালনা করেছেন।"

সম্মানিত পাঠক বৃন্দ! বড়ই আশ্চর্য ও দুঃখের কথা হচ্ছে যে, বর্তমানে কতেক ভিন্ন দেশী ও ভাষী বাংলাদেশী লেখক তাঁদের অন্ততঃ দেড় শতাধিক বৎসর পূর্বের সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখ সম্বন্ধে কিরূপে বিশ্বাস করতে ও লিখতে পারলেন যে- তাঁরা ওহাবী ছিলেন না। তাঁদের আন্দোলন সত্যিকার ইসলামী ছিল। তাঁরা মুজাদ্দেদ, বেলায়তে আম্বিয়া ও বেলায়তে আউলিয়ার অধিকারী ছিলেন ইত্যাদি।

বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আক্বিদা বা মতবাদ হচ্ছে- একটি ব্যক্তিগত আন্তরিক ধারণা। নিজে স্বীকার করা বা কার্যকলাপ কিংবা লিখিত, প্রচারিত প্রমাণাদি ছাড়া আক্বিদার শুদ্ধাশুদ্ধি সম্বন্ধে অন্য কোন ব্যক্তি জানতে বা কোন প্রকার মন্তব্য করতে পারে না। সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈলদের আক্বিদা কিরূপ ছিল তা মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব রচিত "কিতাবুত তাওহিদের" হুবহু অনুবাদ মওলভী ইসমাঈল কৃত "তাকবিয়াতুল ঈমান" নামক এবং সৈয়দ আহমদ ছাহেব নির্দেশিত কিতাবুত তাওহিদের মর্মানুসারে মওঃ ইসমাঈল দেহলভী কর্তৃক লিখিত "ছেরাতুল মুস্তাক্বিম" নামক কিতাব এবং মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর মতাবলম্বীদের যথাঃ- মওঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মওঃ আশরাফ আলী থানবী, মওঃ কাসেম

নানুতবী, মাওঃ খলিল আহমদ আম্বিটিবী এবং মুফতি ফয়জুল্লাহ হাটহাজারী, ছিদ্দিক আহমদ চকরীয়া চট্টগ্রাম প্রমুখের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত কিতাব-ফতওয়াদি (বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও) এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে একচেটিয়া সবার পক্ষে "গায়বানা" সাফাই গেয়ে যাওয়া কি মুসালমানের কাজ? তাছাড়া মৃত ব্যক্তিদের ব্যাপারে তারা এরূপ মন্তব্য, মত ও বক্তব্য প্রকাশ করতে পারলেন কিভাবে?

ইংরেজ সরকার মুসলমানদের ধর্ম বা আক্বিদা ও নীতি সম্বন্ধে কিছুই জানেনা। লোক মুখে যাহা শুনে তাই তারা বুঝে ও বলে। ওহাবী, সুন্নী, রাফেযী, খারেজী ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণতঃ তাদের কোন জ্ঞান নাই। "লোকের মুখে জয়, লোকের মুখে ক্ষয়" ভারত বর্ষেও ইংরেজরা জনগণের মুখে শুনতেন এরা সুন্নী, ওরা ওহাবী। সেভাবে তারা বলতেন ও লেখতেন। কাজেই, একে ইংরেজদের শত্রুতামূলক প্রচারণা বলে বুঝা ও প্রচার করা বোকামী। জীবিত কতেক লোক তাদের (ইংরেজ) দরবারে প্রার্থনা করে ছিলেন- আপনারা ইংরেজগণ আমাদিগকে এখন আর 'ওহাবী' বলে ডাকবেন না। এবং সরকারী কাগজাদিতেও ওহাবী নামে লিখবেন না। এইতো কথা! ইংরেজ কোর্টে তাঁদের পেশকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত রায়ের ফটোকপি আমার নিকট মওজুদ আছে। যার অনুবাদসহ অত্র পুস্তকের শেষ পৃষ্টায় সংযোজন করা হয়েছে। এরা যাদের দোহাই দিয়েও নাম নিয়ে পার হতে চাচ্ছেন দরখাস্তের মধ্যে তাঁদের নাম গন্ধও নেই। অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ প্রমুখ যে 'ওহাবী' অপবাদ যুক্ত ছিলেন, সেরূপ এখনও রয়ে গেছেন। দরখাস্তের দ্বারা এদেরকে ওহাবী মুক্ত করেন নি। বরং তাঁরা দরখাস্তকারী নিজেরাই 'ওহাবী' মুক্ত হয়েছেন মাত্র (যদিও নাছারার দরবারে)। শেখে তরীক্বত শাহ মাওলানা আব্দুল আজিজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার জন্য "বেলায়তে আম্বিয়া" ও "বেলায়তে আউলিয়া এবং "রাহে নবুওয়াত" ও 'রাহে বেলায়তের" মত অযৌক্তিক ও অসম্ভব প্রকারের দোআ করেছেন বলেও তারা লিখতে দ্বিধাবোধ করেননি। অথচ শাহ ছাহেব হতে প্রাপ্ত চার তরীক্বাকে তিনি (সৈয়দ আহমদ) বা তাঁর ভক্ত-অনুরক্তরা এক পর্যায়ে পরোক্ষভাবে অকেঁজো এবং বাতেনী ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা শূন্য বলে আখ্যায়িত ও মন্তব্য করেই'ত্বরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' সৃষ্টির পথ সুগম ও আবশ্যকতার চেষ্টা করেছেন।

❐ 'ওহাবী' শব্দ দ্বারা সম্বোধন না করার জন্য পেশ কৃত দরখাস্তগুলোতে সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাইল দেহলভীর নাম নেই

সাম্প্রতিককালের নবীন লেখকরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ডাক-ঢোল পিটিয়ে বেড়াচ্ছেন যে, সৈয়দ আহমদ ও মওঃ ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখ ওহাবী নহেন বা

ওহাবী ছিলেন না বলে যথাক্রমে কলিকাতা ও পাঞ্জাব হইকোর্ট ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও তাঁদেরকে ওহাবী বলে সম্বোধন না করতে এবং সরকারী কাগজ পত্রে ওহাবী শব্দ না লেখার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। (যদিও জনগণের মুখে তালা লাগাতে পারেনি)। অথচ আপনারা দরখাস্তগুলোকে ভালভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারবেন যে, সেখানে সৈয়দ আহমদ মওঃ ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখের কোনো উল্লেখ নেই। কাজেই তাঁদের মৃত্যুর প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর পরে কারা, কার জন্য, কি উদ্দেশ্যে, কার নিকট দরখাস্ত-প্রার্থনা করে ওহাবী নামটি কাটিয়েছেন (মনের আক্বিদা ও ধারণাকে নহে) তাঁর মূল কথা না জেনে, না বুঝে শুধু হায়হুতাশ করতে থাকলে কোন ফল হবেনা। কারণ ইংরেজ বেনিয়ার কোর্টে শুধু সৈয়দ আহমদের অনুসারীদিগকে ওহাবী বলে সম্বোধন না করা এবং সরকারী কাগজাদিতে ওহাবী শব্দের স্থলে "আহ্‌লে হাদিছ" (ওহাবী সম্প্রদায়ের একটি অঙ্গ দল) লেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এতে সৈয়দ আহমদ ও মওঃ ইসমাঈল দেহলভীর নাম গন্ধও নেই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখের অনুসারীগণ খুশী হউক বা না হউক "লোকের মুখে জয়, লোকের মুখে ক্ষয়" হিসেবে জন সাধারণের এবং ইতিহাসের পাতায়ও ইহা ওহাবী আন্দোলন নামে চিহ্নিত ও প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল এবং কাজের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের আন্দোলনের সমাপ্তী ঘটিয়ে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে শুক্রবার বালাকোটে কর্মফল ভোগ করে গেছেন। তৎকালীন ইতিহাস লেখকগণ ইহার সত্য ও সঠিক বিবরণাদির একটি ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছেন। সে সময় আন্দোলনের নাম পরিবর্তন অর্থাৎ 'ওহাবীর' পরিবর্তে 'মুহাম্মদীয়া তরীক্বা' করেননি। এনিয়ে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করেছেন বলেও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। বরং তাঁরা স্বেচ্ছায় ও স্বদম্ভে ওহাবী শব্দকে (তাঁদের) আন্দোলনের সাথে যোগ করে দিয়ে আজীবন আন্দোলন (মুসলমানদের বিরুদ্ধে,ইংরেজদের বিরুদ্ধে নহে) চালিয়ে গেছেন। অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনটি নামে ও উদ্দেশ্যে যদিও তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরবের মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর উত্তর সূরী হিসেবে ভারতবর্ষে ওহাবী আন্দোলন প্রচার করেছিল। তাই জনগণ এ আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন বলে প্রচার করতে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত জনগণের ব্যাপক প্রচারণায় ভারতবর্ষে ওহাবী নামকরণ বাস্তবরূপ ধারণ করে। পরবর্তীতে ইহা ইসলাম বহির্ভূত ওহাবী নামে মারাত্মক ফেরকা হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেয়। এমনকি, বাংলাদেশের স্কুল-মাদ্রাসার পাঠ্য-পুস্তকে পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর আন্দোলনকে 'ওহাবী আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও কেহ কেহ ইহাকে আরবের ওহাবী আন্দোলনের সাথে কোন সম্পর্ক

নেই এবং ইহা ইংরেজ সরকারের শত্রুতামূলক অপপ্রচারণা বলে ও বুঝে থাকেন। তা'হলে ওহাবী শব্দটি ভারত বর্ষে কোথেকে আমদানী হল? অথচ দেড় শতাধিক বৎসর পরে কতেক ভিন্ন দেশী, ভিন্ন ভাষী লোক– মা'র চেয়ে মাশীর দরদ বেশী দেখাতে গিয়ে ইহা ইংরেজদের অপপ্রচারণা ইত্যাদি বলে ওহাবী শব্দকে ছলে, বলে ও কৌশলে মুছে ফেলার বৃথা চেষ্টা করে আসছেন। জানিনা! ওহাবী শব্দের মধ্যে কি দোষ আছে। অথচ ওহাবী শব্দ বাদ দিলে তাঁদের আন্দোলনের কোন অস্তিত্বই থাকে না।

যাক! অন্ততঃ তাঁরা দরখাস্তকারীরা বেদ্বীন-নাছারার আদালতে এবং তাঁদের ফতওয়ার দ্বারা হলেও সুন্নী মুসলমান হতে পেরেছে বলে আশাবাদী হয়েছেন এবং তজ্জন্য ফতওয়া লাভ করার সৌভাগ্যও অর্জন করেছেন। "ধন্যবাদ তাঁদের মুসলমানীর জন্য"। যেমন একজন অমুসলিমকে আরেকজন মুসলমানের হাতে বা সম্মুখে যথা নিয়মে, স্বেচ্ছায় কলেমা পড়ে মুসলমান সমাজে সত্যিকার মুসলমান হিসেবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে তওবা-তাযকীর করে পূর্বাবলম্বীত বদ্ আক্বিদা হতে বিমুখ হয়ে নির্ভেজাল সুন্নী হয়েছেন বলে মুসলমান সমাজে পরিচিত ও প্রমাণিত হতে হয়। কিন্তু তাঁরা সুন্নী বলে ঘোষণা করার জন্য দরখাস্তকারীদের ঘটনাটি ভিন্নরূপ। কারণ তাঁরা মুসলমানদিগকে সাক্ষী করে (যাদের সাক্ষ্য আল্লাহরই স্বীকৃতি) মুসলমান হওয়াকে লজ্জা ও দ্বিধাবোধ করছেন। অথচ বেদ্বীন নাছারার দরবারে এবং নাছারাকে সাক্ষী করে তাঁরা বরং আজ পর্যন্ত তাঁদের ভক্ত ও মতানুসারীরা সৈয়দ আহমদকে ওহাবী রোগ মুক্ত এবং সুন্নী বলে ঘোষণা ও ফতওয়া প্রদান করার নিমিত্ত প্রার্থনা করার কথা স্বীকার ও প্রকাশ করাকে লজ্জা বোধ করতেছেন না।

মাসিক পরওয়ানায় উল্লেখিত 'আযামূল ফতওয়া' প্রসঙ্গে

মাসিক পরওয়ানার লেখক নাম ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যতাবিহীন ভিত্তি ছাড়া এবং শীর্ষস্থানীয় মাওলানা-মুফতিগণের স্বাক্ষরযুক্ত বলে দাবী করে "আযামুল ফতওয়া" নামক একখানা 'ফতওয়া' প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন। যা দারুল উলুম আলীয়ার প্রাক্তন মুদাররিস মাওলানা আব্দুল আওয়াল এবং হালিশহরের পীর হাফেজ মুনিরুদ্দিন ছাহেবানের এরশাদ মোতাবেক লিখিত, মাওঃ আলতাফ লক্ষ্যচরী কতৃক প্রকাশিত হযরত মাওলানা গাজী সৈয়দ আব্দুল হামিদ বোগদাদী, মুফতিয়ে বাংলা-মাওলানা সুফী আহসানুল্লাহ,হযরত মাওলানা আব্দুল হামিদ ফখরে বাংলা, হযরত মাওলানা নযীর আহমদ, মাওলানা সৈয়দ আজিজুল হক ক্বাদেরী শেরে বাংলা, হযরত মাওলানা মীর মসউদ আলী, মাওলানা আবুল ফজল মুহাম্মদ ইদ্রিস প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মাওলানা-মুফতিগণ স্বাক্ষরিত নিম্নোক্ত লেখাগুলি রহিয়াছে যে,–"সৈয়দ আহমদ বেরেলভীরা ওহাবী নহেন। তাঁরা প্রকৃত সুন্নী ও বেলায়তের অধিকারী ছিলেন ইত্যাদি।"

পাঠকবৃন্দ! একটু চিন্তা করুন। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী কোন্ যুগের এবং ফতওয়া লেখক ও স্বাক্ষরকারীরা কতযুগ পরের। সৈয়দ আহমদের সংস্কার আন্দোলন, তাঁর গতিধারা এবং পরিণাম ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ইতিহাস ব্যতীত মাযহাব ও আক্বিদার ব্যাপারে তৎকালের লিখিত, প্রকাশিত কোন আলামত-প্রমাণ নাই। ফতওয়া লেখক ও স্বাক্ষরকারীরা সৈয়দ আহমদগণকে না দেখে, না জেনে, তাঁদের কোন জবানবন্দী না নিয়ে এবং লিখিত ও প্রকাশিত কোনো প্রমাণাদি ছাড়া "বিল গায়েব" ফতওয়া স্বাক্ষর ও ঘোষণা দিবেন কিংবা দিতে পারেন কি? তাহলে এদেরকে মাওলানা, মুফতি বলা ও সত্যিকার বিশ্বাস করা যায় কি? কখনও না, কখনও না, কখনও না। শরীয়ত দৃষ্টে আল্লাহ ও রাসূলের নিকট এরূপ ফতওয়া ও সাক্ষ্য-স্বাক্ষর যে অগ্রাহ্য ও মূল্যহীন তা কি তাঁরা জানতেননা? নিশ্চয় জানতেন, নিশ্চয় জানতেন, নিশ্চয় জানতেন। অথচ স্বয়ং আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর দেওয়ানে আজিজের মধ্যে সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে বলেছেন যে, "তিনি রাসূলের শানে কটূক্তি ও বেয়াদবী করেছেন।" আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের উছিলায় আমাদিগকে সত্য বুঝার, বলার এবং সত্যের উপর কায়েম থাকার তাওফিক দিন। আমিন।

সৈয়দ আহমদের জন্য মায়া-কান্নাকাটি কারীদেরকে একটি পরামর্শ

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী এবং তাঁর ভক্ত, অনুসারী ও শিষ্য-খলিফাগণের আক্বিদা বা মতাদর্শ কি রকম ছিল বা ছিল না তা আপনাদের এবং আমাদের প্রকৃত ভাবে কারো জানা নেই। আক্বিদা বা মতবাদ হচ্ছে,-ঈমান ও কুফরের ব্যাপার। এ বিষয়ে সত্য-সঠিক না বুঝে না জেনে, কিছু বলা বা মন্তব্য করা বড়ই আশংকাজনক। তাঁরা যে-যে মতে ও পথে ছিলেন সেভাবেই চলে গেছেন। আমি লেখকও তাঁদের বেলায় যা লিখি তাও তাঁদের সম্বন্ধে তাঁদেরই সমকালীন, সমভাষীদের বর্ণিত মতামত ও বক্তব্যগুলিকে বরাত ও উদ্ধৃতি সহকারে বাংলাতে অনুবাদ করছি মাত্র। এতে আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব কোন ফতওয়া বা মন্তব্য নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। যে কেহ প্রমাণ ও যুক্তি সাপেক্ষ এগুলোকে রদ ও খণ্ডন করলে আমার কোন আপত্তি থাকবে না। পক্ষান্তরে আপনারা সৈয়দ আহমদ পন্থী শতাধিক বৎসর পরে না বুঝে না জেনে যা লিখছেন, প্রচার ও দাবী করছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মনগড়া। এর স্বপক্ষে সেকালের কোন লেখক বা ঐতিহাসিকের যুক্তি সঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য কোন লেখা ও প্রমাণ নেই এবং ইন্‌শাল্লাহ আপনারা দেখাতেও পারবেন না।

সৈয়দ আহমদ পন্থীদের প্রতি আমার বিশেষ পরামর্শ হচ্ছে, মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব প্রণীত কিতাবুত্তাওহিদ, কাশফুশ্ শোবহাত এবং সৈয়দ আহমদের প্রধান খলিফা মওঃ ইসমাঈল দেহলভী কর্তৃক কিতাবুত্তাওহিদের উর্দু অনুবাদ "তাক্‌বিয়াতুল ঈমান" ও সৈয়দ আহমদের পরামর্শ ক্রমে লিখিত "ছেরাতুল মুস্তাক্বিম" মওঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রচিত "ফতওয়ায়ে রশিদিয়া"(বিশেষতঃ প্রথম খন্ডের ৭ম পৃষ্ঠা ও ৪৫ পৃঃ), মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রচিত "হেফজুল ঈমান" মওলানা খলিল আহমদ আম্বটীবি কৃত বরাহীনে ক্বাতেয়া, মওঃ ক্বাছেম নানুতবী রচিত "তাহ্‌যিরুন্নাছ" মুফতি ফয়েজুল্লাহ হাটহাজারী রচিত "আল মঞ্জুমাতুল মুখতাছারা" মুফ্‌তি আজিজুল হক পটিয়া, মওঃ সিদ্দিক আহমদ চকরিয়া প্রমুখ কতৃক সমর্থিত 'রেছালায়ে হাতেফ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কিতাবাদি আপনারা পৃথক পৃথক, সম্মিলিতভাবে, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বেন, বারবার পড়বেন। একবারে না হলে শতবার পড়বেন, পরস্পর পর্যালোচনা, মত বিনিময় ও তর্কা-তর্কী করবেন। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তর আকারে চিন্তা ও গবেষণা করবেন। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পীর-মুর্শিদ, ওস্তাদ-সাগরিদ ও ধন-জনের প্রভাব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আল্লাহ ও রাসূলকে স্মরণ করে স্থির সিদ্ধান্ত নিবেন। নির্ভিকভাবে মতামত প্রদান করবেন যে উপরোক্ত কিতাবাদির মধ্যে উল্লেখিত প্রায় মর্ম ও তদানুসারী মতাবলম্বীগণ শরীয়ত দৃষ্টে কি হবেন? এ কথাগুলো আল্লাহ ও নবীর ওয়াস্তে, নিরপেক্ষভাবে লিখে আপনাদের মূল্যবান মতামত ও স্বাক্ষর সহকারে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে একটি মহৎ ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে মর্জি করবেন।

তাঁরা ওহাবী নামে পরিচিত হতে না চাহিলেও আক্বিদাগত এক ও অভিন্ন

ইহা সর্বজন বিদিত যে, ওহাবী শব্দ, মতাদর্শ বা আক্বিদাটি মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদী থেকে উৎপত্তি ও প্রচারিত হয়েছে। এমনকি আরবের ওহাবী আন্দোলনকে রূপায়ন কল্পে ভারতেও ওহাবী আন্দোলন পরিচালিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি ইসলাম বিরোধী স্বতন্ত্র মারাত্মক ফের্কা হিসাবে ইতিহাসে স্থান করে নিল। ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কতেক লোক মওলভী-মাওলানা মুহাম্মদ-বিন আব্দুল ওহাব এবং তদ্‌প্রবর্তিত মতবাদকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন ও অনুসরণ করে থাকে। আর কিছু লোক মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাবকে মানে না। কিন্তু পক্ষান্তরে তার আক্বিদা বা মতাদর্শ পোষণ করে থাকে এবং সেভাবে কার্যকলাপও করে চলে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের প্রায় দেওবন্দী এবং ওহাবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বরং তাঁরা উভয়ে এক ও অভিন্ন। যদিও বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লোক

পার্থক্য আছে বলে বুঝে থাকেন বরং দেওবন্দী বলে স্বগৌরবে স্বীকার করে এবং তাদেরকে সমর্থন ও অনুসরণ করে থাকেন কিন্তু ওহাবীর নাম শুনতে রাজী নন। তাঁকে নিন্দা, ও মন্দ তিরস্কার করে থাকেন। যদিও কয়েকটি বিতর্কিত ছোট-খাট বিষয় নিয়ে কার্যক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। ওহাবী সমর্থক ও নিন্দাকারী উভয় দল কার্যক্ষেত্রে ধর্ম ও মাযহাবের ব্যাপারে নির্বিঘ্নে একতা প্রদর্শন করে মেলা-মেশা করেও চলেন। এরকম দুর্বোধ্য ও জঠিল রহস্যের হেকমতটা সহজে বুঝা বড়ই মুশকিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আক্বিদাই হল ধর্মের মূল। আক্বিদা শুদ্ধ-অশুদ্ধের উপরে ঈমান ও কুফর নির্ভর করে। যারা মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাবের মতাদর্শ বা আক্বিদাকে ত্যাগ ও ঘৃনা করে তাঁরা কখনও মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব এবং তার অনুসারীদিগকে মুসলমান বলে বুঝতে পারে না এবং তাদের সাথে ধর্মীয় ও মাযহাবী কার্যকলাপের ব্যাপারে কোনরূপ অভিন্ন মনোভাব ও ঐক্যতা দেখাতে পারে না।

❐ ইসলাম ও কুফর আক্বিদার উপর নির্ভর করে ঃ

স্মরণ থাকে যে, ইসলাম ধর্মের একমাত্র মাপকাঠি ও মূল ভিত্তি হচ্ছে আক্বিদা বা ধর্মীয় মতবাদ। যার আক্বিদা শুদ্ধ বা ইসলাম সম্মত হবে সেই মুসলমান। ইলম, আমল ও বুযুর্গী যে যতবেশী কিছুর দাবী কিম্বা প্রচার করুক না কেন আক্বিদাগত সামান্যতম দোষ থাকলে সে মুসলমান হয়না। কোন মুসলমান মাত্রই আরেক মুসলমানের সাথে ধর্ম ও মাযহাব দৃষ্ট ছাড়া অনর্থক দুনিয়াবী স্বার্থ ও দলাদলি নিয়ে শত্রুতা পোষণ করা হারাম ও মহাপাপ। আমাদের শত্রুতা বা মতানৈক্যতা যাই হউক না কেন তা যেন একমাত্র আক্বিদা ও ধর্মের নিরিখেই হয়।

মওলভী ইসমাঈলের আক্বিদার ব্যাপারে সৈয়দ আহমদের নিরব ভূমিকা

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, মওঃ ইসমাঈল দেহলভীকে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী থেকে বিচ্ছিন্ন দেখা যায় না। তাঁর আলোচনাকে সৈয়দ আহমদের আলোচনা থেকে পৃথক করা এবং ভিন্ন খাতে চলতে দেয়া যায় না। কারণ মওলভী ইসমাঈল দেহলভী ভারত বর্ষের ইলম, আমল, মর্যাদা ও বুযুর্গীতে শ্রেষ্ঠতম খান্দানের একজন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি হন। তিনি সৈয়দ আহমদ ছাহেব এবং তাঁর আন্দোলনের ভক্ত -অনুসারী হয়ে স্বীয় খান্দানের পীর-বুযুর্গ, অলী, মুফতি, মুহাদ্দেছ ও মাওলানাগণের এমনকি পৈত্রিক তর্কা সম্পত্তির পর্যন্ত কোন তোয়াক্কা না করে সৈয়দ আহমদ ছাহেবকে পীর-মুর্শিদ রূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর একজন বিশ্বস্ত খলিফার মর্যাদা লাভ করেন। হাদরে-সফরে এবং আন্দোলনের সার্বক্ষণিক সাথী ছিলেন।

বরং তাঁদের মতে, বালাকোটে শাহাদাত ও চির নিদ্রাসাথীও হন। কাজেই, সৈয়দ আহমদের আলোচনায় তাঁকে (মওঃ ইসমাঈল দেহলভী) বাদ দেয়াটা বড়ই অকৃতজ্ঞতার পরিচয় ও বিরাট অন্যায়। হাদিছের সঠিক ইলম, জাহেরী-বাতেনী কামালিয়াত ও বুযুর্গীর দ্বারা মওলভী ইসমাঈল দেহলভী পরিপূর্ণ, নিখুঁত এবং বুযুর্গ খান্দানের একজন সুযোগ্য, শিক্ষিত সন্তান হয়েও একমাত্র 'ওহাবী' রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন। একমাত্র আক্বিদার দোষে তিনি তার খান্দানের বুযুর্গানকে বিশ্বাস করেও কোন বুযুর্গের নিকট বায়'আত গ্রহণ করেননি বরং সৈয়দ আহমদকে পীরে কামেল ও মুর্শিদে বরহক্বরূপে গ্রহন করেন। পক্ষান্তরে, সৈয়দ আহমদ ছাহেবও তাকে যোগ্য খলিফা হিসেবে কবুল করে নেন।

এখন আপনারাই বিচার করুন; সৈয়দ ছাহেব যদি (আপনাদের মতে) মুজাদ্দেদ, আমীরুল মু'মেনীন ও এলহামী খবর প্রাপ্ত হয়ে থাকেন তাহলে মওঃ ইসমাঈলের লিখিত, প্রকাশিত কিতাবগুলি ও আক্বিদার কারণে যখন সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠেছিল, তাঁর খান্দানসহ ভারতবর্ষের প্রায় আলেম, ফাজেল, মুফতি-মাশায়েখ কতৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল তখন তিনি (সৈয়দ ছাহেব) কেন নিশ্চুপ ছিলেন? এ সমস্ত ঘটনা কি সৈয়দ ছাহেবের অজানা ছিল? বিশেষ করে সে সময় আরবের ওহাবী আন্দোলনের খবরও সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। যার প্রভাব ও অনুকরণ ভারতেও চলছিল। মওলভী ইসমাঈলের আক্বিদা এবং লিখিত ও প্রকাশিত মনোভাব যদি ইসলাম বিরোধী হয় (যদিও বা ওহাবী নামে না হোক) তা'হলে সৈয়দ ছাহেব যিনি ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ এমনকি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন তিনি মওঃ ইসমাঈল ছাহেবের ইসলাম বিরোধী এমন জঘন্য আক্বিদা পোষনের কারণে তাঁকে তাওবা-তাযকীর করায়ে সঠিক ও শুদ্ধ আক্বিদাভূক্ত করে মুসলমান করেন নি কেন? তাছাড়া ক্বেয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদিগকে রক্ষা করা সৈয়দ ছাহেবের আন্দোলনের লক্ষ্য অনুসারে কি ফরজ ছিল? মওলভী ইসমাঈলকে তাঁর এত বড় ধর্মীয় অপরাধের জন্য কোন মন্দ তিরস্কার, নতুবা দল থেকে বহিস্কার করেছেন বলে কোন প্রমাণ দেখাতে পারবেন কি? মুজাদ্দেদ ও খলিফাতুল মুসলেমীনদের জন্য ইহা করা ফরজ নহে কি? আপনাদের মতে, তিনি (সৈয়দ ছাহেব) শত শত কুসংস্কারকে সংস্কার, অসংখ্য কুপ্রথাকে সংশোধন, অসাধুকে সাধু করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু তার খলিফাকে মুসলমান করতে পারিলেন না ইহা বড়ই আফসোসের বিষয়। তা'হলে স্পষ্টভাবে এবং শরীয়তের হুকুম "আচ্ছুকুতু নিছফুর রযা" অর্থাৎ মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ এবং "আচ্ছাকেতু আনিল হক্ব শায়তানুন আখরাছু" মতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তিনি (সৈয়দ আহমদ) মওঃ ইসমাঈল দেহলভীর পূর্ণ সমর্থক ও সহায়ক ছিলেন। যদিও নবীন লেখকরা তাঁর ওহাবীয়তের গর্ভদাগ মোচন করা এবং "শাড়ী বদলায়ে নারী বদলানোর" চেষ্টা করছেন।

ভারতবাসীরা যখন পীর-মুরিদ উভয়ের মনোভাব এবং শিখ, ইংরেজ বিতাড়নের নামে পরিচালিত কৃত্রিম জেহাদের অবস্থা টের করতে পারেন তখন তাঁদের 'সংস্কার আন্দোলনের' নাম খোদার পক্ষ হতে গণ প্রচারনার মাধ্যমে 'ওহাবী আন্দোলন' বলে মশহুর হয়ে যায়। না' হলে সারা ভারত বর্ষে যুগ যুগ ধরে হযরত খাজা আজমীরি, মুজাদ্দেদে আলফেছানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিম প্রমুখের মত হাজার-হাজার অলী, গাউছ, কুতুব ও মুজাদ্দিদ একমাত্র খোদায়ী শক্তি, রূহানী কা লিয়াতের বলে যথা সময়ে, যথানিয়মে আন্দোলন-সংগ্রাম করে লক্ষ লক্ষ অমুসলিমকে মুসলমান এবং ধর্মীয় কুসংস্কারকে সংশোধন করেছেন। এঁদের কাউকে কিংবা এঁদের আন্দোলন-সংগ্রামকে কেহ কখনো ওহাবী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করেন নি এবং দোষারোপ, ঘৃণা কিংবা সমালোচনাও করেননি। এমনকি এঁদের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সময় কোন মুসলমানকে হত্যা করা তো দূরের কথা কোন অমুসলিমকে অযথা হত্যা কিংবা ধন-মাল লুট বা ক্ষতি সাধন করেননি এবং করেছেন বলে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অথচ সৈয়দ ছাহেব প্রমুখ ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করার নাম দিয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং শত-শত মুসলমানের ধন-মালের অপুরণীয় ক্ষতি সাধন করে তাঁদেরকে হত্যা করেন। সৈয়দ ছাহেব ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখ ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য (অনেক যুগ পূর্বে দীল্লি ফারুকী প্রেসে মুদ্রিত) জাফর থানেশ্বরী প্রণীত "তাওয়ারিখে আজিবাহ" নামক উর্দু কিতাবটি দেখতে পারেন।

সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখ তাঁদের আন্দোলনকে আরবের মুহাম্মদ-বিন-আবদুল ওহাব নজদী পরিচালিত ওহাবী আন্দোলনের অনুকরণে 'ওহাবী আন্দোলন' নামে চালাতে থাকলে ভারতবর্ষের প্রায় মুসলমান তাহা সমর্থন করবেনা। কারণ মুহাম্মদ বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর কুকর্ম, আক্বিদা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা মুসলিম বিশ্বে এমন দুর্নাম ও ঘৃণা কুড়িয়েছিল যে, ওহাবী শব্দ শুনা মাত্রই সকলে লা'নত ও ধিক্কার দিতে থাকেন। তাই এদেশের (আমাদের দেশের) প্রায় 'ওহাবী' লোক সমাজে ওহাবী বলে দেখায় না,নিজেকে ওহাবী হিসেবে পরিচয়ও দেয়না, এমনকি ওহাবী বলে স্বীকারও করতে চাহেনা।

এ সমস্ত জননিন্দা, মানব ধিক্কা এড়িয়ে সৈয়দ আহমদের অনুসারীরা তাঁদের আসল আক্বিদা বা মতবাদকে গোপন করে 'তরীক্বায়ে ওহাবীয়া' হতে ওহাবী শব্দ বাদ দিয়ে 'মুহাম্মদীয়া' শব্দ যোগ করে 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' নামকরণ পূর্বক এ আন্দোলনের গতি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন এবং সুকৌশলে 'ওহাবী' মতবাদ প্রচার করার সাথে সাথে মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর মুসলিম হত্যাকান্ডের ষ্টাইলে ভারতেও মুসলিম হত্যাসহ তাঁদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে থাকেন। জনগণের মুখে এ আন্দোলন সচরাচর 'ওহাবী আন্দোলন' হিসেবে প্রচারিত ও পরিচিত হয়ে যায়।

সৈয়দ আহমদের আলোচনা হতে মওলভী ইসমাঈলকে বাদ দেওয়ার মূল কারণ।

হাল-যামানার এক শ্রেণীর লেখক মওঃ ইসমাঈল দেহলভীর মত একজন নির্ভীক মুজাহিদ, সৈয়দ আহমদের আন্দোলনের আজীবন সাথী ও খলিফা সম্বন্ধে পৃথকভাবে কিংবা সৈয়দ আহমদের সাথে কোন আলোচনা ও মন্তব্য করা হতে বিরত থেকে কিছু না জানার মত ভান ধরার একমাত্র কারণ হচ্ছে; মওঃ ইসমাঈল দেহলভী ছাহেব যে "তাকবিয়াতুল ঈমান" ও "ছেরাতুল মুস্তাক্বিমের" মত আহলে সুন্নাত জামাআত বিরোধী কিতাবগুলো লিখা, প্রচার ও প্রকাশ করার দরুন তাঁর খান্দান ওয়ালী উল্লাহ বংশের পীর-বুযুর্গ, ওলামা-মাশায়েখ এবং তদানীন্তন ভারত বর্ষের বিশিষ্ট আলেম, ফাজেল, বুযুর্গানে দ্বীন ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, তাঁর বিরুদ্ধে কিতাব-ফতওয়া লিখে, প্রচার করে এবং সভা-সমিতির মাধ্যমে ঘোর প্রতিবাদ জানান। তাঁর লিখিত, অবলম্বীত ও প্রকাশিত কথা এবং মতবাদসমূহ সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ও আহলে সুন্নাত জামাআত মতাদর্শ বিপরীত বলে আখ্যা ও ফতওয়া প্রদান পূর্বক তা প্রচার করে তাঁকেও আহলে সুন্নাত জামাআত বহির্ভূত– ওহাবী মতাদর্শী বলে অকুণ্ঠ ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাঁর এ ধর্মীয় অপরাধের কারণে ইসলামী শাস্ত্র মতে তর্কা-মিরাছ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও ঘোষণা দেয়া হয়। তিনি এবং তাঁর আন্দোলন সারা ভারতে বরং এশিয়া মহাদেশে 'ওহাবী আন্দোলন' নামে পরিচিত মওলভী ইসমাঈল দেহলভী দেশবাসীর নিকট এমন ঘৃণিত ও নিন্দিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর নাম পর্যন্ত শুনতে চাহেন না। তাই সুচতুর লেখকরা তাঁর আলোচনাকে সৈয়দ ছাহেবের আলোচনা হতে সম্প্রতি বাদ দিয়ে চলছেন। এতদ্সত্ত্বেও মওঃ ইসমাঈল ছাহেব অটল-অনড় হয়ে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন বা ওহাবী মতবাদ পরিচালনা ও প্রচারণা করতে লাগলেন। তাঁরা সুকৌশলে ধর্মীয় ও মাযহাবী আন্দোলন পরিচালনার ভার মওঃ ইসমাঈলের উপর ন্যাস্ত করে রেখেছিলেন। যদ্দরুন ('তাক্বিয়াতুল ঈমান' ও "ছেরাতুল মুস্তাক্বিমের"কারণে) মাযহাবী বা ওহাবী আন্দোলনে বিশেষভাবে মওঃ ইসমাঈল ছাহেবের নাম জড়িয়ে দেয়া হয়। যাতে সৈয়দ আহমদ ছাহেবকে তেমন জড়িত করা হয়নি। পক্ষান্তরে, মওঃ ইসমাঈল ছাহেবের মাযহাবী হাল-হাক্বিকতকে বিস্তারিত জেনে, শুনেই সৈয়দ আহমদ ছাহেব তাঁকে মুরিদ ও খেলাফত প্রদান করে সর্বকালের, সর্বস্থানের "দো'তন এক মন" সাথী রূপে কবুল করে নেন। অতএব সৈয়দ আহমদ ছাহেব ও মওঃ ইসমাঈল দেহলভী উভয়ের ইতিহাস, অবস্থা এবং আক্বিদা ছিল এক ও অভিন্ন।

বাংলাদেশে ওহাবী মতবাদ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র

স্মরণতব্য যে, ওহাবী আক্বিদার সর্বপ্রথম আবিষ্কারক আরবের ইবনে তাইমিয়াহ (৭২৮ হিঃ)। তার শিষ্য-অনুসারী মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদী ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে ওহাবী মতবাদ প্রতিষ্ঠাকারী। আর ভারত উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদের আমদানীকারক ও প্রচারক হলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী।

সর্বাগ্রে, ভারত উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদের প্রচার ও প্রসারের প্রধান কেন্দ্র ছিল দেওবন্দ মাদ্রাসা। একে কেন্দ্র করে তাঁরা ওহাবী মতবাদে বিশ্বাসী সওদী আরবের অনুদানে পাক-ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে খারেজী, কওমী সর্ব শেষ আহলিয়া নামে বিভিন্ন মাদ্রাসা স্থাপন করে নির্বিঘ্নে তাঁদের বাতিল মতবাদ তথা ঈমান বিধংসী ওহাবী আক্বিদা প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জাল বিস্তার করতে থাকে। তখন হতে তাঁদের এহেন ঘৃণ্য কর্মকান্ড ও ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পেরে আ'লা হযরত ক্বেবলাহ সহ তাঁর পূর্বাপর ভারতবর্ষের প্রখ্যাত ওলামা, ফুজলা, বুযুর্গ ও মাশায়েখগণ যথাসাধ্য বিভিন্ন ভাষায় শত-সহস্র কিতাব-ফতওয়া লিখে, প্রচার ও প্রকাশ করে তাঁদের এহেন মারাত্মক কুফরী বা ওহাবী মতবাদ সম্বলিত কিতাব-ফতওয়ার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তাঁদেরকে কঠোরভাবে দমন করেছেন। ঈমান বিধ্বংসী এসব ওহাবীদের কবল হতে ঈমান-আক্বিদা রক্ষায় তাঁরা (আ'লা হযরত ক্বেবলাহ) সাধারণ মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। অবশ্য, তখন হতে তাঁদেরকে কার্যকরীভাবে মোকাবেলা করণার্থে বিশেষ করে তদানিন্তন বাংলাদেশে প্রকৃত সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক বেশ কিছু মাদ্রাসা স্থাপন করা আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে আর্থিক সুযোগ-সুবিধার মানসে এগুলোকে সরকারীকরণ ও সরকারী অনুদানভূক্ত করা হলে পরবর্তীতে সুন্নী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমানে যথানিয়মে এসব প্রতিষ্ঠান জারীও আছে।

লক্ষ্যনীয় যে, বর্তমানে বাতিল ফেরকার কিছু লোক সারা জীবন ওহাবী অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সমাপন করে চালাকির সাথে স্বীয় আক্বিদা গোপন রেখে সরকারী প্রতিষ্ঠান, এমনকি সুন্নী মাদ্রাসা সমূহে কর্মসংস্থান বা চাকুরীর জন্য সম্প্রতি সরকারী সুন্নী মাদ্রাসাসমূহ হতে বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ পূর্বক সরকারী সনদলাভ করছে এবং সে সনদের বলে সরকারের পৃষ্টপোষকতায় পরিচালিত বিভিন্ন সুন্নী মাদ্রাসা, মসজিদ, মক্তব, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি পূর্ণাঙ্গ সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিচ্ছে। যার ফলে, তাঁরা আর্থিক সুবিধা লাভ সহ প্রতিষ্ঠানে বসে বসে স্বীয় মতবাদ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার এক মস্তবড় কেন্দ্র দখল করে নিচ্ছে এবং সময়-সুযোগে ইসলামের উপর আঘাত হানছে। শুধু তাই নয়

সরকারের বিরুদ্ধে পর্যন্ত এরা রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে। অথচ ইতিপূর্বে তাঁরা (ওহাবী- তথা কওমী, খারেজী মাদ্রাসা স্থাপনকারীরা) এরূপ সরকারী পৃষ্টপোষকতায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেরানীগিরী তৈরীর কারখানা ইত্যাদি বলে আখ্যা দিয়ে একে তুচ্ছ ও নিন্দা করেছিল। এ জন্য বিগত ২০/৮/'৮৮, ২৩/৮/৮৮, ২৫/৯/'৮৮ ইংরেজী তারিখের দৈনিক ইনকিলাব দ্রষ্টব্য।

এভাবে, বাতিল ফেরকা ওহাবীরা নানা উপায় ও কৌশলে দেশ ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। যা অদুর ভবিষ্যতে সুন্নী জনপদ– বাংলাদেশের সরল প্রাণ মুসলমান ও সরকারের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেমনঃ বর্তমানেও তার নমুনা হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংগঠন, দল, উপদল সৃষ্টি করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে। যাতে তারা সুন্নী মুসলমানদের উপর হামলা ও সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এসব ওহাবীদের সশস্ত্র ট্রেনিং কার্যক্রমের তৎপরতা সম্পর্কে দেশবাসী ভালভাবে ওয়াকিবহাল আছেন। বিগত বছরখানেক আগে হরকাতুল জিহাদ (যুদ্ধ-বিগ্রহ) নামক সংগঠনের উদ্যোগে পরিচালিত কক্সবাজার জেলায় গোপন অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষারত ৩০/৪০ জন ছাত্র নামধারী কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীকে পুলিশ আটক করে কক্সবাজার হাজতে প্রেরণ করে। সর্বশেষ রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কক্সবাজার দায়রা জজ আদালত তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে উচিত শাস্তি দেয়। বর্তমানে দেশবাসী ও সরকার হরকাতুল জেহাদের এই অপতৎপরতাই উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

এমনিভাবে, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষকদের অহেতুক হয়রানী ও মিথ্যা মামলায় জড়ানো এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধের পাঁয়তারা করছে বলে ধোঁয়া তুলে এর প্রতিবাদের নামে তাঁরা সময়- অসময় ইসলামী মহাসম্মেলন, শানে রেসালত সম্মেলন, প্রতিবাদ সমাবেশ, সভা-বিক্ষোভ মিছিল, মিটিং ইত্যাদি অপতৎপরতা ও অপপ্রচারণা চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। এসব তথাকথিত সমাবেশে কতেক 'সুন্নীনুমা বাতিল মনা' মোল্লা-মওলভীদেরকেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। অথচ সরকারের সাথে বা সরকারী পৃষ্টপোষকতায় পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে (তাঁদের খারেজী, কওমী, অথবা আহলীয়া নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা সমূহের) কোনরূপ সম্পর্ক নেই বল্লে চলে বরং তাঁদেরকে সরকারী সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করার কথা বলা হলে, তাঁরা (ওহাবীরা) এর বিপরীতে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে তাতে অনীহা প্রকাশ করে। এককথায়, সরকারী পৃষ্টপোষকতায় পরিচালিত মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুদান বন্ধ ইত্যাদি সরকারী সিদ্ধান্তে তাঁদের কোন প্রকার লাভ-

ক্ষতি নেই। তারপরেও তাঁদের এত মাথা ব্যাথা কেন? অবশ্য এ সুযোগে কতেক সুন্নী সরলমনা মুসলমান ও প্রতিষ্ঠানকে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে সরকারের রোষানলে ফেলাচ্ছে বৈকি!

খুব ভালভাবেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁদের এসব সশস্ত্র ট্রেনিং মূলতঃ সুন্নী মুসলমানদের গলার উপর দিয়ে যাবে এবং রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তার জন্য বিরাট হুমকী হয়ে দাঁড়াবে। যদি না আজ বরং এখনি হতে তার বিরুদ্ধে যথাবিহীত ব্যবস্থা নেয়া না হয়। যেমনঃ কিছুদিন আগেও এসব সশস্ত্র বাতিল পন্থীরা ওয়াজ-মাহফিলে সুন্নী ওলামার উপর হামলা এবং সুন্নী মাদ্রাসার ভিতরে দুঃসাহসিকভাবে ঢুকে ছাত্র-শিক্ষকদের উপর অতর্কিত আক্রমন চালিয়ে গুরুতর ভাবে আহত করে এ সব অপরাধীদের শুধু শাস্তি প্রদানের দাবী ও হামলার নিন্দা জানিয়ে ক্ষান্ত হইলে আমাদের চলবেনা বরং এদেশে তাদের অপতৎপরতা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করনে জাতীয় সংসদে আইন পাশ ও হামলার সাথে জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কার্যকরী ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আর এ জন্য সকলকে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে।

বাতিল ও অন্যায়ের প্রতিরোধ, দেশে সত্যিকার ইসলাম ও মাযহাব কায়েম এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মানসে সুন্নী মুসলমানগণ বিশেষতঃ ওলামা, পীর, মাশায়েখ সকলে সকল প্রকার ভেদাভেদ ও আত্মগর্ব ভুলে গিয়ে দ্বীন ধর্ম দেশ ও জনগনের স্বার্থে যথাসম্ভব কাল বিলম্ব না করে ঐক্যবদ্ধ হলে ঈমান-আকিদা ও শান্তি-শৃংখলা বিরোধী শক্তির প্রতিরোধ ও চিরদমনে পুরোপুরী সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন– "আমার উম্মতের এক বিরাট দল ন্যায় ও সত্য-সঠিক কার্যক্রম এবং আক্বিদার উপর কেয়ামত পর্যন্ত অধিষ্টিত ও অটল থাকবেন।"

তাই আসুন! আমরা সবাই এই হাদিছের যথাযথ বাস্তাবায়নে সচেষ্ট হই।

কবির সূরে সূর মিলিয়ে আজ বলতে চাই-

"এক হো মুসলিম হেরম কি পাছবানীকে লিয়ে,
নীলকে ছাহেল'ছে লে'কর তা'বখাকে কাশগর।"

"কুওয়াতে ইশক'ছে হার পস্তকৌ বা'লা করদে
দাহ্‌রমে ইসমে মুহাম্মদকৌ উজালা করদে।"

আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে দ্বীন-ধর্ম রক্ষায় নিঃশর্ত নিঃসংকোচ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

সৈয়দ আহমদ বেরেলভীকে মুজাদ্দেদ বলা প্রসঙ্গে

মুজাদ্দেদ' শব্দটি আরবী। ইসলামী শাস্ত্রে একটি বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে মুজাদ্দেদ বলা হয়। তাছাড়া, রাসূলে মকবুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ভবিষ্যত বাণী সম্বলিত একটি হাদিছ "নিশ্চয় আল্লাহ পাক এই উম্মতের ধর্মীয় কার্যগুলি সংস্কার সাধনের নিমিত্তে প্রতি শতাব্দির প্রারম্ভে 'মন য়ুজাদ্দেদু' সংস্কারক পাঠাতে থাকবেন।" উপরোক্ত হাদিছে বর্ণিত (মন য়ুজাদ্দেদু) শব্দ থেকে মুজাদ্দেদ শব্দটির উৎপত্তি।

হাদিছ বিশারদ ও ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ এ হাদিছের নির্দিষ্ট শব্দ 'য়ুজাদ্দেদু'র পরিপ্রেক্ষিতে মুজাদ্দেদ শব্দটিকে ইসলাম ধর্মের একটি প্রচলিত পরিভাষা হিসেবে গণ্য করেছেন।

হাদিছ ও ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ মুজাদ্দেদের অন্যতম বিশেষ পরিচয় বর্ণনা করে বলেছেন, "মুজাদ্দেদ এক শতাব্দি হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং জন্মসালেই প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে জাহেরী, বাতেনী ইলম ও মুজাদ্দেদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে নির্দ্বিধায় সংস্কারের কাজ ও দায়িত্ব পালন করবেন। এমনকি, মৃত্যুকালীন হিজরী সনেও দায়িত্ব পালন করে যাবেন"। অর্থাৎ শরীয়ত মতে প্রকৃত মুজাদ্দেদকে এক শতাব্দি হিজরীর শেষান্তে, পর শতাব্দির শুরুতে উভয় শতকে যথানিয়মে মুজাদ্দেদের দায়িত্ব আদায় করতে হয়।

বিশ্বস্ত হাদিছ গ্রন্থ সুনানে আবু দাউদ, মুছতাদরেকে হাকেম, জামেঈ ছগীর ইত্যাদি হাদিছ গ্রন্থে মুজাদ্দেদ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিছের ব্যাখ্যা, বিশুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততার বিবরণ সহ তাজদিদের পারিভাষিক অর্থ, ব্যাখ্যা, মুজাদ্দেদের যোগ্যতা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন।

ইসলামী শাস্ত্রবিদগণের বর্ণনা মতে, মুজাদ্দেদের পরিচয় হচ্ছে; দ্বীন-ইসলামের মৃত-বিলুপ্ত, বিকৃত হুকুম-আহকাম এবং আক্বিদাকে কোরআন-হাদিছের মর্মানুসারে সংশোধন পূনঃ প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষতঃ যথাসময়ে সৃষ্ট ভ্রান্ত মতবাদ ও বদ্ আক্বিদার বিরুদ্ধে লেখা, ফতওয়া,ওয়াজ-নছিহত দ্বারা যথাসাধ্য ও নিয়মানুসারে সংগ্রাম করে সত্য ও শুদ্ধ মতাদর্শের প্রচার ও প্রবর্তন করা মুজাদ্দেদের প্রধানতম দায়িত্ব।" উপরে বর্ণিত শর্ত-শরায়েত ছাড়া কতেক লোক বর্তমানে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীকে মুজাদ্দেদ বলে আখ্যায়িত করে বই-পুস্তক রচনা ও পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ করে আসছে। যা মুজাদ্দেদ, গাওছুল আ'জম, আমীরুল মু'মেনীন, খলিফাতুল মুছলেমীন, ইমামুল আইম্মা, কুতুবুল আলম, মুফতিয়ে আ'জম, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাচ্ছেরে কোরআন, ফানা ফিল্লাহ, বাক্বী বিল্লাহ ইত্যাদি ইসলামী শরীয়ত সম্মত পদগুলির জন্য অবধারিত শর্ত-শরায়েত ও বৈশিষ্ট্যতা সম্পন্ন হওয়া ছাড়া কোন ব্যক্তি নিজেকে নিজে, বা অপরকে তার শিষ্য-অনুসারীরা বা দেড়শত বছর পরে কোন সাধারণ

ব্যক্তিরা ভক্তি-শ্রদ্ধায় অন্ধ বিশ্বাসী হয়ে দাবী ও প্রচার করাটা আওয়াম ভুলানো এবং চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভূয়া দাবী ও প্রচার করে হাজারো ডাক-ঢোল পিটিয়ে ধর্ম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ইসলামী শাস্ত্রমতে সম্পূর্ণ বাতুলতা ও অগ্রাহ্য। সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর অনেক বছর পরে সাম্প্রতিক কালের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলোতে মাঝে-মধ্যে এহেন লজ্জা শূন্য, মূর্খতাপূর্ণ লাগামহীন কোরআন-হাদিছ ও শরীয়তের নির্ধারিত পরিভাষার ভুল ও অপব্যাখ্যা করে উপরোক্ত পদগুলির ভূয়া এবং মিথ্যা দাবীদার ও প্রচারকদের জন্য সত্যিই দুঃখ ও আফছোছ হয়। বর্তমানের লেখকদের জানা উচিত ছিল যে, সৈয়দ আহমদ কখনো মুজাদ্দেদ ছিলেন না। মুজাদ্দেদ হওয়ার জন্য যেসব যোগ্যতা ও শর্ত-শরায়েত থাকা আবশ্যক সে সব যোগ্যতা ও শর্ত-শরায়েত তাঁর মাঝে ছিল না।

সৈয়দ আহমদ ও তার খলিফা মওঃ ইসমাইল দেহলভী মুজাদ্দেদ ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে তাঁদেরই সমকালের যুদ্ধ সাথী ইতিহাস লেখক মওঃ আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভী তাঁর রচিত 'মজমুয়ায়ে ফতওয়ার' দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫১ পৃষ্টায় বলেছেন, "সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী কখনো মুজাদ্দেদ ছিলেন না। যেহেতু মুজাদ্দেদের জন্য আরোপিত শর্ত-শরায়েত ও গুণাবলী সমূহ তাঁদের মাঝে পাওয়া যায় নি।"

মওলভী আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভী এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন যে, "ইবনে হাজার আসকালানীর রচিত 'আল ফাওয়াদুল হুজ্জাহ ফি মন ইয়াব আছুল্লাহ 'লেহাজিহিল উম্মাহ' নামক কিতাবের মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দি হতে সৃষ্ট মুজাদ্দেদগণের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন। উক্ত তালিকায় সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও তার যুদ্ধ সাথী মওঃ ইসমাঈল দেহলভীর নাম গন্ধও নেই।"

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী সম্পর্কে তাঁর যুদ্ধসাথী ও খলিফা মওঃ ইসমাঈল দেহলভী 'ছেরাতুল মুস্তাক্বিম' নামক কিতাবে লিখেছেন যে,- "তিনি সৈয়দ ছাহেব 'খালিয়ুজ জেহেন' অর্থাৎ মেধা স্মরণ শক্তি শূন্য ছিলেন।"

ওহাবী সম্প্রদায়ের বিশ্বস্ত লেখক মির্জা হায়রত দেহলভী তাঁর 'হায়াতে তৈয়্যবাহ' নামক কিতাবের ২৭১ পৃষ্টায় লিখেছেন "বুযুর্গ সৈয়দ আহমদ ছাহেব বাল্য কাল হতে অস্বাভাবিকভাবে নিরব থাকতেন বলে শেষ পর্যায়ের গবী বা বেকুফ বলে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। যার ফলে লোকেরা মনে করেছিল যে তাকে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া মানে বৃথা। এর দ্বারা কখনো কিছু আসবে যাবেনা। অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েও তার গবী অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না।"

উক্ত কিতাবের ২৭২ পৃষ্টায় আরো উল্লেখ আছে যে, "বুযুর্গ সৈয়দ আহমদের অবিকল এ অবস্থা ছিল যে, তিনি এক্কেকটি শব্দকে অনেক্ষণ ধরে জপলেও শেষে

তার কিঞ্চিৎ মাত্র মনে হত। তাও আবার পরের দিন একেবারে ভুলে বসতেন। যার ফলে পিতা-মাতা, মিয়াঁজির বকুনী, চোখ রাঁঙ্গানী ও ঘরের ধমক বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত মারধরের পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। এতেও পিতা-মাতার প্রত্যাশা পূরণ হলোনা। তারা যখন দেখলেন যে, তার দেমাগে মূলত তালা পড়ে গেছে। কোন মতেই সে আর পড়তে পারছেনা, তাই শেষ পর্যন্ত তাকে লেখা-পড়া থেকে সরিয়ে নিলেন।" অথচ দেড় (১৬৬) শতাধিক বছর পরে ভিন্ন দেশী, ভিন্ন ভাষী মুহাম্মদ নুরুল হক নামক জনৈক লেখক মাসিক পরওয়ানার মে '৯৯ সংখ্যায় তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া শীর্ষক এক নিবন্ধে সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি সৈয়দ ছাহেব দিল্লীতে কোরআন, হাদিছ, ফিকাহ, উছুলে ফিকাহ, ইলমে জাহেরী- বাতেনী ও ইলমে লদুন্নী সহ পূর্ণ কামালিয়াত হাছিল করেন।"

পাঠকবৃন্দ! মেধাশূন্য এবং দেমাগে তালা পড়ে যাওয়া সৈয়দ আহমদ বেরেলভী কিভাবে মুজাদ্দেদ হতে পারেন তাই ভেবে দেখার বিষয়।

☐ জন্ম-মৃত্যু সাল দৃষ্টে সৈয়দ ছাহেব মুজাদ্দেদ ছিলেন না ঃ

উপরোক্ত যুক্তি ছাড়াও জন্ম-মৃত্যু সাল হিসেবেও সৈয়দ ছাহেব কখনো মুজাদ্দেদ ছিলেন না। মুজাদ্দেদের জন্য এক শতাব্দিতে জন্ম আরেক শতাব্দিতে মৃত্যুবরণ শাস্ত্র বিধি মতে অপরিহার্য শর্ত হলেও সৈয়দ আহমদের বেলায় তা পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ- তার জন্ম-মৃত্যু, দু'শতাব্দিতে হয়নি বরং একই শতাব্দিতে (তার জন্ম-মৃত্যু) হয়েছে। যেমন- তিনি ১২০১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করে ১২৪৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কাজেই, তাঁর জন্ম-মৃত্যুতে দু'শতাব্দির সে শর্ত ও মুজাদ্দেদের অন্যান্য উপরে বর্ণিত শর্ত-শরায়েত পাওয়া যায়নি বরং তাঁর নিকট হতে এমন ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ও কুফরী মতাদর্শ পাওয়া গিয়েছিল যদ্দরুন তাকে মুজাদ্দেদ না বলে মুখাররেব বা ধর্ম নাশক বলা যেতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, হাদিছ শাস্ত্রবিদগণের বর্ণিত বর্ণনা মতে মুজাদ্দেদ হওয়ার জন্য নির্ধারিত ও অপরিহার্য শর্ত-শরায়েত যোগ্যতা ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে কতেক লোক শর্ত-শরায়েত গুণাদি ও যোগ্যতা শূন্য ব্যক্তিদেরকেও মুজাদ্দেদ বলে লেখা ও প্রচার আরম্ভ করে দিয়েছে এবং যাকে, তাকে মুজাদ্দেদ বলে দাবী করতে দেখা যাচ্ছে। ফলে আশংকাজনক হারে মুজাদ্দেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমনঃ ঢাকার রাজারবাগ থেকে প্রকাশিত মাসিক আল বাইয়্যিনাতের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্টপোষক দিল্লুর রহমানকে কতেক অযৌক্তিক উপাধি সহ মুজাদ্দেদে জমান রূপে প্রচার করা হচ্ছে। আর তিনিও এ ব্যাপারে একেবারে নিরব ভূমিকা পালন করে মুজাদ্দেদ হওয়ার আলৌকিক স্বপ্ন দেখছেন।

□ কতেক অযোগ্য ব্যক্তিকে এম, এ, মান্নান ছাহেব কর্তৃক মুজাদ্দেদ বলিয়া প্রচার করা দুঃখজনক

বিগত ৮ই জুলাই '৯৯ ইংরেজী তারিখে প্রকাশিত 'দৈনিক ইনকিলাবের' ৫ম পৃষ্ঠায় 'স্বঘোষিত ভণ্ড মুজাদ্দেদের কবল হতে দ্বীনকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন' শীর্ষক শিরোনামে এম, এ, মান্নান মুজাদ্দেদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। উক্ত তালিকার ৯ম ও ১০ম নম্বরে যথাক্রমেঃ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (১২০১-১২৪৬ হিঃ) ও মওঃ আশরাফ আলী থানবীর নাম দেখে বিস্মিত হয়েছি। কারণ মুজাদ্দেদের জন্য অবধারিত শর্ত-শরায়েত ও আরোপিত গুনাদি হতে একটিও তাঁদের মধ্যে নেই বটে বরং 'তাদের ইসলাম বিরোধী আক্বিদা সম্বলিত কিতাব-ফতওয়ার ব্যাপারে অনবগত ব্যক্তিরা সৈয়দ আহমদের খলিফা কর্তৃক লিখিত-প্রকাশিত 'ছেরাতুল মুস্তাক্বিমের মত কিতাবগুলি মনে হয় আজ পর্যন্ত পড়ে দেখেননি। তাদেরকে এ সব কিতাব পড়া ও বুঝার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

সৈয়দ আহমদকে গাউছুল আ'জম বলা প্রসঙ্গে

বেলায়ত শাস্ত্রের বা বোর্ডের বিধান মতে, "আল্লাহর অদৃশ্য ইঙ্গিত, রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ও হযরত আলীর নির্দেশ এবং আসমান-জমীন, পাহাড়-সমুদ্র ও পৃথিবীর সকল গাউছ-কুতুব, আবদাল-আওতাদ, আফরাদ নির্বিশেষে প্রত্যেকের সম্মতি ও স্বীকৃতিতে গাউছুল আ'জম হয়ে থাকে। মানব-দানব, পশু-পক্ষী, স্থল-জলের জন্য শুধু মাত্র একজন গাউছুল আ'জম হয়। দেশ ও অঞ্চল ভিত্তিক একাধিক গাউছ, কুতুব, ইত্যাদি হতে পারে এবং হয়ে থাকে কিন্তু গাউছুল আ'জম হতে পারে না।"

গাউছুল আ'জম হিসেবে হযরত ইমামে হাসান আছকরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এর পরে শাহেন শাহে বাগদাদ হযরত গাউছে পাক শেখ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী 'গাউছুল আ'জম' পদে অধিষ্ঠিত আছেন। হযরত ইমাম মেহেদীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ গাউছুল আ'জমের পদে বহাল থাকবেন এবং যথা নিয়মে গাউছিয়তে উজমার দায়িত্ব পালন করে যাবেন। অতএব, একই সময়ে একাধিক 'গাউছুল আ'জম' হতে পারে না। তারপরেও কেহ যদি স্বেচ্ছায়, মনের খেয়াল-খুশি মতে, ধন-জন ও বাহুবলে অথবা মূর্খতাবশতঃ নিজেকে 'গাউছুল আজম ও মুজাদ্দেদ' ইত্যাদির দাবী করেন কিংবা অপর কাউকে বলে ও বুঝে থাকেন তা'হলে তা মস্ত বড় বোকামী হবে এবং গুনাহগার হবেন।

প্রত্যেকের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 'গাউছুল আ'জম, কুতুবুল আলম কিংবা মুজাদ্দেদ নিজে হওয়া বা অপরকে বানানো কোন ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। যদি তা

ব্যক্তি ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করত তাহলে ইমামে আ'জম হযরত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, সৈয়দুনা খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত উছমান হারুণী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত দাতাগঞ্জ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, হযরত ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ও মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নেজামুদ্দীন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রমুখ নিজেরাই এগুলোর দাবীদার হতে পারতেন। অথবা তাঁদের শিষ্য-খলিফা ও ভক্ত-অনুরক্তরাও তা প্রচার করতে পারতেন কিন্তু নিজেরাও এর রকম করেননি এবং তাদের শিষ্য-খলিফা ও ভক্তবৃন্দও প্রচার করেননি। বর্তমানে দেশের আনাচে-কানাচে স্বঘোষিতভাবে একাধিক গাউছুল আ'জম, মুজাদ্দেদ ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে। যা আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এভাবে গজিয়ে উঠা স্বঘোষিত 'গাউছুল আ'জম' থেকে উল্লেখিত অলী-বুযুর্গ ও আলেমে দ্বীনরা কি কোন বিষয়ে কম ছিলেন?

সৈয়দ আহমদকে ইমামুল মুসলেমীন ও খলিফাতুল মুসলেমীন বলা প্রসঙ্গে

বিশ্ব বিখ্যাত প্রসিদ্ধ ফতওয়া গ্রন্থ 'ফতওয়া শামীর' তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, "রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের প্রতিনিধিরূপে মুসলমানদের দ্বীনি, দুনিয়াবী যাবতীয় কাজে কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও পরিচালনা করণার্থে পূর্বেকার ইমাম কর্তৃক বা স্থানীয় ওলামা-ফুজলা, জ্ঞানবান, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান মুসলমান কর্তৃক নিয়োজিত ও মনোনীত ইলম-আমল ও আক্বিদার দিক দিয়ে বিজ্ঞ ও শুদ্ধ ব্যক্তিই 'ইমামতে কুবরা'র অধিকারী তথা 'ইমামুল মুসলেমীন' 'খলিফাতুল মুসলেমীন' বা 'ইমামুল আইম্মা' হয়ে থাকেন।"

উপরোক্ত বর্ণনা মতে এখন পর্যালোচনার বিষয় হলো যে, সত্যি সত্যিই সৈয়দ ছাহেব এসব উপাধি লাভের যোগ্যতা রাখেন কি না এবং ইমামুল মুসলেমীন ইত্যাদি হওয়ার জন্য যে সমস্ত বিশেষ যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী সৈয়দ ছাহেবের কাছে তা আদৌ ছিল কিনা? যদি এসব যোগ্যতা না থাকে তাহলে সৈয়দ ছাহেবকে কিংবা অপর কাউকে এসব উপাধিতে ভূষিত করা যাবেনা। করলে তাহা ভূয়া-ভণ্ড ও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে। বর্তমানের লেখকরা কি জানেন না! বা শুনেননি যে, রাসূলের অনুসরণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক খেলাফতের সময় কাল (৩০) ত্রিশ বছর ছিল? তারপর হতে (হযরত ওমর-বিন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইমাম মেহেদী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফত ব্যতীত) রাজ্য-রাজত্ব নিয়ে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ফিতনা- ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

ফতওয়া শামী গ্রন্থে ইমামতকারীকে দু'প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি হলো

ইমামতে ছুগরা, যা নামাজ ইত্যাদি শরীয়তের কাজে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রদান করাকে বুঝায় এবং অপরটি হলো; ইমামতে কুবরা, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ফরমান অনুযায়ী প্রকৃত খেলাফত ও ইমামতের যুগ প্রায় সহস্রাধিক বছর পূর্বে শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে রাজা, বাদশার যুগ চলছে। (যদিও ক্বেয়ামতের পূর্বে খলিফা হিসাবে ইমাম মেহেদী আবির্ভাব হবেন এবং তাঁর আবির্ভাবের ঘটনাটি মূলতঃ একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার) প্রকৃত খেলাফত ও ইমামতের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর রাজা-বাদশার এ যুগে সৈয়দ আহমদকে ইমামুল মুসলেমীন, খলিফাতুল মুসলেমীন, আমিরুল মুমেনীন ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এসব উচুঁ মানের বৈশিষ্ট্যতা সম্পন্ন উপাধিসমূহকে অপাত্রে সংযোজন করে তাঁরা মূলতঃ এসবের মানহানী করছে এবং এর গুরুত্ব খর্ব করে চলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাদিছের অপব্যাখ্যা

ইমাম ও মুজাদ্দেদের ব্যাপারে দুটি পৃথক ও স্বতন্ত্র হাদিছ রয়েছে। মুজাদ্দেদের হাদিছে মুজাদ্দেদের কোন সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি। অর্থাৎ মুজাদ্দেদ একশত কিংবা তার চেয়ে বেশীও হতে পারে কিন্তু ইমামের সংজ্ঞা নির্ধারনী হাদিছে ইমামের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এই হাদিছে কেবল ১২/বার জন ইমাম হবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর চেয়ে কম কিংবা বেশী হবে না। অথচ রাসূলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমাম সম্পর্কিত হাদিছকে নিয়ে সৈয়দ আহমদের কতেক বাংলাদেশী অনুসারী লেখক প্রতারণার উদ্দেশ্যে এ হাদিছকে উল্লেখ করে অপব্যাখ্যা করছেন। রাসূলের হাদিছ নিয়ে অপব্যাখ্যা করার মত স্পর্ধা দেখে সত্যি আশ্চর্য লাগে। সৈয়দ আহমদের অনুসারী জনৈক 'মুজিবুর রহমান' ইমামত প্রসঙ্গে তাঁর রচিত (ডিসেম্বর '৯৭ প্রকাশিত) তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া নামক গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন আমার পরে বারজন ইমাম আসবেন এবং এরা প্রত্যেকেই কুরাইশ বংশীয় হবেন।" উক্ত গ্রন্থে তিনি আরো লিখেছেন যে- এর ব্যাখ্যা করে মুহাদ্দিছগণ বলেছেন প্রত্যেক শতাব্দিতে একজন ইমাম বের হবেন। সে যুগের আলেমগণ সৈয়দ আহমদ শহীদকে (হাদিছে বর্ণিত ইমামগণের মধ্যে) ১২ নম্বর ইমাম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।" দেখুন! মুহাদ্দেছিনে কেরামগণের নাম ব্যবহার করে এবং সে সময়ের ওলামায়ে কেরামগণ স্বীকার করে নিয়েছেন বলে মুহাম্মদী তরীক্বা গ্রন্থে মিথ্যা উক্তি করে রাসূলে পাকের ইমাম সম্পর্কিত হাদিছটিকে কিভাবে অপব্যাখ্যা করলেন? লেখকের

এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া। কেননা রাসূলে পাকের ফরমান মতে, যে বার জন ইমামের আবির্ভূত হওয়ার কথা ছিল মূলতঃ সেই সৌভাগ্যবান বারজন ইমাম (ছাহাবাদের পরবর্তী সময়ে) অনেক শতাব্দি পূর্বেই আবির্ভূত হয়ে গেছেন। উক্ত হাদিছের ব্যাখ্যায় কোন মুহাদ্দেছিনে কেরাম বলেননি যে, চৌদ্দশত বছর পরে পৃথিবীর হাজার-হাজার মাইল দূরে, অনেক রাজ্য ছেড়ে কেবল মাত্র ভারতের রায়বেরেলীতে সর্বশেষ ১২ নং ইমাম হিসেবে সৈয়দ আহমদই হবেন? এভাবে সৈয়দ আহমদকে উচ্চ স্তরের বিশেষ মর্যাদাবান খেতাবে ভূষিত করার জন্য তাঁর অনুসারীরা যেভাবে ওঠে পড়ে লেগেছেন তা রীতিমত ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জালিয়াতি কাজটা করার জন্য তাঁরা শেষ পর্যন্ত রাসূলে খোদার পবিত্র হাদিছের অপব্যাখ্যা করে বসলেন। হাদিছের অপব্যাখ্যা করার পরিণাম যে কত ভয়াবহ তা কি তাঁরা জানেন না!

শুধু তাই নয়, মুজাদ্দেদ ও ইমাম সম্পর্কিত দুটি পৃথক হাদিছকে একিভূত করার ধৃষ্টতা দেখিয়ে দেখাবার বেলায় মুজাদ্দেদের হাদিছ আর ব্যাখ্যার বেলায় ইমামের হাদীছের মর্ম উল্লেখ করেছেন। অথচ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুজাদ্দেদের হাদিছের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যানুসারে সৈয়দ আহমদ কখনো মুজাদ্দেদ হতে পারে না। তাই তাঁর অনুসারীরা ইমামের হাদিছের উদ্ধৃতি দিয়ে হলেও কোন প্রকারে সৈয়দ আহমদকে অন্ততঃ মুজাদ্দেদ বানানো যায় কিনা তার বৃথা চেষ্টা করেছেন। অথচ মুজাদ্দেদ ও ইমাম উভয় ভিন্ন। মুজাদ্দেদের জন্য যে শর্ত-শরায়েত অবধারিত করা হয়েছে তা ইমামের জন্য প্রযোজ্য নহে।

মুজাদ্দেদ ও ইমাম বলে দাবীদার সৈয়দ আহমদপন্থীদের প্রতি

বর্তমানে মুজাদ্দেদ ও ইমাম বলে দাবীদার ও প্রচারকদের মধ্যে যারা সৈয়দ আহমদ বেরেলভীকে ইমামতের মর্যাদার আসনে সমাসীন করার জন্য 'তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া' গ্রন্থসহ অপরাপর প্রকাশনায় রাসূলে পাকের ইমামত সম্পর্কিত হাদিছটি উল্লেখ পূর্বক তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুহাদ্দেছিনে কেরামগণ (নির্ধারিত নাম ধাম ছাড়া) বলেছেন বলে (আপনারা) উল্লেখ করেছেন যে-"১২ নং ইমাম সৈয়দ আহমদই হবেন।" এ ধরনের ব্যাখ্যার স্বপক্ষে আপনারা কোন যুক্তি দেখাতে পারবেন কি?

প্রকৃতপক্ষে রাসূলে পাকের ইমাম সম্পর্কিত হাদিছটির ব্যাখ্যায় কোন মুহাদ্দেছিনে কেরাম একথা বলেননি এবং এরূপ ব্যাখ্যাও করেননি। উদাহরণ স্বরূপ আপনারা উক্ত মুহাদ্দেছিনে কেরাম কিংবা ফতওয়া-শরাহ্‌র নাম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেননি কেন? হাদিছের উক্ত ব্যাখ্যাটি লেখকের মনগড়া নয় কি? আপনারা কি শুনেননি

যে- আল আহ্‌দিছু ফি হুকমাত্তাঞ্জিল। অর্থাৎ "রাসূলের হাদীসগুলোও কোরআনের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত" বিধায় হাদিছের ব্যাখ্যাও মনগড়া করলে জাহান্নামে যেতে হয়। তাছাড়া হাদিছ ও ফিকাহ শাস্ত্র মতে ইমামতে কোবরা ও মুজাদ্দেদের জন্য যে শর্ত-গুণ থাকা আবশ্যক তা'কি সৈয়দ আহমদের কাছে আছে বলে মনে করেন? থাকলে নমুনা হিসেবে একটিও কি দেখাতে পারবেন? আপনাদের দাবী মতে, সৈয়দ ছাহেবকে ইমামুল আইম্মা, খলিফাতুল মুসলেমীন বলে উল্লেখকারী ওলামাগণের মধ্যে একজনের নামও নির্দিষ্ট করে বলেননি কেন? মুজাদ্দেদের অন্যতম দায়িত্ব হলো; শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে ফতওয়া লিখে তৎকালের মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট ইসলাম বিরোধী আক্বিদা, ভ্রান্ত মতবাদ ও কার্যকলাপের মূলোৎপাটন ও প্রতিরোধ করে মুসলমানদের সৎ পথের দিকে আহবান করা। লেখক সৈয়দ আহমদের এ সংক্রান্ত একটি কিতাব-ফতওয়া উল্লেখ করতে পারবেন কি? যে কিতাব- ফতওয়া মতে এখনো মুসলমানরা আমল করছেন।

সৈয়দ আহমদ ও মওঃ ইছমাঈল দেহলভী তথাকথিত "তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া" নামে আজীবন সংগ্রাম করে কিসের সংস্কার করেছেন- এর ছোট কাট একটি উদাহরণও কি দিতে পারবেন কি? নাকি আপনাদের মতে শুধু ইংরেজ ও শিখদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও যুদ্ধ (যা মূলতঃ শত শত নিরীহ মুসলমানকে শহীদ, মালামাল লুণ্ঠন ও নারী নির্যাতন) করে মুজাদ্দেদ, ইমাম ও খলিফার পবিত্র দায়িত্বটি সহজেই সেরে নিলেন?

সৈয়দ আহমদ কর্তৃক দারুল হরব ঘোষণা করা প্রসঙ্গে

সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর অনুসারীদের মতে তিনি (সৈয়দ আহমদ) আমিরুল মু'মেনীন, খফিলাতুল মুসলেমীন হিসেবে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনাকালে সারা ভারত কিংবা তার কিয়াদংশকে দারুল হরব (শত্রু দেশ) বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। এবং তথায় জুমা, ঈদের নামাজ আদায় করাকে না যায়েজ ফতওয়া দিয়ে তথা হতে হিজরতের হুকুম দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে আমি আমিরুল মু'মেনীন, খলিফাতুল মুসলেমীন, গাউছুল আজম, মুজাদ্দেদ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করার যোগ্যতা ও শর্ত-শরায়েত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী কর্তৃক (তাঁর অনুসারীদের দাবী মতে) ভারতে দারুল হরব ঘোষণা প্রসঙ্গে আলোকপাত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। প্রথমে দরুল হরব ও দারুল ইসলাম কোন্‌টি, কখন, কিভাবে, কোন অবস্থায় প্রযোজ্য তা জেনে নেয়া উচিত। না জেনে, না বুঝে, কোন্ রাষ্ট্রকে দারুল হরব বা দারুল ইসলাম ঘোষণা দেয়া যায়

না। সুপ্রসিদ্ধ ফতওয়া গ্রন্থ ফতওয়া শামী, ফতওয়া আলমগীরি ও তোয়াহা-তোয়াবীতে দারুল হরব ও দারুল ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। কিতাবত্রয়ে উল্লেখ আছে যে, "কোন দেশ পূর্ব থেকেই দারুল হরব হিসেবে পরিচিত আর সেখানকার আদি অধিবাসীর অধিকাংশ কাফের বা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তথায় সে অবস্থায় প্রকাশ্য জুমা-জামা'ত, ঈদের নামাজ, শরীয়ত সম্মত শাদী, কিংবা তালাক প্রদান করা সহ ইসলামের নূন্যতম একটি কাজও যদি নির্বিঘ্নে পালন করা যায় তথা সরকারীভাবে বাঁধা প্রাপ্ত না হয় তাহলে সে দেশ দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে এবং কোন অবস্থায় দারুল হরব হবেনা। পক্ষান্তরে কোন দেশ পূর্ব থেকেই দারুল ইসলাম ছিল আর সেখানে যদি ইসলামের উপরে বর্ণিত 'শেআরে ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের পরিচায়ক কার্যাদির নূন্যতম একটি কাজও নির্দ্বিধায় সম্পন্ন করা যায় এবং সরকারীভাবে নিষিদ্ধ না হয় তাহলে পূর্বের মত দারুল ইসলাম হিসেবেই বহাল থাকবে। আর যদি এতে উল্লেখিত ইসলাম ধর্ম সম্মত একটি কাজও পালন করার সুযোগ না থাকে এবং সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় তাহলে সে দেশ অবশ্যই দারুল হরব হিসাবে গণ্য হবে। আর তখন সে দেশে মুসলমানরা থাকতে পারবে না বরং দ্বীন-ধর্ম রক্ষার্থে তথা হতে হিজরত করা তাদের জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়াবে।"

ফতওয়া গ্রন্থের উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে দারুল হরব হওয়ার পূর্ব শর্ত ছাড়া অন্য কোন কারণে যে কেহ দারুল হরব ঘোষণা দিলে তা দারুল হরব হবে না। তাছাড়া এটা কোন ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ব্যাপারও নয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর দারুল হরবের হুকুম নির্ভর করে না। বরং ফতওয়া গ্রন্থ মতে উপরে বর্ণিত শর্ত-শরায়েতের উপরই তা নির্ভর করে। বর্তমানে কিছু লেখক পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ, বই-পুস্তক রচনা পূর্বক প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে, সৈয়দ আহমদ আমিরুল মুমেনীন, বা খলিফাতুল মুসলেমীন হয়ে সম্পূর্ণ ভারত বা তার কতেক অংশকে দারুল হরব বলে ঘোষণা দিয়ে সেখান হতে মুসলমানদেরকে হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁর নামে মুদ্রা চালু করা হয়েছিল।

সৈয়দ ছাহেব কর্তৃক দারুল হরব ঘোষণাকালীন সময়ে মূলতঃ ভারতের এমন কোন পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নাই যে আদি যুগ হতে দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত ও পরিচিত হিন্দুস্থানে কোন প্রকার ইসলামী কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ করা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ও আইনতঃ দণ্ডনীয় ছিল। এবং মুসলমানদের স্বীয় ধর্মীয় কার্যকলাপের পরিবর্তে কুফরী ও শিরিক করার জন্য সরকারিভাবে বাধ্য করা হয়েছিল। যার ফলে মুসলমানদের হিজরত করা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। যদি সে রকম অবস্থার সৃষ্টি না হয় তাহলে সৈয়দ ছাহেব কি করে, কোন ফতওয়া মতে

ও অধিকারে ইসলাম বিরোধী এ জঘন্য কাজটি করলেন? নির্দেশ দাতা হিসেবে প্রথমে নিজে হিজরত না করে মুসলমানদিগকে জুমআ-জা'মাত হতে বিরত রেখে স্বীয় অর্থ-স্বার্থ, সম্পদ ও বাড়ী-ঘর ছাড়িয়ে নিঃস্ব ও সম্বল হীন অবস্থায় কোথায় এবং কার কাছে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন? শরীয়ত সম্বন্ধে অজ্ঞতাহেতু বা অন্যকোন পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সাধনে মুসলমানদেরকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া ইসলাম বিরোধী জঘন্যতম কাজ নহে কি? কোন দেশের মুসলমানদের উপর হিজরত করা ফরজ হলে অর্থাৎ হিজরত করার মত অবস্থা সৃষ্টি হলে সর্ব প্রথম হিজরতের নির্দেশদানকারী আমীরকেই হিজরত করতে হয় এবং পরে অন্যান্যরা এর অনুসরণ করবে কিন্তু সৈয়দ আহমদ ছাহেব হিজরতের নির্দেশ দিয়ে নিজে হিজরত না করে অন্য অনুসারীদেরকে হিজরতে বাধ্য করার মাধ্যমে দেশকে মুসলিম শূন্য করে তাঁর মিত্র ইংরেজদের জন্য আরো সুযোগ ও নিরাপদ করে দেয়ার নাম কি জিহাদ? কিন্তু তিনি বা তাঁরা এ সব খেলা খেলিয়েও কোন সুফল পাননি।

এতদ্ভিন্ন আল্ বাইয়্যিনাতের জুন ২০০০ সাল সংখ্যার ১০৬ পৃষ্ঠার বর্ণনা মতে, তিনি (সৈয়দ ছাহেব) যে ভারতবর্ষের ৪০ লক্ষাধিক কাফিরকে কলেমা পড়ায়ে মুসলমান করেছিলেন সে সব নব মুসলমানগণও কি (ভারত বর্ষ হতে সৈয়দ ছাহেবের নির্দেশে) হিজরতকারী অন্যান্য মুসলমানদের সাথে হিজরত করেছিলেন? যদি তাই হয়, তাহলে তাঁরা (হিজরীতকারীগণ) কোন্ মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন? সৈয়দ আহমদপন্থী বিশেষতঃ আল্ বাইয়্যিনাতওয়ালারা আশ্রয় নেয়ার তারিখ সহ সে রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করেননি কেন? তাছাড়া ভারত বর্ষের মুসলমানগণ যখন অমুসলিমদের হাতে নির্যাতিত, নিপিড়িত, ও আহত-নিহত হয়ে মাতৃভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করার পরিস্থিতির মুখোমুখি হলো তখন এবং বালাকোর্টের দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রয়োজন মুহূর্তে (তাঁদের উক্তি মতে) সৈয়দ ছাহেবের হাতে দীক্ষিত সেই হাজার হাজার অলী, গাউছ, কুতুব ও রেজালুল গায়েব জ্বীন, পরী বিশেষত অগণিত নব মুসলিম কোথায় ছিলেন? তাঁরা এমন সংকটময় মুহূর্তে সৈয়দ ছাহেব কিংবা ভারতের মুসলমানদের কোন সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন কিনা? যদি (সাহায্য-মদদ) করে থাকে তা'হলে বালাকোর্টের কথা বা বাদই দিলাম কিন্তু কেন তাঁরা হিজরত করা থেকে সৈয়দ আহমদদের বারন করতে পারেন নি। নাকি বালাকোর্টের হৃদয় বিদারক করুন অবস্থার সময় যেমন তাঁরা তাঁর (সৈয়দ আহমদ) কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করেননি তদ্রুপ তাঁর হিজরতের সময়েও তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আল বাইয়্যিনাতওয়ালারা উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর যথাসম্ভব ও যথানিয়মে পুস্তিকাকারে দিতে অক্ষম হলে স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে, তাঁরা সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা উক্তি করেছেন তা সবি ডাহা মিথ্যা এবং একটি মিথ্যা অধ্যায়ের

সংযোজন মাত্র। তাঁদের দাবী মতে, তাঁরা তো নহে বরং কোন মুসলমান হিজরত করেছে, তাঁর নামে মুদ্রা চালু এবং খুতবা পাঠ করা হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই **"নিজেও খায়নি, বন্ধুকেও খাওয়াইনি বরং শেষ পর্যন্ত ইংরেজদেরকে খাওয়াইলেন।"**

ইহা সর্বজন বিধিত যে, হিন্দুস্থানে অর্থাৎ ভারতবর্ষে সৈয়দ আহমদ বেরলভীদের আগে-পরে অসংখ্য অলী, গাউছ, কুতুব, বুযুর্গ ও সংস্কারক ছিলেন যথাক্রমে (সুলতানুল হিন্দ) ভারত সম্রাট খাজা গরীবে নেওয়াজ আজমীরি, দাতাগঞ্জ বখ্শ লাহোরী, ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর, হযরত শাহ্ বু'আলী কলন্দর পানিপথী, নাছির উদ্দীন চেরাগে দেহলভী, মাহবুবে ইলাহী হযরত নেজামুদ্দীন আউলিয়া, কুতুব উদ্দীন বখতেয়ারখাকী, হযরত আলী আহমদ ছাবের কলিয়ারী, হযরত শেখ আহমদ মুজাদ্দেদে আলফেছানী, হযরত শাহ্ আব্দুল আজিজ ও শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেছ দেহলভী প্রমুখ সেখানকার হিন্দু, বিধর্মী, শিখ ও মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েও কখনো ভারতবর্ষকে দারুল হরব ঘোষণা করে তথা হতে মুসলমানদেরকে হিজরত করার জন্য এবং জামা'ত বন্ধ করার জন্য হুকুম দেননি। বরং অকথ্য নির্যাতন সহ্য করে ঈমান, আক্বিদার উপর পাথরের মত অটল থেকে রূহানী ও আধ্যাত্মিক শক্তি বলে অসংখ্য বেদ্বীনকে মুসলমান এবং লাখ-লাখ মানুষকে বায়'আত ও মুরিদ করে অলী-দরবেশ, ধর্ম সংস্কারক ও প্রচারক বানিয়েছেন। তাঁরা মুসলমানদিগকে সংঘবদ্ধ করে ধর্মীয় কার্যকলাপ, জুমআ-জামা'ত, যিকির-আযকার ভাল মতে আদায় করার নির্দেশ দিতেন। স্থানে-স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ ইত্যাদি ধর্মীয় স্মৃতিগুলো নির্মাণ করিয়েছেন। তাঁরা ধর্মীয় সংস্কার সাধন করতে গিয়ে মুসলমান তো দূরের কথা এমন কি কোন অমুসলমানের বিরুদ্ধে পর্যন্ত পারত পক্ষে অস্ত্র ধারণ করছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

সৈয়দ আহমদের নামে খুতবা পাঠ করা প্রসঙ্গে

ভারতে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর পূর্বে অসংখ্য অলী, গাউছ, কুতুব, ধর্মীয় সংস্কারের মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি সক্ষম হলেও কখনো তাঁদের নামে খুতবা পাঠ করা হয়নি এবং পাঠ করার প্রশ্নও সে সময় ওঠেনি। কিন্তু সৈয়দ আহমদের মত একজন ধর্ম ও মাযহাব দৃষ্টে বিতর্কিত ব্যক্তির নামে খুতবা পাঠ করার কথা বলা কতটুকু যুক্তি সঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

চৌদ্দশত বছর হতে খুতবা পাঠের সময় চারজন বিশিষ্ট খলিফা, আহলে বায়'আত ও আম্মাইনে করীমাঈন এর নাম উল্লেখ করে আযওয়াযে মুতাহারাত ও অন্যান্য আছহাবে কেরাম, তাবেঈন, তবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও সাধারণ

মু'মীন, মুসলমানদের জন্য নাম উল্লেখ করা ছাড়া সাধারণভাবে দো'আ করা হয়। এবং শরীয়ত দৃষ্টে এ নিয়মই নির্ধারিত হয়। শরীয়ত দৃষ্টে উল্লিখিত নিয়ম উপেক্ষা করে হাল-যামানার লেখকরা এখন কিরূপে, কোন ধর্ম প্রজ্ঞাবানদের সম্মতি ও অনুমতি ক্রমে সৈয়দ আহমদের নামে খোতবা পাঠ করা হত বলে দাবী করছেন? এটা কখনো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না বরং দেড়শত বছর পরে এদেশের কতেক ব্যক্তির মিথ্যা রটনা মাত্র।

ইংরেজদেরকে বাদ দিয়ে শিখদের সহিত যুদ্ধ করার রহস্য

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা ইংরেজদের ভারতবর্ষে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, মুসলমানদের ক্ষমতা ধ্বংস পূর্বক: কুফর ও বেদ্বীনি শাসন প্রবর্তন করে মুসলমানদিগকে চির দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করা। যা কারো অজানা ছিল না। এতদসত্ত্বেও বুঝা মুশকিল যে, মুসলমানদের এ দূরাবস্থায় সৈয়দ আহমদ বেরেলভী প্রমুখ আপন পরিবার -পরিজন,বাড়ী-ঘর ও দেশ-রাজত্ব এবং লক্ষ-লক্ষ মুসলমানদের হেফাজতের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা না করে মাযহাবের খুঁটিনাটি বিষয়ে বিবাদ সৃষ্টি বা সংশোধনের জন্য সুদূর সীমান্ত প্রদেশ বালাকোটে যাওয়ার যৌক্তিকতা ও কারণই বা কি? অথচ তখন পর্যন্ত সারা ভারতে ইংরেজগণের প্রভাব পুরাপুরী ভাবে বিস্তৃত ছিল না। দেশের মুসলমানরাও তাদের (ইংরেজদের) কুমতলব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং তাদের জেহাদ-যুদ্ধের চেতনা, উদ্দিপনা ও উদ্যোগ পূর্ণ মাত্রায় ছিল। এ অবস্থায় ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ বা বিরোধিতা করে পরাজিত বা শহীদ হলেও জীবন স্বার্থক ও নাম ধন্য হত। অথচ তাঁদের স্বঘোষিত ইমাম মেহেদীর ঐশ্বরিক বাণী ও সুসংবাদ প্রাপ্ত সংস্কারক, খলিফাতুল মুসলেমীনের মত ব্যক্তি সৈয়দ আহমদ প্রমুখ চারটি শুদ্ধ তরীক্বার অনুমতি প্রাপ্ত বুযুর্গ হয়েও (তাঁদের মতে) রূহানী ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনার্থে রাসূলুল্লাহর নামে আরেকটি 'মুহাম্মদীয়া' তরীক্বা, আবিষ্কার করে হিন্দু, শিখ বা ইংরেজদেরকে বিতাড়ন করতে অথবা মুসলমান বানাতে অপারগ হয়ে শেষ পর্যন্ত অস্ত্র হাতে নিয়ে অন্তত নিরীহ মুসলমানদিগের মালামাল লুণ্ঠন ও তাদেরকে শহীদ করে স্বঘোষিত সৈয়্যদুল মুজাহেদীনের মত উচ্চ লক্বব ও খেতাবে ভূষিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে নিলেন।

সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওঃ ইসমাঈল দেহলভীদের সমকালীন সঠিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এরা কখনো প্রকৃতভাবে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করেননি। তারা যদিও সরাসরি ইংরেজ বিরোধী প্রচারণা করেছিল- মূলতঃ ইংরেজদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে শিখদের সাথে ২/১টা খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

বাকী সমস্ত যুদ্ধ মুসলমানের বিরুদ্ধে করেছেন বলে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

এ প্রসঙ্গে 'তাওয়ারিখে আজিবাহ'র ১৮২ পৃঃ উল্লেখ আছে যে "এ সমস্ত ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট চিঠি পত্র দ্বারা পরিষ্কার প্রতিয়মান হয় যে, কখনো ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সৈয়দ ছাহেবদের যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ও মন-মানসিকতা ছিলনা। বরং তিনি ইংরেজের রাজত্বকে আপন রাজত্ব মনে করতেন। আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে যদি সৈয়দ ছাহেব ইংরেজদের বিপক্ষ হতেন তাহলে ইংরেজদের পক্ষ হতে ছৈয়দ ছাহেবের নিকট কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা পৌছতনা। তবে ইংরেজ সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে সে সময় শিখ জাতীরা কোন মতে দুর্বল হয়ে পড়ুক।"

এ প্রসঙ্গে আবু হাসান নদভী কৃত 'ছিরতে সৈয়দ আহমদ' নামক কিতাবের ১ম খণ্ডের ১৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে,- " তিনি (সৈয়দ আহমদ) বিভিন্ন কথা-বার্তা, ভাব-ভঙ্গিমার মাধ্যমে নিজেকে মুসলমানদের সামনে ইংরেজ বিরোধী দেখালেও কিন্তু তিনি ও তাঁর সমমনা কতেক মওলভী-মুফতী গোপনে বিভিন্ন পন্থায় ইংরেজ সরকার হতে সাহায্য ও অন্যান্য সুবিধাদি গ্রহণ করতেন।"

ইসলামী শাস্ত্র মতে, ধর্মীয় যুদ্ধ করা ফরজ হওয়ার জন্য কতগুলো নির্ধারিত শর্ত রয়েছে। সে সবের মধ্যে বিশেষ করে যুদ্ধ অনিবার্য হওয়ার পরিস্থিতি, যুদ্ধ করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি, সময়-সুযোগ ইত্যাদি নির্ধারিত শর্ত-শরায়েত ছাড়া যুদ্ধ করা আত্মহত্যার শামিল।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা ফজলুল হক খাইরাবাদী ও শাহ মাওলানা আহমদুল্লাহ

সৈয়দ আহমদ বেরলভী ইংরেজ বিতাড়নের নাম দিয়ে মূলতঃ ইংরেজদের স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। সে সময়ে মাওলানা ফজলুল হক খাইরাবাদী ও হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফতওয়া লিখে সমকালীন মুফতিগণের স্বাক্ষর নিয়ে দীল্লি জামে মসজিদে প্রকাশ্য পড়ে ও প্রচার করেন। তিনি ও তাঁর যুদ্ধ সাথীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে এমন বিক্ষোভ ও সংগ্রামের ডাক দিলেন যার ফলে সারা ভারতে আন্দোলনের তুফান বহেছিল। পরে ইংরেজ সরকার তাকে ও যুদ্ধসাথীদেরকে কারারুদ্ধ করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয় এবং তাঁদের উপর নির্যাতনের ষ্টিম রোলার চালায়। পরবর্তীতে মাওলানা ফজলুল হক খাইরাবাদি কালাপানি- আন্দামান দ্বীপের অন্ধকার প্রকোষ্টে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করে শেষ পর্যন্ত শাহাদাতের শুরা পান করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন) বৃটিশ বেনিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ করতে

গিয়ে মাওলানা ফজলুল হক খাইরাবাদী সহ যে সমস্ত ওলামা-মাশায়েখ, মুফতি ও মুসলমানগণ ইংরেজদের হাতে গুলিবিদ্ধ, কারারুদ্ধ, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও শহীদ হয়েছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা **'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বাগী ওলামা'** নামক পুস্তকের ৯৪-৯৮ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে। এতে মাওলানা ফজলুল হক খাইরাবাদী, হযরত মাওলানা মুফতি এনায়েত আহমদ কাকুরভী, মাওলানা ইমাম বক্স চাহাবায়ী ও মাওলানা রদি উল্লাহ ছাহেব বদায়ূনী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি সন্দেহের নিরসন

কেহ কেহ বলে ও মনে করে থাকেন যে সৈয়দ আহমদ সম্পর্কযুক্ত সিলসিলার লোকেরাও ফয়েজ-বরকত যথারীতি পেয়ে আসছে।

উত্তরঃ প্রায় ৪৭ বছর পূর্বে আমি (লেখক) এবং চট্টগ্রামের অলিখাঁন জামে মসজিদের খতিব, আলহাজ্ব মাওলানা আজিজুর রহমান (ক্বদলপুরী, রাউজান, চট্টগ্রাম) দু'জনে চট্টগ্রামের আরো কয়েকজন মাওলানার উপস্থিতিতে মুহাদ্দেছে চাটগাঁম, আন্দরকিল্লা জামে মসজিদের খতিব, আল্লামা শাহ্ পীর মাওলানা হাকীম ছফিরুর রহমান হাশেমীর নিকট এ বিষয়টি উত্থাপন করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন- বিভিন্ন সিলসিলাভূক্ত ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সিলসিলা কাটা ও অশুদ্ধ হলেও অবশিষ্ট শুদ্ধ ও সঠিক সিলসিলার মাধ্যমে ফয়েজ-বরকত লাভ করা যেতে পারে। যিকির-আযকার ও ওয়াযিফা পড়ার গুণ ও তা'ছির লাভ করতে পারে। শুদ্ধ-সঠিক সিলসিলাভূক্ত মুরিদ যথা নিয়মে বন্দুক ও জাল-বড়শি দিয়ে শিকার করার মত। পক্ষান্তরে অশুদ্ধ ও কাঁটা সিলসিলাভূক্ত মুরিদ বিনা অস্ত্রে সাময়িকভাবে ঘটনাক্রমে হরিণ, পাখি ও মাছ ধরার মত। আর ইহাকে নিয়মিত শিকারী বলা যায় না এবং এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের কোন উপকার হয় না।

ছৈয়দ আহমদপন্থীদের জানা উচিত

আপনারা যারা সৈয়দ আহমদ বেরেলভীকে পীর, বুযুর্গ হিসেবে স্বীকার ও বিশ্বাস করে থাকেন এবং আ'লা হযরত শাহ্ মাওলানা আহমদ রজা খাঁন ও আল্লামা গাজী শেরে বাংলাকেও শ্রদ্ধা করে সুন্নী রূপে পরিচয় দিয়ে থাকেন তাঁরা আ'লা হযরত রাদি আল্লাহু আনহু ও শেরে বাংলা রাদি আল্লাহু আনহু'র ফতওয়া ও মন্তব্য সম্বন্ধে অবগত আছেন কি না? না থাকলে এখন জেনে নিন এবং কোন রাস্তা ধরবেন তা ঠিক করে জনসাধারণকে জানিয়ে দিন। তা হলো;

আ'লা হযরত স্বীয় মলফুজাতের ১ম খণ্ডে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন- " আমার মছলক হচ্ছে– মওঃ ইসমাঈল দেহলভী ইয়াজিদের মত। তাকে কেহ কাফের বলিলে আমি নিষেধ করি না কিন্তু আমি নিজে কাফের বলিনা। অবশ্য গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও আশরাফ আলী থানবীর কুফরী সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ বা ইতস্তঃ করিলে সেও কাফির"।

এভাবে আল্লামা গাজী শেরে বাংলা (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর রচিত দিওয়ানে আজিজের ১৮২ পৃষ্ঠায় ছন্দের সূরে বলেছেন, "এখন আপনারা সৈয়দ আহমদ সম্বন্ধে শুনেন, তিনি পয়গাম্বরদের সর্দারের শানে গোস্তাখী করেছেন। তাহার উচ্চারিত কথাগুলো মওঃ ইসমাঈল দেহলভীর দ্বারা লিখিয়ে 'ছেরাতুল মুস্তাক্বিম' নামক কিতাবটি প্রকাশ করেছেন বলে জখিরায়ে কারামতে উল্লেখ আছে। কাজেই সৈয়দ আহমদ যে সিলসিলাতে থাকে সে সিলসিলা ফয়ুজাতে মুহাম্মদী হতে কাটা ও বিচ্ছিন্ন।"

সৈয়দ আহমদপন্থীরা জবাব দিবেন কি?

সৈয়দ আহমদপন্থীদের মধ্যে যারা আজ আ'লা হযরত শাহ্ মাওলানা ইমাম আহমদ রজা খান ফাজেলে বেরেলভী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং কোন কোন সুন্নী পীর, বুযুর্গ, মাওলানাকে ইংরেজের দালাল ও এজেন্ট ছিলেন বলে অভিযুক্ত করার দুঃসাহস করছেন তাঁদের প্রতি আমার চ্যালেঞ্জ হলো; তাঁরা শত্রু-মিত্র যে কোন মহল কর্তৃক লিখিত প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখাতে পারবেন কি যে কখনো আলা হযরতকে ইংরেজ সরকারের কোন বিশ্বস্ত কর্মকর্তা আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ করেছিলেন, ইংরেজ সরকার তাঁকে কোন ভাতা দিতেন কিংবা কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করতেন কিংবা তাঁকে (আ'লা হযরতকে) ইংরেজ সরকারের কোন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাত করতে দেখা গেছে অথবা তিনি জীবনে একবার হলেও ইংরেজদের অফিস-আদালতে গিয়েছিলেন কিংবা কোন ইংরেজ প্রতিনিধি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে তাঁর বাড়ীতে এসেছিলেন? আচ্ছা! অন্ততঃ এটুকু দেখাতে পারবেন কি যে আ'লা হযরত কোন গদ্য-পদ্য লিখে ইংরেজদের গুনকীর্ত্তন করেছেন? পক্ষান্তরে, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, মওলভী ইসমাঈল দেহলভীসহ বহু ওহাবী, দেওবন্দী ও কাদিয়ানী উপরোক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা সহ তাঁদের লিখিত, প্রকাশিত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় প্রমাণ আছে যে তাঁরা ইংরেজদের সাথে কি রকম সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখতেন। এ জন্য– খোন কে আঁছু, জের ও জবর, যালযালা, মুনকেরানে রেসালতকে গ্রোহ ও আয়ানে ওহাবীয়্যাহ ইত্যাদি কিতাবগুলি আপনারা দেখতে পারেন।

সৈয়দ আহমদের মুখানিসৃত বক্তব্যই হচ্ছে ছেরাতুল মুস্তাক্বিম

আল-বাইয়্যিনাত সহ অপরাপর প্রকাশনায় ছিরাতুল মুস্তাক্বিমের সাথে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর কোন সম্পৃক্ততা নেই বলে দাবী করলেও মূলতঃ সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মুখানিসৃত বক্তব্যই হচ্ছে- ছেরাতুল মুস্তাক্বিম। যা তাঁর প্রধান খলিফা মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর দ্বারা লেখানো হয়েছে। যেমন-

সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর প্রধান খলিফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী তার রচিত 'জখিরায়ে কারামত' নামক কিতাবের ৩য় খন্ডের ১৬৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন,- "সৈয়দ আহমদ কুদ্দেছা সিররুহু কি কিতাব ছেরাতুল মুস্তাক্বিম, জিসকো মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল দেহলভীনে লেখা হায়।"

অর্থাৎ ছেরাতুল মুস্তাক্বিম কিতাবটি, সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর বক্তব্য বা মুখানিসৃত বাণী বটে যেটি মওলভী ইসমাঈল দেহলভী লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাজেই, উক্ত কিতাবের ব্যাপারে সৈয়দ আহমদের অবগত না হওয়ার কোন কারণ নেই। এবং অবগত না থাকার কথা বলা ও বিশ্বাস করাটাও ভিত্তিহীন। জনাব মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী তাঁর কিতাব 'জখিরায়ে কারামতে'র একাধিক স্থানে স্বীয় পীর সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও পীর ভাই মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর 'ছেরাতুল মুস্তাক্বিম ও তাকবিয়াতুল ঈমান' ইত্যাদি কিতাবাদির উচ্চ প্রশংসা করে সমর্থন ও অনুসরণ করে গেছেন। এমনকি আল বাইয়্যিনাতওয়ালারাও 'ছেরাতুল মুস্তাক্বিমের' মধ্যে লিখিত ইসলাম বিরোধী কুফরী কথাগুলোর ব্যাপারে কিছু না জানার ভান ধরে লিখেছেন যে- "ছেরাতুল মুস্তাক্বিম কিতাবখানা সৈয়দ ছাহেবের নহে। কেননা তিনি লেখা-পড়া জানতেন না। অবশ্য মওলভী ইসমাঈল রচিত কিতাবের (ছেরাতুল মুস্তাক্বিম) এর মধ্যে কোন আপত্তিকর বক্তব্য থাকলে তজ্জন্য মওলভী ইসমাঈল দেহলভীই দায়ী হতে পারেন।" জি-হ্যাঁ। আপনারা এমন সরল ও অবোধ যে দুনিয়ার খবরা-খবর রাখতে পারেন, আ'লা হযরতের শানে সাধ্যানুযায়ী কটূক্তি করে মূর্খতার পরিচয় দিতে পারেন কিন্তু মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর তাকবিয়াতুল ঈমান (যেটি মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদী কৃত কিতাবুত তাওহিদের হুবহু অনুবাদ) ছেরাতুল মুস্তাক্বিম (যেটি মওলভী ইসমাঈল দেহলভী লিখিত স্বীয় পীর সৈয়দ আহমদের মুখানিসৃত বক্তব্য) ও ইযাওল হক্ব ইত্যাদি কিতাবে ৭০টির মত যে কুফরী ও বাতিল আক্বিদা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনারা যেন কিছুই জানেন না। এমনকি এ বদ্ আক্বিদাধারী সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখ এ ধরনের কুফরী সম্বলিত বই-পুস্তক, কথা বার্তা

সত্যিকারার্থে প্রকৃত মুজাদ্দেদে দ্বীন ওয়া মিল্লাত 'আ'লা হযরত' হিসেবে পরিচিত ও খ্যাত হয়ে আছেন। ইনশাআল্লাহ আ'লা হযরতের অনুসারীরাও প্রকৃত ইসলামী ছহিহ্ আক্বিদা- আহ্লে সুন্নাত জামাতের মতাদর্শের উপর অটল থেকে ওহাবী মতবাদকে মওতের দ্বারে পৌছাতে থাকবেন।

যাক! মাওলানা কারামত আলী তাঁর 'জখিরায়ে কারামতে'র ২য় খন্ডের ২২৪ পৃষ্টায় তাকবিয়াতুল ঈমান ও ছেরাতুল মুস্তাক্বিম প্রসঙ্গে লিখেছেন- "তাকবিয়াতুল ঈমান যদ্বারা সকল প্রকার কুফরী, শিরকী দূরীকরনার্থে এবং ছেরাতুল মুস্তাক্বিম যেটি তাছাওফ সম্পর্কে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী মওলানা ইসমাঈল দেহলভী দ্বারা লিখায়েছেন"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উপরোক্ত উদ্ধৃতি-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আরবের মুহাম্মদ বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর ওহাবী মতাদর্শ তথা মুহাম্মদী আন্দোলনই সৈয়দ আহমদ প্রমুখ ভারত বর্ষে তথাকথিত সংস্কার আন্দোলনের নামে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ফাখির ছাহেব এলাহবাদী লিখেছেন;- "যে সময় মওলভী ইসমাঈল দেহলভী তাকবিয়াতুল ঈমান নামক কিতাবটি লিখেছিলেন সে সময় তাঁর মাওলানা আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেছ দেহলভীর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। মওলভী ইসমাঈলের আক্বিদা ও কিতাবের কথা শুনে তিনি আফছোছ করে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেছেন- আমি তো এখন একেবারেই দূর্বল ও দৃষ্টি শক্তিহীন হয়ে গেছি। না'হলে 'তোহফায়ে ইছনা আশারিয়ার' মত তার এমন রদ করতাম যা সারা বিশ্ববাসী দেখতে পেত।"

সম্মানিত পাঠক মহোদয়গণ! আরবের মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর মতাদর্শ, ওহাবী আন্দোলনের অনুসারী এবং তার রচিত কিতাব-ফতওয়ার সাথে ভারতের সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওঃ ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখের সংস্কার আন্দোলন, মতাদর্শ ও তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া এবং তাঁদের লিখিত, প্রকাশিত- তাকবিয়াতুল ঈমান, ছেরাতুল মুস্তাক্বিম ইত্যাদির যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা দেশী-বিদেশী স্বয়ং সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর বিশ্বস্ত খলিফা ও মুরিদানদের লিখিত একাধিক কিতাব দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, তাকবিয়াতুল ঈমান ও ছেরাতুল মুস্তাক্বিমে উল্লেখিত কুফরী বিষয়াদি সম্বন্ধে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। তারপরেও তাঁরা সৈয়দ আহমদের কামালিয়াত, বেলায়ত, খেলাফত, ইমামত, মুজাদ্দেদিয়াত ও মেহেদীয়াত ইত্যাদি বিশেষণকে বাস্তবরূপে প্রমাণকল্পে তাঁর (সৈয়দ আহমদের) সেয়াদাতের বংশ তালিকা উল্লেখ পূর্বকঃ লক্ষাধিক শিষ্য-মুরিদ, খলিফা ও ভক্তবৃন্দ আছেন বলে উল্লেখ করে অপপ্রচারণা চালাচ্ছেন। অথচ

সত্যিকারার্থে প্রকৃত মুজাদ্দেদে দ্বীন ওয়া মিল্লাত 'আ'লা হযরত' হিসেবে পরিচিত ও খ্যাত হয়ে আছেন। ইনশাআল্লাহ আ'লা হযরতের অনুসারীরাও প্রকৃত ইসলামী ছহিহ্ আক্বিদা- আহ্লে সুন্নাত জামাতের মতাদর্শের উপর অটল থেকে ওহাবী মতবাদকে মওতের দ্বারে পৌছাতে থাকবেন।

যাক! মাওলানা কারামত আলী তাঁর 'জখিরায়ে কারামতে'র ২য় খন্ডের ২২৪ পৃষ্টায় তাকবিয়াতুল ঈমান ও ছেরাতুল মুস্তাক্বিম প্রসঙ্গে লিখেছেন- "তাকবিয়াতুল ঈমান যদ্বারা সকল প্রকার কুফরী, শিরকী দূরীকরনার্থে এবং ছেরাতুল মুস্তাক্বিম যেটি তাছাওফ সম্পর্কে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী মওলানা ইসমাঈল দেহলভী দ্বারা লিখায়েছেন"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উপরোক্ত উদ্ধৃতি-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আরবের মুহাম্মদ বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর ওহাবী মতাদর্শ তথা মুহাম্মদী আন্দোলনই সৈয়দ আহমদ প্রমুখ ভারত বর্ষে তথাকথিত সংস্কার আন্দোলনের নামে প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ফাখির ছাহেব এলাহবাদী লিখেছেন;- "যে সময় মওলভী ইসমাঈল দেহলভী তাকবিয়াতুল ঈমান নামক কিতাবটি লিখেছিলেন সে সময় তাঁর মাওলানা আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেছ দেহলভীর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। মওলভী ইসমাঈলের আক্বিদা ও কিতাবের কথা শুনে তিনি আফছোছ করে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেছেন- আমি তো এখন একেবারেই দূর্বল ও দৃষ্টি শক্তিহীন হয়ে গেছি। না'হলে 'তোহফায়ে ইছনা আশারিয়ার' মত তার এমন রদ করতাম যা সারা বিশ্ববাসী দেখতে পেত।"

সম্মানিত পাঠক মহোদয়গণ! আরবের মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর মতাদর্শ, ওহাবী আন্দোলনের অনুসারী এবং তার রচিত কিতাব-ফতওয়ার সাথে ভারতের সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওঃ ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখের সংস্কার আন্দোলন, মতাদর্শ ও তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া এবং তাঁদের লিখিত, প্রকাশিত- তাকবিয়াতুল ঈমান, ছেরাতুল মুস্তাক্বিম ইত্যাদির যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা দেশী-বিদেশী স্বয়ং সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর বিশ্বস্ত খলিফা ও মুরিদানদের লিখিত একাধিক কিতাব দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, তাকবিয়াতুল ঈমান ও ছেরাতুল মুস্তাক্বিমে উল্লেখিত কুফরী বিষয়াদি সম্বন্ধে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। তারপরেও তাঁরা সৈয়দ আহমদের কামালিয়াত, বেলায়ত, খেলাফত, ইমামত, মুজাদ্দেদিয়াত ও মেহেদীয়াত ইত্যাদি বিশেষণকে বাস্তবরূপে প্রমাণকল্পে তাঁর (সৈয়দ আহমদের) সেয়াদাতের বংশ তালিকা উল্লেখ পূর্বকঃ লক্ষাধিক শিষ্য-মুরিদ, খলিফা ও ভক্তবৃন্দ আছেন বলে উল্লেখ করে অপপ্রচারণা চালাচ্ছেন। অথচ

তাঁরা জানেন না যে–

"হুনার ব'নূমা আগর নারী না'গাওহার
গুল আজখারাস্ত ওয়া ইবরাহিম আয্ আজর।"

আল্লামা সা'দী।

অর্থাৎ বংশের গৌরব দেখাইওনা, জ্ঞান, গরিমা ও গুণ থাকলে তাই দেখাও। কেননা কাঁটা হতে ফুলের উৎপত্তি এবং আজর কাফের হতে নবী ইবরাহিমের জন্ম।

কাজেই, সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর আক্বিদা সত্যিকার ইসলাম সম্মত না হয়ে রাসূলুল্লাহর বংশধর (তাঁদের দাবী মতে) হলেও কোন লাভ নেই। এভাবে সঠিক ও শুদ্ধ আক্বিদা ছাড়া তাঁরা দল, ভক্ত ও শিষ্য, অনুসারীদের আধিক্য দেখালে তা মূলতঃ সম্পূর্ণ বৃথায় পর্যবসিত হবে।

আরবের মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর মতাদর্শ ও অনুসারীদের সাথে সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর গভীর সম্পর্ক

আরবের মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নজদীর মতাদর্শ ও অনুসারীদের সাথে ভারতের সৈয়দ আহমদ বেরেলভী এবং তাঁর পরিচালিত 'ওহাবী বনাম সংস্কার আন্দোলন ও তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া'র সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক নেই বলে মাসিক 'আল্ বাইয়্যিনাত ও পরওয়ানায় উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ মাসিক আত্তাওহিদের 'ওহাবী কারা' শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধের এক পর্যায়ে 'ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে যে, শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত দৃষ্টি ভঙ্গি তথাকথিত 'ওহাবী আন্দোলনে' রূপলাভ করে। এই আন্দোলনের নায়ক সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ছিলেন শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর খান্দানের মুরিদ। তিনি পার্থিব নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন।"

ওহাবীদের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক মীর্জা হায়রত দেহলভীর 'হায়াতে তৈয়্যবাহ'র ৩৮৯-৩৯১ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বলেছেন,– "ওহাবীদের যুদ্ধ ও রাজত্ব ক্ষমতা চূর্ণ ও ক্ষুণ্ন হয়ে মুহাম্মদ বিন-আব্দুল ওহাবের দৌহিত্র হযরত সা'দ এর খান্দানের রাজত্ব পর্যন্ত সীমীত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব প্রতিষ্ঠিত মাযহাবী মূলনীতি এখনো পর্যন্ত মসজিদগুলির মধ্যে অত্যন্ত মাযহাবী উদ্যেমে প্রচার করা হচ্ছে। এ সমস্ত মাযহাবী উৎসাহী প্রচারকদের গর্জন নজদের সীমানা পর্যন্ত সীমীত ছিলনা। বরং তারা হিন্দুস্থানের এক বুযুর্গের বিচলিত রূহের মধ্যে মাযহাবী উদ্দীপনার নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। এ বুযুর্গ সৈয়দ আহমদ

যখন হজ্জে গেলেন তখন তিনি ওহাবীদের প্রখ্যাত ফাজেল হতে ওহাবী মাযহাবের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাবের ইসলামী নীতিগুলিকে আরো শানিত করে দিলেন। সৈয়দ আহমদ ছাহেব রায় বেরেলভী ১৯২২ খৃষ্টাব্দে হজ্জে বায়তুল্লাহ করে মনে করেছিলেন যে, উত্তর ভারতবাসীকে একেবারে তাঁর ইসলামী নীতিগুলি কবুল করাবেন। তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহর বংশধর হোন এবং নজদের ওহাবীরা তদ্রুপ নহে বিধায় আমীরুল মু'মেনীন হওয়ার মত যোগ্যতা ও গুণাদি তিনি তাঁর মধ্যে দেখতে পেলেন। এবং হিন্দুস্থানে তাঁকে সত্যিকার খলিফা অথবা মেহেদী হিসেবে স্বীকার করে নিলেন। ইংরেজ কর্মকর্তাদের অজানাবস্থায় তিনি আমাদের প্রদেশগুলির মধ্যে যাতায়ত করতে লাগলেন এবং অনেক লোককে তাঁর ভক্ত বানিয়ে নিলেন। তিনি তাঁর কর্মচারী পাঠনাতে নিযুক্ত করেন। তারপর তিনি দিল্লীভিমুখী হলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে মওলভী ইসমাঈল দেহলভী নামক এক ফাজেলে নওজওয়ান তার মুরিদ হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মওলভী ইসমাঈল দেহলভী তাঁর পীরের এমন ভক্ত-অনুরক্ত হলেন যে তিনি নতুন খলিফা হিসেবে তাঁর পীরের মাযহাবী মূলনীতিগুলিকে ছেরাতুল মুস্তাক্বিম নামক একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। তবুও এ মাযহাবের কিছু প্রভাব হিন্দুস্থান ও নজদের মধ্যে বিরাজ করছিল। এবং দৈনন্দিন বাড়ছিল। অতি আড়ম্বরের সাথে হিন্দুস্থানের মধ্যে ওহাবী কিতাবাদী ছাপিয়ে প্রচার করা হচ্ছিল। যেমন- তাকবিয়াতুল ঈমান, ছেরাতুল মুস্তাক্বিম ইত্যাদি। যদ্দরুন হিন্দুস্থানের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে রাখছিলেন।"

আশ্-শায়খ্ মুহাম্মদ-বিন-আব্দুল ওহাব নামক কিতাব (যার বিশুদ্ধকারী আব্দুল্লাহ-বিন-আব্দুল আজিজ-বিন-আব্দুল্লাহ-বাজ এবং বাদশাহ্ ফয়ছালের নির্দেশে মক্কা শরীফের সরকারী প্রেসে মুদ্রিত) এর ৭৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, "হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অংশে সৈয়দ আহমদ নামক একজন হিন্দুস্থানী হাজীর দ্বারা ওহাবী দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি ১৮১৬/১৮২১ খৃষ্টাব্দে মক্কা শরীফে হজ্জে গেলে ওহাবী আক্বিদা গ্রহণ করে শক্ত মুসলমান হয়ে যান। এবং ১৮২০-১৮২৪ খৃষ্টাব্দে স্বীয় দেশে এসে ওহাবীয়াত প্রচার আরম্ভ করে দেন। বিভিন্ন শহরে যুদ্ধ করে একটি ওহাবী রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেটি ইংরেজদের কারণে বেশিদিন টিকেনি। কিন্তু-ওহাবী আন্দোলন তাঁর খলিফাদের মাধ্যমে এখনো চলছে।"

প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল মান্নান মুজাদ্দেদী প্রণীত- সুফি নূর মুহাম্মদ নেজাম পুরীর জীবনী নামক পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী মক্কা হতে ওহাবী প্রেরণা লাভ করে স্বদেশে ফিরে আসার পর অতি উদ্যম ও উৎসাহের সহিত সংস্কার কর্মে নিয়োজিত হন। এবং রনজিত সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।"

[মাসিক তরজুমান জুলাই- আগষ্ট ২০০০ সাল সংখ্যার সৌজন্যে।]

পীরের মধ্যে ইলমে জাহেরী বা শরীয়তের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে

শরীয়ত ও তরীক্বতের ইমামদের সর্ব সম্মত অভিমত হচ্ছে যে, সর্বাগ্রে আক্বিদা-আহলে সুন্নাত জামাত সম্মত শুদ্ধ-সঠিক থাকা সহ কুরআন, হাদিছ ও ফিকাহ শাস্ত্র হতে অপর কারো সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে অন্তত: হালাল-হারাম, গুনাহ্-ছাওয়াব ও হক্ব-বাতেল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল বুঝার মত ইলমে জাহেরী বা শরীয়তের পর্যাপ্ত জ্ঞান পীরের মাঝে থাকতে হবে। অন্যথায় তাঁর পক্ষে মুরিদ বানানো এবং তাঁর হাতে বায়আত হওয়া কখনো দুরস্ত হবে না। তাছাড়া পীরদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে ইলমে লদুন্নীর অধিকারী বলে দাবী করেন তাঁদের থেকে শরাহ-শরীয়ত ও ইলমে তাছাউফের উপর প্রমাণ স্বরূপ তাঁদের স্বহস্তে লিখিত, প্রকাশিত বই, পুস্তক- প্রকাশনা ইত্যাদি থাকতে হবে। নতুবা তাঁর ইলমে বাতেনী বা ইলমে লদুন্নীর কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না।

সবচেয়ে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে যে, তাঁরা তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়ার প্রকৃত আবিস্কারক কে? কার সাথে, কোন্ সূত্র ও সম্পর্কে এর নামকরণ এবং ইহার সৃষ্টির মূল কারণ সম্বন্ধে বিভিন্নজন বিভিন্ন সময় স্ব-ও পরস্পর বিরোধী যুক্তি, মন্তব্য ও উক্তি করে আসছেন। মনে হয়, ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে তাঁদের আরো অনেক বক্তব্য থাকতে পারে। রাত্রি কালে চন্দ্র আলোতে যেমন- কোন দূরবর্তী বস্তুকে কেহ গরু আবার কেহ গাধা কিংবা কেহ মানুষ যার যেরূপ খেয়াল হয় সেটাই বুঝে থাকে" তাঁরাও সে ধরনের অনিশ্চিত অবস্থায় পতিত হয়ে মুহাম্মদীয়া তরীক্বার ব্যাপারে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এ তরীক্বার অস্থিত্ব ও আবিস্কার সম্বন্ধে পর্যন্ত তাঁরা এ যাবত কোন মতেই নিশ্চিত হতে পরেন নি।

স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অনিশ্চিতভাবে ঈমান আনিলে তা হয় না। দ্বীন-ধর্মকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে না পারলে মুসলমান হওয়া যায় না। তাছাড়া দুদুল্যমান ওয়াক্তে নামাজ পড়িলে তাও হবে না। কাজেই যার অস্থিত্ব ও আবিস্কারকের কোন খবর নেই এমন একটি অস্থিত্বহীন, কাল্পনিক, অনিশ্চিত ও সন্দীহান তরীক্বা বনাম তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়াতে অন্তর্ভূক্ত হওয়া, কিংবা এমন তরীক্বাভূক্ত লোকের হাতে মুরিদ-বায়আত হওয়া নিতান্তই অমূলক ও বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুন্নী জামাতের প্রাণস্পন্দন
আল্লামা শে'রে বাংলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হযরত আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মেখল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশে ১৯০৬ সালে ১৩২৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হামিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি একজন বিশেষ ফক্বীহ (ফেকহী মাসায়েল শাস্ত্রবিদ) ছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা হাসিল করার পর হাটহাজারীর বড় মাদ্রাসাতে ভর্তি হন। উল্লেখ্য যে, সে সময় এই মাদ্রাসা বাতিল আক্বিদা বা ওহাবী শিক্ষার জন্য বর্তমানের ন্যায় তেমন প্রসিদ্ধ ছিলনা যদিও এর প্রায় মওলভী, শিক্ষক গোপনে ওহাবী মতাদর্শী ছিল। শেরে বাংলা ছাহেব সেখানে শিক্ষা গ্রহণ কালে ওস্তাদদের সাথে হাদিছ ও তাফসিরের ব্যাখ্যা নিয়ে মতানৈক্য ও তর্কাতর্কি সৃষ্টি করতেন। তখন হতে ওহাবীরা বুঝতে পারল যে- তিনি ভবিষ্যতে তাঁদের (বাতেল) মতবিরোধী হয়ে দাঁড়াবেন। তিনি উক্ত মাদ্রাসা হতে দাওরা হাদিস সমাপন শেষে উচ্চ শিক্ষার জন্য তদানিন্তন ভারত বর্ষের দীল্লির ফতেহপুরী আব্দুর রব মাদ্রাসা নামক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানার্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফেরার পর থেকে তিনি ওয়াজ-নসিহত এবং ওহাবী মতাদর্শ বিরোধী সত্যিকার মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা আরম্ভ করে দেন। সত্যিকার আহ্লে সুন্নাত মতাদর্শ মোতাবেক আক্বিদা, আমল ইত্যাদি প্রচার-প্রসারকল্পে হাটহাজারী মেখল গ্রামের ফকিরহাটে এমদাদুল উলুম নামক এক বিরাট মাদ্রাসার গোড়া পত্তন করেন। সেখানে তিনি স্বয়ং মাদ্রাসার পরিচালক বা মোহতামেমের দায়িত্ব গ্রহণ করে সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। দেশের প্রসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ সুন্নী মাওলানাদের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করে দাওরা হাদিছ পর্যন্ত তিনি সুচারুরূপে অত্র প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা সমাপন করে অদ্যবধি দেশের স্থানে স্থানে ওয়াজ-নসিহত এবং মাদ্রাসা-মক্তব কায়েম করে সুন্নী মতাদর্শ ভিত্তিক মাযহাবের কাজ করে আসছেন। তিনি (আল্লামা শে'রে বাংলা রাহামাতুল্লাহ আলাইহি) মাদ্রাসায় শিক্ষাদানের সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে রাত-দিন ওয়াজ-মাহফিলে যোগদান করে ওহাবীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সত্যিকার মুসলমানী আক্বিদা-আমলের উপদেশ দিতেন। এভাবে তিনি সারা জীবন ওয়াজ-নসিহত এবং ওহাবীদের সাথে মুনাজারা-মুবাহেচা করে গেছেন। সেকালে যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও তিনি পায়ে হেঁটে দশ/বার মাইল দুরে গিয়ে মাহফিলে যোগ দিতেন এবং প্রত্যাবর্তন করতেন। তিনি রাত-দিন প্রায় ৩/৪ খানা মাহফিলে গিয়ে একাক্রমে ৪/৫ ঘন্টা তাকরির করতেন। তাঁর মাহফিলে হাজার হাজার সাধারণ শ্রোতা ছাড়াও শত শত

অভিজ্ঞ আলেম-ফাজেল ও পীর-মাশায়েখ উপস্থিত থাকতেন। তাঁর মুখানিসৃত কোরআন-হাদিসের বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করে নিজের জন্য দলীল-প্রমাণ রূপে রক্ষিত করতেন। তাঁর ওয়াজ-নসিহত শুনে অনেক বাতেল-ফেরকা ওহাবী তাওবা করে প্রকৃত সুন্নী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তৎকালের পূর্ব পাকিস্তান ওলামায়ে আহলে সুন্নাত জামাতের সদর/সভাপতি পদে আজীবন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালীন আহলে সুন্নতে জামা'ত বিরোধী সংগঠন-নেজামে ইসলাম পার্টি ও তাবলিগ জামা'তের ইসলামী নীতি দৃষ্টে কিছু ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের লক্ষ্যে মাওলানা আতাহার আলী কিশোরগঞ্জ ও মাওলানা মুফতি দ্বীন মুহাম্মদ মৌলভী বাজার, ঢাকা প্রমুখদের সাথে ঢাকা কার্জন হলে বৈঠক করে। বৈঠকে পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের পর তাঁর অভিমতই সর্বসম্মত সঠিক ও সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি, আমি (লেখক) এবং মাওলানা মমতাজুল হক খাঁ সন্দিপী বুলবুলে বাংলা সহ ওহাবীদের সাথে মুনাজারা করার জন্য ময়মনসিংহ আছিম গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়াছিলাম। সেখানেও তিনি ওহাবীদিগকে পরাজিত করে বিজয়ী বেশে দেশে ফিরেন। তিনি অসংখ্য বার ওহাবী-বাতিল ফেরক্বার বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে মুনাজারায় অংশ গ্রহণ করেন। নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হলঃ-

চট্টগ্রাম পটিয়া কোর্ট বিল্ডিং ময়দানে ওহাবীদের সাথে মুনাজারার আয়োজিত মাহফিলে কথা দিয়েও ওহাবীরা আসে নাই। শে'রে বাংলা ছাহেব, জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়ার তৎকালীন প্রিন্সিপাল হযরতুল আল্লামা মুফতি ওকার উদ্দীন ছাহেব, আলহাজ্ব মাওলানা আমিনুল্লাহ ছাহেব, বারদোনা এবং দেশের বহুগণ্যমান্য বিশিষ্ট আলেম, ফাজেল, পীর, মশায়েখ ও লক্ষাধিক মুসলমান জনতা এই সমাবেশে ওহাবী বাতিল ফেরক্বার বিরুদ্ধে ওয়াজ বক্তৃতা করেন। বিকেল ৪/৫ ঘটিকার সময় মাহফিল হতে বাড়ী ফেরার পথে পটিয়া ষ্টেশনে সমবেত জনতার উপর ওহাবী সন্ত্রাসীরা (তাদের মদ্রাসার উপর তলা থেকে) ইট, পাথর নিক্ষেপ করলে অনেক লোক গুরুতরভাবে আহত হয় পরে বিক্ষুব্ধ জনতা এ ঘটনার জের ধরে পটিয়া ওহাবী মদ্রাসায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এ জন্য শে'রে বাংলা সহ অন্যান্য মাওলানা ও গণ্যমান্য লোকদের আসামী করে ওহাবীরা মামলা দায়ের করে। প্রায় ৪/৫ বছর পর এ মামলা খারিজ হয়ে যায়।

তিনি হাটহাজারী থানার দক্ষিণাঞ্চলের খন্দকিয়া গ্রামে রাত্রে বেলায় এক বিশাল সুন্নী সমাবেশে যোগদেন। ওয়াজ করার এক পর্যায়ে ওহাবীদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা মাহফিলের লাইট-বাতি নিভিয়ে দিয়ে অতর্কিত লাঠি সোটা নিয়ে আক্রমণ করে তাঁর মাথায় আঘাত করে। যদ্দরুন তিনি ২৪ ঘন্টা অজ্ঞান ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা ধারণা করেছিল যে তিনি আর জ্ঞান ফিরে পাবেন না। কিন্তু খোদার অপার রহমতে

এবং রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর অসীম দয়া-মেহেরবানীতে তিনি হাটহাজারী হাসপাতালে একদিন-একরাত চিকিৎসাধীন থাকার পর পূর্ণভাবে জ্ঞান ফিরে পান। এ ঘটনার রেশ ধরে বিক্ষুব্ধ সুন্নী জনতা দেশের বিভিন্ন স্থানে ওহাবীদেরকে মারধর ও আক্রমন শুরু করে দিলে অবশেষে শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির নির্দেশ– 'প্রতিশোধ নিতে হবে না'– মর্মে নির্দেশনা পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্নীগণ ক্ষান্ত হন।

এভাবে তিনি রাঙ্গুনিয়া বেতাগী হযরত মাওলানা হাফেজ শাহ বজলুর রহমান ছাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সভাপতিত্বে ও তত্ত্বাবধানে, উত্তর রাউজান মুহুরী হাটে, হাটহাজারী ফতেয়াবাদ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, বোয়ালখালীর শ্রীপুর বুড়া মসজিদে– মুরাদ মুন্সির হাটে এবং হযরত মাওলানা শাহ জমিরুদ্দিন হীলা এর সভাপতিত্বে ও তত্ত্বাবধানে টেকনাফসহ বিভিন্ন স্থানে ওহাবীদের সাথে মোকাবেলা ও মুনাজারা করার জন্য তিনি সৎ সাহসের সহিত গিয়েছিলেন। তম্মধ্যে কোন কোন মাহফিলে ওহাবীরা মোটেই হাজির হয় নাই। আবার অনেক মাহফিলে ওহাবীদের সাথে দলীল-আদিল্লাহ দ্বারা তর্ক-মুনাজারা করার সময় আছরের নামাজের বাহানা দিয়ে ওহাবীরা পালিয়ে যেত। আর যে সব মাহফিলে ওহাবীরা তাঁর সাথে মুখোমুখি মুনাজারায় অংশ নিত সবগুলিতে ভণ্ড ওহাবীরা লা'জওয়াব হয়ে পরাজিত হত।

তিনি বৃটিশ আমলে একবার এবং পাক আমলে আরেক বার হজ্বে বায়তুল্লাহ এবং জেয়ারতে রাসূলুল্লাহ পালন করেন। ২য় বার–পাক আমলে হজ্জ পালনকালে ওহাবীরা তাঁর বিরুদ্ধে কতেক বিষয়–মিলাদ, ক্বেয়াম ও ইলমে গায়েব ইত্যাদির ব্যাপারে তৎকালীন হেরেম শরীফের সওদী মুফতি হযরত সৈয়দ আলাভী ছাহেবের নিকট অভিযোগ করিলে তিনি (আলাভী ছাহেব) হযরত শে'রে বাংলাকে ডাকান এবং অভিযুক্ত মাসায়েল নিয়ে শে'রে বাংলার সাথে কুরআন-হাদিছের আলোকে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা ও মত বিনিময়ের পর মুফতি ছাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত গাজী শেরে বাংলার জ্ঞানগর্ভ যুক্তিপূর্ণ দলীল-প্রমাণাদি শ্রবণ করে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। এবং তাঁর (শে'রে বাংলা) বিশেষ যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে স্বাক্ষর ও সীল মোহর যুক্ত একখানা সনদপত্র প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, সে সময় আল্লামা গাজী শে'রে বাংলার সাথে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দেছ সুযোগ্য মাওলানা ফুরক্বান ছাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, মাওলানা শামসুদ্দৌহা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ও আলহাজ্ব আবদুল ওয়াদুদ চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি জগৎবিখ্যাত, খান্দান, পবিত্র বংশ হযরত শেখ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী রাদিয়াল্লাহু তা'লা আনহুর প্রতিষ্ঠিত প্রচারিত তরীক্বা, তরীক্বায়ে কাদেরীয়ার সুপ্রসিদ্ধ সন্তান চট্টগ্রাম জামে মসজিদের প্রাক্তন খতিব হযরত আল্লামা

গাজী শেখ্ সৈয়দ আব্দুল হামিদ বোগদাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির হাতে বায়আত হয়ে খেলাফত ও ইজাযত লাভ করেছেন। এবং অতি গৌরবের সাথে তিনি নিজেকে ক্বাদেরীয়া বলে পরিচিত করতেন। এ তরীক্বা অনুযায়ী অন্যান্যদের মুরিদ করতেন।

একদা হযরত বোগদাদী ছাহেব ভুলবশতঃ ওহাবী মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় যোগদানের দাওয়াত গ্রহণ করেন। 'ওহাবী মাদ্রাসায় পীরের যোগদান' খবর পেয়ে আল্লামা শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আরবীতে পত্র লিখে তাঁর কাছে পাঠান। এবং পত্রযোগে মুরিদ প্রত্যাখ্যান করেন। এর পরিপেক্ষিতে বোগদাদী ছাহেব ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে (শেরে বাংলাকে) ডেকে পাঠান। অতঃপর তিনি হাজির হলে জিজ্ঞেস করলেন,– তুমি এধরনের চিঠি লিখলে কিভাবে? প্রতি উত্তরে শেরে বাংলা ছাহেব এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করেন। সাথে সাথে বোগদাদী ছাহেব বলে উঠলেন। ওয়াল্লাহ, (খোদার কসম) হে আজিজুল হক! তারা যে ওহাবী এবং মাদ্রাসাটি যে ওহাবী মাদ্রাসা তা আমি জানতামনা। আমার অজানা অবস্থায় অনিচ্ছাবশতঃ দাওয়াত গ্রহণ করেছি বিধায় এখন আর যাবনা। হে আজিজুল হক! তুমিই আমার ঈমান-আক্বিদা রক্ষা করেছ।

শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির দ্বীনি ও মাযহাবী তৎপরতা ছিল প্রশংসিত তদানিন্তন পাকিস্তানে মাওলানা মওদুদী এবং তাঁর সংগঠন জামা'তে ইসলামের প্রচারণা পূর্ব পাকিস্তানে আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে তাঁর মওদুদীও জামাতের নাম দেখে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু লোক স্বভাবতঃ সে দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কিন্তু হযরত গাজী শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ছাহেব তাঁর খোদা প্রদত্ত জ্ঞানে বিষয়টি আঁচ করতে পেরে ১৯৫৮ সালে হাটহাজারী থানার কুলগাঁও বটতল জামে মসজিদ ময়দানে আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী আয়োজিত বিশাল জন সমাবেশে শতাধিক মাওলানা, মুফতি ও ফুজলাদের উপস্থিতিতে সর্বপ্রথম তিনি নির্দ্বিধায় দ্বীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, –"মাওলানা মওদুদী দ্বীন- ইসলামের মধ্যে একজন অবাঞ্ছিত লোক এবং তাঁর তথাকথিত জামাতে ইসলাম প্রকৃত ইসলাম বিরোধী একটি মারাত্মক ফেরকা।" তিনি উপস্থিত সকলকে এদের থেকে সতর্ক থাকার আহবান জানান।

তিনি ওহাবী-মওদুদী বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে মুনাজেরা-মুবাহাছা করে থেমে থাকেননি বরং দেশের প্রচলিত ঢোল, বাদ্য-বাজনা ও সিজদা তাহিইয়্যা ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আপোষহীন আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন।

আমি অধম (লেখক) হুজুর আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাদ্রাসা– "এমদাদুল উলুম" মিজান, মুনশায়েব হতে শরহে মুল্লাজামী, হেদায়া

আওয়ালাইন, ছুল্লুম, মুছাল্লম, মক্বামাতে হারিরী ও ছবয়ে মুয়াল্লাকা, সেকান্দর নামা ইত্যাদি কিতাবাদি অধ্যায়ন কালে হযরত আল্লামা সৈয়দ আব্দুল হামিদ বোগদাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কে তিনবার দেখেছি। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তিনি আরবী ভাষী হলেও ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতে উচ্চস্বরে কোরআন, হাদিছ দ্বারা মধুর সুরে সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ওয়াজ-নসিহত করতেন। তিনি ওয়াজ-নসিহতে প্রায় সময় ওহাবী ফিৎনার বিরুদ্ধে সারগর্ভ তাকরির করতেন। আর সে কারণে হাটহাজারীর জনৈক ওহাবী তাঁকে (বোগদাদী হুজুরকে) ধলা বলদ বলে উপহাস করলে (সে সময়) সুন্নী মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেছিল। চট্টগ্রামে অবস্থান কালে বেশ ক'বার হুজুর শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় আমন্ত্রিত অথিতি হিসেবে অংশ গ্রহণ করতেন।

একবার মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় জোহর নামাজের পর সভায় আগত ওহাবীদের আতঙ্ক হযরত শাহ্ মাওলানা আমিনুল হক্ব ফরহাদাবাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে তখন আমরা ছাত্ররা আবদার করে বললাম,- হুজুর! চলে যাচ্ছেন কেন? প্রতিউত্তরে হুজুর বললেন,- "এখন সৈয়দ বোগদাদী ছাহেব আসবেন। আমি যেহেতু সিজ্দা তাহিয়্যাহ্র পক্ষে আর তিনি বিপক্ষে বিধায় আমাকে দেখলেই (তিনি) মারবেন।" সুবহানাল্লাহ্। দেখুন! আউলিয়া কেরামদের কি আদব। আল্লাহ পাক তাঁদের দরজা বুলন্দ করুন।

একদা আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মাদ্রাসায় এসে (আমরা) ছাত্র ও উস্তাদদের উদ্দেশ্য মুচকি হেসে বলেন,- "গত কাল আমি চট্টগ্রাম হতে আবু তোরাব যাওয়ার সময়ে রেলে আমার জেটা মাওলানা ফরহাদাবাদী ছাহেবের সাথে দেখা হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন; ভাতিজা কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে আমি বললাম,- আবু তোরাবে সিজদা তাহিয়্যা যায়েজ বলে ফতওয়াদানকারী এক মওলভী বের হয়েছে। আমি তার বিরুদ্ধে মুনাজারা করতে যাচ্ছি। তখন তিনি (ভাতিজার কথা শুনে ফরহাদাবাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) বললেন,- ভাতিজা! আমিও তো সেখানে যাচ্ছি। সিজদা তাহিয়্যা যায়েজ দেয়ার জন্য। তখন আমি (শে'রে বাংলা ছাহেব) বললাম- বেশ ভাল। আজ জেঠা-ভাতিজার মধ্যে চলবে। অতপর তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে হেসে বললেন- চল, আমরা বাড়ীতে চলে যায়। বিদেশে গিয়ে জেঠা-ভাতিজা ঝগড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। (সুবহানাল্লাহ) সেকালের বুযুর্গদের এ ধরণের মা'মেলা আমাদের জন্য চির আদর্শনীয় হওয়া বাঞ্চনীয়।

তিনি ১৩৮৯ হিজরী ১২ই রজব, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে জুমা রাত অথবা জুমার দিনে ইন্তেকাল কারীদের জন্য শহীদের মরতবা লাভে ধন্য

হয়ে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে ইন্তেকাল করে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন তথা অগণিত ভক্ত, সুন্নী জগতকে কাঁদিয়ে গেছেন। শুক্রবার সকালে তাঁর ছাত্র-শিষ্য, মুরিদ সকলে তাঁকে গোসল দেন। যার মধ্যে আমি অধমও ছিলাম। দেশ-বিদেশের ওলামা-ফুজলা, পীর-মাশায়েখ এবং লক্ষাধিক সুন্নী জনতার উপস্থিতিতে হাটহাজারী কলেজ ময়দানে আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেবের ইমামতিতে নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অত্যাধিক মানুষের উপস্থিতির কারণে অনেক লোক জানাজায় শরীক হতে না পেরে পরবর্তীতে হাটহাজারী বাসষ্ট্যান্ডে ২য় বার জানাজার নামাজ আদায় করেন। মেখল গ্রামে তাঁর বর্তমান মাজারস্থলে জুমার পূর্বে তাঁকে দাফন করা হয়। মুসলমানী নিয়ম নীতি অনুসারে আহলে সুন্নাত জামা'তের তরীক্বা মতে, কোরআন খানি, মিলাদ মাহফিল, ফাতেহা খানি ও তবারুক বিতরনের মাধ্যমে বহু আলেম, ওলামা ও সুন্নী মুসলমানদের উপস্থিতিতে তাঁর চারদিনা, চেহলাম, বাৎসরিক ইছালে ছাওয়াব ও ওরস মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানেও যথা নিয়মে প্রতি বৎসর ১২ রজব তারিখে তাঁর বাৎসরিক ওরস মাহফিল মাজার প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এই ওরস মাহফিলে দেশ-বিদেশের ওলামা-ফুজলা, পীর-মাশায়েখ সহ অসংখ্য মুসলিম জনতার সমাবেশ হয়ে থাকে। উপস্থিত ওলামা-মাশায়েখগণ দ্বীন-ধর্ম, মাযহাব সম্মত শেরে বাংলা (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) এর জীবনী ও আদর্শ ভিত্তিক আমল ও চরিত্র গঠনকল্পে উপস্থিত জনগণকে হেদায়ত-নসিহত করে দেশ ও দশের কল্যাণে দোয়া-মুনাজাত করেন।

স্মরণ থাকে যে, তাঁর মাজার শরীফের মধ্যে ধর্ম বিরোধী কোন কার্যকলাপ তথা ঢোল, বাজনা, নাচ-গান, মানুষ বা কবর সিজদা ইত্যাদি ইসলাম গর্হিত কাজ করা যায় না। (যা বর্তমান সুন্নী মুসলমানের জন্য এক বিরাট অভিযোগ ও দুর্নাম হয়ে পড়েছে।)

হুজুর আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ছাহেব প্রণীত কিতাব-দেওয়ানে আজীজে সিজদা-ছেমাহ ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণিত হুকুম-আহকাম গুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন ও রক্ষা করা হয়।

আশা করি, সকল ওলামা-ফুজলা, পীর-মাশায়েখ ও সুন্নী মুসলমান ভাইগণ নির্বিশেষে আক্বিদা-ছেমাহ ও সিজদার ব্যাপারে হুজুরের শরীয়ত-তরীক্বত তথা- আহলে সুন্নাত জামা'ত সম্মত এবং কোরআন-হাদিছ ভিত্তিক প্রণীত ও প্রচারিত নিয়ম নীতিগুলি পালন ও অনুসরণ করে প্রকৃত সুন্নীর পরিচয় দিতে মর্জি করিবেন।

আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি'র শানে কথিত মুফতিদের অসদাচরণের জবাব

ইহা সর্বজন বিদিত যে, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী এবং তাঁদের মতানুসারীরা ওহাবী ও কাফের হিসাবে প্রায় শতাধিক বছর পূর্ব হতে এদেশে প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয়ে আসছে। তাঁদের ওহাবী ও কুফরী সম্বন্ধে আ'লা হযরত এবং তাঁর পূর্বাপর ওলামা-মাশায়েখগণ বহু কিতাব, ফতওয়া লিখে প্রমাণ ও প্রকাশ করে দিয়েছেন। তদানুসারে বাংলা৴ গৌরব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের কর্ণধার হযরত আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ছাহেবও আজীবন ওহাবী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। [illegible]বধি প্রায় ৪৫ বছর পূর্বে ফার্সী ভাষায় কাব্যিক আকারে "দিওয়ানে আজীজ" নামক একটি কিতাব লিখেছেন। যার মধ্যে শরীয়ত, তরীক্বত ও বিভিন্ন বিষয়ের দলীল-প্রমাণাদি বর্ণনা করা সহ ওহাবী সম্প্রদায়ের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি-প্রমাণাদির আওতায় ওহাবীদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের কথিত শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর নামও পড়ে গেছে। যদ্দরুন বর্তমানে হাতে গোনা কতেক বাঙালী নামধারী মুফতী বিশেষতঃ আল্ বাইয়্যিনাত ওয়ালারা আ'লা হযরত এবং শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহিম এর শানে মিথ্যা কথা বলে তাঁদের পবিত্র জীবনীতে কালিমা লেপন করার দুঃসাহস করছে। অথচ প্রায় ৪০/৪৫ বছর পূর্বে হযরত গাজী আল্লামা শে'রে বাংলা ছাহেব 'দেওয়ানে আজীজ' নামক কিতাবটি লিখে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, মওলভী ইসমাঈল দেহলভী তথা তাদের ভূয়া তরীক্বা বা সিলসিলার পীরের বিরুদ্ধে মূল তথ্য উদঘাটন করেছিলেন। সে সময় আল্ বাইয়্যিনাতওয়ালাদের তথাকথিত পীর, মুরুব্বী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্বয়ং জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ছাহেবের 'দেওয়ানে আজীজের 'যুক্তি খন্ডন করেননি এমনকি খন্ডানোর সাহসও করেননি। বরং তাঁরা এ ব্যাপারে নিরব ভূমিকা পালন করে তার (দেওয়ানে আজীজ) স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন কিন্তু অনেক বছর পর 'গর্তে ঢুকা শৃগালে'র ন্যায় আল্ বাইয়্যিনাত ওয়ালাদের কান্ড দেখে অবাক হতে হয়।

পাঠক মহোদয়গণ! দিল্লুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত আল্ বাইয়্যিনাতে স্বঘোষিত মুফতি ছাহেবান গত সংখ্যার ৫৫ পৃষ্ঠায় সৈয়দ আহমদের আলোচনা

প্রসঙ্গে মওলভী ইসমাঈল দেহলভী এবং তাঁর রচিত তাকবিয়াতুল ঈমান সম্বন্ধে লিখেছেন,- "মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী নাকি বলেছেন, তাকবিয়াতুল ঈমান হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহির লিখিত একখানা প্রসিদ্ধ কিতাব। ইহা তাওহিদ, সুন্নাত অনুকরণের শিক্ষা এবং শিরিক, বিদআত ও কু-সংস্কার দুরীকরণ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এটি প্রত্যেক যুগেই বেদ্আতি ও কবর পুজারীদের মধ্যে ভীতি এবং শংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কিতাবের বিরুদ্ধে তাদের জীবন মরণ সমস্যাকে একত্র করে সর্বদাই এর বিরুদ্ধে প্রচার করা, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া ছাপিয়ে প্রচার করেছে। বিদআতিরা একটি সনদি কিতাবের লিখককে যিনি আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় শহীদ হয়েছেন তাঁকেও কাফের বলে থাকেন। এরূপ জঘন্য কাজ হতে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।" এ প্রসঙ্গে তাঁরা ইহাও লিখেছেন যে, "জখিরায়ে কারামত কিতাবের ২০ পৃষ্টায় লেখা হয়েছে- হযরত মাওলানা আলী কারামত জৌনপুরী (রহঃ) বলেন- তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবখানা যা আমি অতি মনযোগ দিয়ে দেখেছি। উহার মূল বিষয়বস্তু আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা মোতাবেক পেয়েছি। ইবারত ও শব্দগুলিও অতি উত্তমই পাওয়া গেছে। এতদ্সত্তেও যদি এই কিতাবের কোন ইবারত বেখাপপা পাওয়া যায়, তবে যেন বুঝে যে, লিখতে পুস্তক প্রণেতার ভুল হয়েছে। তাহলে দু'একটি শব্দ ভুল হওয়ার দরুন উক্ত সত্য কিতাবটি, যা শিরিক রদ করার জন্য লিখা হয়েছে তা মিথ্যা মনে করে কেউ যেন মুশরিক না হয়।"

সম্মানিত পাঠক মহোদয়গণ! আমরা প্রথম হতে বলে আসছি, এখনো বলছি যে সৈয়দ আহমদ ছাহেবের শিষ্য, মুরিদ, বা খলিফাদের মধ্যে এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁরা যে জন যে পথে, মতে ও আক্বিদার উপর অটল থেকে পরপারে চলে গেছেন সেভাবেই তাঁরা তার পরিণাম ফল ভোগ করবেন। আমরা তাঁদের কিংবা এধরনের কোন ব্যক্তি বিশেষের আক্বিদা বা লিখিত কিতাব, ফতওয়ার প্রশংসা ও সমর্থন অথবা রদ-প্রতিবাদ সমালোচনা করা সম্বন্ধে কোন প্রকার তর্ক-বহছ ও আলোচনা-সমালোচনা করা হতে সম্পূর্ণ নিরব ভূমিকা পালন করছি। যাতে করে আমাদের মূল উদ্দেশ্য বা বিষয় বস্তুর গতিধারা ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হয়ে যেন অন্য কোন অধ্যায়ের সৃষ্টি না করে। এতদসত্ত্বেও সৈয়দ আহমদপন্থী জনাব দিল্লুর রহমানের নিয়োজিত স্বঘোষিত মুফতি ছাহেবান আল্ বায়্যিনাত সহ অন্যান্য প্রকাশনায় আমীরুল মু'মেনীন

এবং শহীদ মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর আক্বিদা ও কিতাব-ফতওয়া– ছেরাতুল মুস্তাক্বিম, তাকবিয়াতুল ঈমান ইত্যাদিকে শুদ্ধ ও সঠিক প্রমাণ করণার্থে শত বছর পূর্বে পরলোকগত- মাওলানা রুহুল আমীন ফুরফুরাবী, মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী, মাওলানা আবু বক্কর, মাওলানা নুর মোহাম্মদ নেজামপুরী প্রমুখদের লিখিত কিতাব, ফতওয়া ও মন্তব্য ইত্যাদির উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন যে, 'সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী এ সমস্ত মাওলানা, পীর, বুযুর্গ ও খলিফাগণের শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ পীর ও মুর্শিদ হন। কাজেই এরা (সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল) ওহাবী কাফির হয় কিভাবে? এ ধরনের খুড়া যুক্তি প্রদর্শন করে তাঁরা নিজেরা পার হতে চাচ্ছেন এবং সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী এবং তাঁদের মতানুসারীদিগকে মুসলমান বলে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। অথচ তাঁরা নিজেরাই উল্লেখ করেছেন যে, "মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী নাকি বলেছেন- মওলভী ইসমাঈল দেহলভী 'তাকবিয়াতুল ঈমান' ভাল মতে দেখেছেন। ইহার মধ্যে ২/৪ টি ইবারত ও শব্দ ভুল থাকলেও বাকীগুলো ঠিক ও শুদ্ধ আছে।"

জনাব দিল্লুর রহমান! আপনিও আপনাদের ভূয়া মুফতি নামধারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, এবং ফতওয়া নিন যে কোন একজন ব্যক্তি বা তার কিতাবের মধ্যে যদি হাজার হাজার কথা ও লিখা সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত ও মুসলমানী মোতাবেক হয় কিন্তু তাতে শুধুমাত্র একটি কথা বা শব্দ ইসলাম বিরোধী বা কুফরী হয়ে থাকে তখন ঐ ব্যক্তি কাফির বা তার কিতাবটি কুফরী সম্বলিত হবে কিনা? **আমরা মুসলমানরা বলি,** নিশ্চয়ই কাফির ও কুফরী হবে। কেননা তার মধ্যে শত সহস্র ইসলামী মতাদর্শের পরিচয় পাওয়া গেলেও একটি মাত্র কুফরী কথার দরুন তার ইসলামী কার্যকলাপ ও মতাদর্শ সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। কোন ব্যক্তি খাঁটি মুসলমান হিসেবে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ করে আসছিল ইত্যিবসরে সে এমন একটি কাজ করে বসল বা কথা বলল কিংবা লিখল যদ্দ্বারা কাফের হয়ে যায়। তখন সর্ব সম্মতিক্রমে সে কাফির হয়ে যাবে। যেহেতু ইসলাম ধর্মের মধ্যে ঈমান ও কুফরীর বেলায় সর্বদা জাহেরীর উপরই ফতওয়া দেয়া হয়। নিয়্যত কিংবা উদ্দেশ্যের উপর নয়। এখন দিল্লুর রহমান সহ আল্ বাইয়্যিনাতের মুফতিগণ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানরত তাঁদের অন্ধ অনুসারীরা সকলে একযোগে বলুন! মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ছেরাতুল মুস্তাক্বিম ও তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবগুলির মধ্যে কতেক ইবারত, শব্দ ও কথা বা

আপত্তিজনক কিংবা কিতাব প্রণেতার ভুল বলে উল্লেখ করেছেন সে এবারত বা শব্দগুলি কি কি এবং কোনটি? তা তিনি চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করে দেননি কেন? নাকি এর দ্বারা তিনিও আপত্তি জনক কথাগুলি সমর্থন করছেন? এ কিতাবের মধ্যে একটি শব্দ কিংবা কথা যদি কুফরী হয়ে থাকে তাহলে তিনি পুরো কিতাবটিকে কুফরী সম্বলিত ফতওয়া দিবেন কি? এবং এ রকম কিতাবের লেখক ও সমর্থক সবাই যে কাফের হয়ে গেছেন তার ফতওয়া দিবেন কি?

জনাব দিল্লুর রহমান ছাহেব! আপনি ও আপনার স্বঘোষিত মুফতি ছাহেবান এবং স্বার্থান্বেষী, সুবিধাভোগী তথাকথিত মুরিদানদের কিতাব বুঝার যোগ্যতা ও ক্ষমতা যদি থাকত তাহলে ছেরাতুল মুস্তাক্বিম, তাকবিয়াতুল ঈমান, হেফজুল ঈমান, তাহজিরুন্নাছ, বরাহিনে ক্বাতে'আ, ফতওয়ায়ে রশিদিয়া, কিতাবুত তাওহিদ, আল মঞ্জুমাতুল মোখতাছারাহ ও রেসালায়ে হাতেফ প্রভৃতি কিতাবগুলির মধ্যে যে অসংখ্য কুফরী, ঈমান বিধ্বংসী ইবারত রয়েছে তা বের করতে পারতেন। আল্লাহর ওয়াস্তে, কুফরী কথাগুলি খুঁজে বের করুন এবং এসব কুফরী কথা হইতে (আপনাদের পুর্ববর্তীগণ আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত। যদিও আপনারা তাদেরকেও অনর্থক টেনে এনে আপনাদের সাথে শামিল করেছেন।) যথানিয়ম প্রকাশ্যে তাওবা করে 'তাওবানামা' কিতাব ছাপিয়ে প্রকাশ করুন। ইহাই আপনাদের জন্য কল্যাণকরএবং সর্বশেষ উপদেশ। না'হয় সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার মানসে পূর্বের ন্যায় মাঝে-মধ্যে আহ্লে সুন্নাত জামা'তের নাম নিয়ে এবং ওহাবীদের কোন কোন বিশেষ ফতওয়া বা কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নামে মাত্র (আক্বিদা বা মতবাদের বিরুদ্ধে নহে) এখন ফতওয়া লিখে প্রচারণা চালালে আপনাদের আসল রূপ আর গোপন রাখতে পারবেন না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বিশেষভাবে ওহাবী ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ ইমাম ছাহেবের এ নিম্নোক্ত বাণীটির অপব্যাখ্যা করতে দেখা যায়। যেমন-

তিনি (ইমাম ছাহেব) বলেছেন- "কোন একজন মুসলমান এমন একটি কথা বলল কিংবা লিখল যার অর্থ- একশত প্রকারের হইতে পারে। তন্মধ্যে নিরানব্বই অর্থানুসারে সে ব্যক্তি কাফির হবে। আর একটি অর্থানুসারে মুসলমান থাকবে। তখন মুফতিগণের উচিত হবে যে, কুফরীবোধক নিরানব্বইটি অর্থ বাদ দিয়ে ঈমান ও ইসলাম সম্মত অর্থটি গ্রহণ করে ঐ ব্যক্তিকে মুসলমান

বলে ফতওয়া প্রদান করা।" পক্ষান্তরে, তাঁরা (ওহাবীরা) প্রকাশ্যে বলে থাকেন যে,– "কোন ব্যক্তির মধ্যে ৯৯টি কুফরী কথা/লক্ষণ থাকলেও একটি লক্ষণ বা কথা ইসলাম সম্মত হওয়ার কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না"। অথচ এরূপ ব্যাখ্যা বা ফতওয়া একেবাইরে ভুল। কেননা আসল কথা হচ্ছে; শুধু মাত্র একটি নির্দিষ্ট কথা বা শব্দের অর্থ এক'শ প্রকার। তন্মধ্যে নিরানব্বইটি কুফরীমূলক আর একটি ইসলাম বোধক কিন্তু এর অর্থ এরূপ নয় যে- একজন ব্যক্তি নিরানব্বই প্রকার কুফরী কথা বলে বা লিখে আর একটি মাত্র ঈমানী কথা লিখে বা বলে থাকে।

আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা ও তাঁর দেওয়ানে আজীজ সম্পর্কে বাইয়্যিনাতের অপপ্রলাপ প্রসঙ্গে

তাঁদের মাসিক আল্ বাইয়্যিনাত সেপ্টেম্বর ২০০০ সাল সংখ্যার ৫৩ পৃষ্ঠায় 'বালাকোটের ইতিহাস বিকৃতিকারী আহমদ রজা খানের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্পর্কে ' শীর্ষক শিরোনামে মুফতি মুহাম্মদ শামসুল আলম নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁদের স্বভাব সুলভ চিরাচরিত নিয়মে আক্রমনের ভঙ্গিতে সুন্নী জামা'তের প্রাণস্পন্দন আল্লামা গাজী আজিজুল হক্ কাদেরী শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কুদ্দেছা ছিররুহু'র পবিত্র শানে কদর্য ভাষা ব্যবহার করে রাখালের সূরে বলেছেন-

"এই মওলভীর কথাবার্তার মধ্যে কোন মিল আছে কি? চট্টগ্রামের তথাকথিত সুন্নী মহল্লা ব্যতীত তাঁকে কে চিনে? সুন্নী নামধারী বেরেলভী শে'রে বাংলা, সে তো ওহাবীদের কাছে হেরেই কুপোকাত, এই মওলভীর কথার কোন ঠিক নেই এবং সে তার দেওয়ানে আজীজ নামক কিতাবে আমাদের হযরত আমীরুল মু'মেনীন, আফজালুল আউলিয়া সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওলভী ইসমাঈল শহীদ দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে কাফির, ওহাবী ফতওয়া দিয়েছে।" (মুফতি মুহাম্মদ শামসুল আলম ঢাকা)

পাঠকবৃন্দ! এ সব মূর্খ বে'আদব রাখালদের কোন কথার জওয়াব দেওয়াটাই আসলে অনুচিত। তাঁরা এসব অপপ্রলাপ দ্বারা সরলমনা সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে বিধায় এ সম্পর্কে কিছু বলতে হচ্ছে। হযরত শে'রে বাংলা কাদেরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁদের (বাইয়্যিনাতওয়ালাদের) মুরুব্বী, ইমাম সৈয়দ আহমদ বেরেলভীকে ওহাবী ও কাফির বলে ফতওয়া দিয়েছেন। এই

ফতওয়া তিনি নিজের থেকে নয় শরীয়ত মতেই দিয়েছেন। শুধু তিনি কেন তাঁর কোন অনুসারী নিজের থেকে ফতওয়া দেননি। শুধু তাই নয়, ইতিপূর্বে আ'লা হযরত কেবলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর প্রকৃত অনুসারী সুন্নী ওলামা -মাশায়েখ কখনো নিজের থেকে কোন প্রকার ফতওয়া ইচ্ছামত দেননি। বরং তাঁরা ঈমান-আমল এবং কুরআন, হাদিছ ও শরীয়ত, তরীক্বতের ইলমে পরিপূর্ণ বলে ভবিষ্যতেও কখনো কুরআন-হাদিছের মনগড়া যথেচ্ছা অর্থ, ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ করে জাহান্নামী হবেন না।

প্রায় দেড় শতাধিক বছর পূর্বে (যখন তাঁরা ও তাঁদের বাপ-দাদা পর্যন্ত জন্ম গ্রহণ করেননি তখন) আরব, আজম, মক্কা, মদিনা ও তদানিন্তন ভারতবর্ষের অজস্র ওলামা, ফুজলা, ইমাম,পীর-মাশায়েখ প্রমুখ কুরআন, হাদিছ এবং শরীয়ত দৃষ্টে তাঁদের তথাকথিত আমীরুল মু'মেনীন ও শহীদদিগকে ওহাবী, কাফির সাব্যস্ত করে অসংখ্য কিতাব, ফতওয়া লিখে প্রচার-প্রকাশ করেছেন। যা আজও সারা বিশ্বে জারী আছে। এ সমস্ত সূত্র, উদ্ধৃতি ও দলীল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে হজরত শে'রে বাংলা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদেরকে (সৈয়দ আহমদ ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভী প্রমুখ) ওহাবী ও কাফির বলে উল্লেখ করেছেন। এখন আপনাদের যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে দলীল-আদিল্লা দ্বারা তা রদ্ করুন। সৈয়দ আহমদ গংদের কাফির বলার ক্ষেত্রে যে দলীল পেশ করা হয়েছে তাতে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তাহলে তা শরীয়ত মোতাবেক খন্ডন করে তাঁদের প্রতি ওহাবী, কাফির আরোপকারী ফতওয়া প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত ফতওয়া প্রদান করুন। কিন্তু এ কাজ করা সম্ভব নয় বিধায় শেষ পর্যন্ত কিছু করতে না পেরে আপনারা আ'লা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর অনুসারী বিশেষ করে শাহ্ মাওলানা আজিজুল হক শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি'র শানে অহেতুক অশালীন, অশোভনীয়, মানহানীকর ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে জন্মগত স্বভাবজনিত অভ্যাসের পরিচয় দিয়েছেন।

সম্মানিত পাঠক মহোদয়! আল্ বাইয়্যিনাতওয়ালারা আল্লামা আজিজুল হক্ব শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি'র অনবদ্য সৃষ্টি কালজয়ী অবদান-দেওয়ানে আজিজ সম্পর্কেও ব্যঙ্গাত্মক সুরে এর সমালোচনা করেছেন। অথচ এ কিতাবটি হামদ্, না'ত ও আউলিয়া কেরামের মহব্বত সহকারে ওরস, ফাতেহা, দরুদ-ক্বেয়ামের পক্ষে এবং পীর সিজদা বনাম সিজদায়ে তাহিয়্যা, বাদ্য-বাজনা সমেত ছেমাহ-ক্বাওয়ালী ইত্যাদি হারাম বিশেষতঃ

ওহাবী, দেওবন্দী- সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওঃ ইসমাঈল দেহলভী পন্থীদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণাদি ও যুক্তিপূর্ণ পদ্যাকারে ফার্সী ভাষাতে লিখিত এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

সৈয়দ আহমদপন্থীরা এ কিতাবের মর্মার্থ বুঝা ও উপলব্ধি করা দূরে থাক, তাঁরা ঠিকভাবে এর মতনও তো পড়তে পারবে না। আর সে জন্যই তাঁরা বলতে পারল শে'রে বাংলার কথাবার্তার মধ্যে কোন মিল নাই। তাকে কে চিনে? সে তো সারা জীবন ওহাবী ওলামাদের সাথে হেরেই কুপোকাত ইত্যাদি। অথচ এ মহামনিষী বৃটিশ শাসনামলে ১৯২৮ সালে চট্টগ্রামের চিহ্নিত ওহাবীদের সাথে কয়েকবার মুনাজারা বা তর্ক-বাহাছ করে তাঁদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাস্থ করার ফলশ্রুতিতে তৎকালীন দেশবরেন্য ওলামা, ফুজলা ও পীর-মাশায়েখ বৃটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানেই সর্ব সম্মতিক্রমে শে'রে বাংলা উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তখন হতে তিনি সারা ভারতবর্ষ (বর্তমান হিন্দুস্থান) পাকিস্তান ও বাংলাদেশে শে'রে বাংলা নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওহাবী বাতিল ফেরক্বার বির - ওয়াজ মাহফিল, বক্তৃতা ও তর্ক-মুনাজারা করে শুধু নামের যথার্থতাই প্রমাণ করেননি প্রশংসাযোগ্য কর্মেরও পরিচয় দিয়েছেন। সম্প্রতি চট্টগ্রামের এই শৃগালের বাচ্চারা গোপনে শে'রে বাংলার ছাহেবের বিরুদ্ধে নানান মিথ্যা অপবাদ ঢাকার রাজারবাগের অখ্যাত মুফতি নামক ভুল ফতওয়াদানকারীদের কাছে পাচার করছে। আর তারাও এসব মিথ্যা অপবাদ যাচাই-বাচাই না করে এর উপর প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে একেবারেই নির্বোধের পরিচয় দিচ্ছেন। শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বিরুদ্ধে আজ যারা দুর্নাম ছড়াচ্ছে তাদের বাপ দাদারাও সে সময় শে'রে বাংলার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। বরং তাঁর ভয়ে ক্ববরে আশ্রয় নিয়েছে। সে সব পরাজিতদের মুখে আজ বড় বড় কথা। কথায় আছে- "চোরের মা'র বড় গলা" তিনি শে'রে বাংলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নাকি দেওবন্দী মাওলানাদের কাছে পরাজিত হয়েছেন। যদি তাই হয়, তা'হলে দেওবন্দী সৈয়দ আহমদ বেরেলভী ও মওলভী ইসমাঈল দেহলভীপন্থী দিল্লুর রহমান সহ প্রত্যেককে চ্যালেঞ্জ করছি যে, তাঁরা কোন সময় কোন স্থানে উপস্থিত হবে? এবং এর উপযুক্ত দলীল-প্রমাণ দিয়ে এক লক্ষ টাকা পুরুস্কার নিয়ে যাবে। এখন যদিও শে'রে বাংলা হুজুর জীবিত নেই কিন্তু খোদার ফজলে তাঁর (শে'রে বাংলা) অসংখ্য

শিষ্য, মুরিদ, ভক্ত ও অনুসারী বেঁচে আছেন। যার মধ্যে বাতিল, ভণ্ড ও ওহাবী মতানুসারীদের সাথে মুনাজারা করার মত অনেক ব্যক্তিত্ব আছেন।

"আয় আসমাঁ বাতিল ছে দবনে ওয়ালে নেহী হেঁ হাম
ছওবার করছুকা'তু এন্তহাঁ হামারা।"

আল্লামা গাজী শে'রে বাংলা (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) ছাহেব তাঁদের বিশেষত দিল্লুর রহমানের মত নাম নেই, গ্রাম নেই, করিম জোলার নাতি ছিলেন না। বরং তিনি বার আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার মেখল গ্রামের প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশের গৌরবোজ্জ্বল পরিবারের কৃতি সন্তান ছিলেন।'

মাসিক আল বাইয়্যিনাতের ভন্ডামী

আল্ বাইয়্যিনাতওয়ালাদের আরেকটি ভন্ডামী লক্ষণীয় যে, তাঁরা তাঁদের কোন কথা বা বিষয়কে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাইলে সে সম্পর্কে কুরআন-হাদিছের সরাসরি কোন যুক্তি-প্রমাণ না পেলেও অন্য বিষয় ও উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ ও বর্ণিত কুরআন হাদিছের আয়াতের মমার্থ এখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ইচ্ছানুযায়ী উল্লেখ করে থাকেন। এবং উহা নিজেদের উপস্থাপিত মিথ্যা দাবীর সাথে সামঞ্জস্য করে দিয়ে অপব্যাখ্যা করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

আল্ বায়্যিনাতওয়ালারা জেনে শুনে কুফরী করে আসছেন। অথচ প্রকৃত মুজতাহিদ ও মুফতিগণও কুরআন, হাদিছের এরূপ মনগড়া বিকৃত অর্থ কখনো ব্যাখ্যা করতে সাহস করেননি এবং ভবিষ্যতেও করবেন না।

তাঁদের আরো একটি কুফরী ব্যাপার হচ্ছে যে, (তাঁদের) বিপক্ষীয় কাউকে তুচ্ছ কিংবা (তার) সমালোচনা করার সময় তাঁরা (আল্ বায়্যিনাতওয়ালারা) উক্ত ব্যক্তির নাম ও সনদী লক্বকে এমন বিশ্রিভাবে বিকৃত করে থাকেন যদ্দরুন কুফরীর পর্যায়ে পৌছে যায়। কোন ব্যক্তির কথা, মত বা ফতওয়াকে যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন কিংবা অসত্য ও ভুল বলা যেতে পারে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির নাম বা লক্বব বিকৃত করে পরিহাসের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গাত্মক সূরে বর্ণনা করা মোটেই উচিত নহে। কেননা এগুলির মর্ম-ব্যাখ্যা প্রায় আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সামঞ্জস্য থাকে।

ওহাবী মতবাদ নিয়ে বাইয়্যিনাতের স্ব-বিরোধীতা

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, 'ওহাবী' মতবাদ হলো একটি স্বতন্ত্র মতাদর্শ। বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় এ মতাদর্শবাদীকে ইসলাম বহির্ভূত একটি পৃথক দলে গণ্য করে ওহাবী সম্প্রদায় হিসেবে নামকরণ করেছেন। এ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশ- হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ছোট বড় অনেক ইসলাম বিরোধী কুফরী মতাদর্শী ওহাবী সম্প্রদায়ের দল-উপদল আছে। এসব দল-উপদলভূক্তদের মধ্যে যারা ওহাবী মতবাদের প্রচার, প্রসার ও সমর্থনে আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা সহ বিভিন্ন ভাষায় কিতাব-গ্রন্থাদি রচনা করেছেন এবং করছেন তন্মধ্যে মওলভী ইসমাঈল দেহলভী, মওলভী আশরাফ আলী থানবী, মওলভী খলিল আহমদ আম্বিটিবী, মাওলানা কাসেম নানুতবী, মওলভী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মুফতী ফয়েজ উল্লাহ হাটহাজরী, মুফতি আজিজুল হক পটিয়া, ছিদ্দিক আহমদ চকরিয়া, চট্টগ্রাম প্রমুখ অন্যতম।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ওহাবী মতাদর্শ সম্প্রদায়ের- আল বাইয়্যিনাত ওয়ালারা আরবের মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের মতাদর্শবাদীগণের কাউকে কিংবা তাঁদের লিখিত কুফরী আক্বিদা সম্বলিত কিতাব-ফতওয়াদির কখনো (তাঁরা) নিন্দা, সমালোচনা ও ঘৃণা করেননি। বরং তাঁদেরকে (উপরোক্ত ওহাবী মতাদর্শীদের) যারা(ছাওয়াদে আ'জম– আহ্‌লে সুন্নাত জা'মাত) কুফরী আক্বিদার কারণে ওহাবী ও কাফির হয়ে গেছেন বলে ফতওয়া দিয়েছেন আল্ বাইয়্যিনাত ওয়ালারা ওল্টা সে সব মহান ব্যক্তিত্বদের সমালোচনা করে থাকেন। যেমনঃ বাইয়্যিনাতের সেপ্টেম্বর ২০০০ সাল সংখ্যায়– "রেজভী ফিৎনার মূলোৎপাটন (৪৮ পৃঃ), আমীরুল মু'মেনীন হযরত সাইয়্যিদ শহীদ বেরেলভীর, রেযাখানীর জাহেরী ইলমের ফখর (৫৮ পৃঃ), রেযাখান বেরেলীর যিহালত (৬০ পৃঃ) ও ইলমে তাসাউফে আহমদ রেযা খানের শূন্যতাই তার পদস্খলনের মৌলিক কারণ (৬১ পৃঃ) ইত্যাদি শিরোনামা শীর্ষক নিবন্ধ পর্যালোচনা ও উপরে বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণাদির আলোকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আল্-বাইয়্যিনাত ওয়ালাদের আক্বিদা সত্যিকার আহ্‌লে সুন্নাত জামা'তের আক্বিদা সম্মত নহে। যদিও তাঁরা নির্দিষ্ট কিছু বিষয় ও উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে কোন কোন ওহাবীর বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন। তবে তাও আক্বিদা বা মতাদর্শের কারণে নহে।

দিল্লুর রহমানের প্রতি চ্যালেঞ্জ

তাঁদের আশ্‌শায়তানিয়াত বনাম আল্ বাইয়্যিনাত এর প্রকাশলগ্ন হতে এ পর্যন্ত প্রকাশিত সংখ্যাগুলির মধ্যে তাঁদের লিখিত ও প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধে এমন কোন বক্তব্য ও মন্তব্য নেই যদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁদের বিশেষ করে দিল্লুর রহমানের আক্বিদা ও মাযহাব কি? এ পর্যন্ত তাঁদের আক্রমণমূলক লেখা, সমালোচনা ও সমালোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে দ্বীন, ধর্ম, মাযহাব ও আক্বিদা দৃষ্টে তাঁরা কারো অনুসরণ ও অনুকরণ করেন না। যখনই তাঁদের স্বার্থ ও স্বঘোষিত মিথ্যা লকবের বিপরীত কোন কিছু দেখেন তখনই তাঁরা মাযহাব, আক্বিদা ও বিনয়-নম্রতার নীতি উপেক্ষা করে শেখুল হাদিসকে– শেখুল হাদস, অধ্যক্ষকে– অদক্ষ, সুন্নীবার্তাকে– কুফরীবার্তা, মুফতিকে– মুফত ইত্যাদি অশোভনীয় ও মানহানীকর ভাষা ব্যবহার করে অমার্জনীয় অপরাধ করে আসছেন। তাঁদের উপস্থাপিত যুক্তির প্রমাণ দিতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সমেত যে কোন মাযহাব বা আক্বিদাধারীর দলীল ও বরাত ধার করে নিয়ে স্বীয় দাবীর স্বপক্ষে পেশ করে সুবিধাবাদির পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি, তাঁরা আলা হযরত শাহ্ মাওলানা আহমদ রজা খাঁন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে যে সমস্ত বেআদবী সূচক কথা বলেছেন তা এ পর্যন্ত তাঁর দুশমন, ওহাবীরাও বলতে সাহস করেনি। আ'লা হযরত ও তাঁর অনুসারী আল্লামা গাজী শে'রে বাংলাসহ সুন্নী পীর, মাশায়েখ, মুফতি ও মাওলানাগণের তীব্র সমালোচনা ও মিথ্যা বদনাম করতে গিয়ে তাঁরা প্রায় ওহাবী, নজদী ও দেওবন্দী মতাবলম্বীদের লিখিত, প্রকাশিত কুরআন-হাদিছের প্রকৃত অর্থের বিপরীত মর্ম-ব্যাখ্যাকারী কিতাব-ফতওয়া, এমনকি হাটহাজারীর মুফতি ফয়েজ উল্লাহ লিখিত 'আল মঞ্জুমাতুল মোখতাছারাহ' কিতাবের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

পাঠকবৃন্দ! আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আরবের ওহাবী মতবাদের ধারক বাহক মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব ও তার মতানুসারী সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, মওলভী ইসমাঈল দেহলভী, মওলভী আশরাফ আলী থানবী, মওলভী খলিল আহমদ আম্বিটিবি, মওলভী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মওলভী কাসেম নানুতবী প্রমুখ ও তাঁদের লিখিত, প্রকাশিত কুফরী আক্বিদা সম্বলিত কিতাব, ফতওয়ার বিরুদ্ধে আ'লা হযরত ক্বেবলাহ সহস্রাধিক কিতাব-ফতওয়া প্রণয়ন ও সারা বিশ্বে প্রকাশ-প্রচার করেছেন। যাতে

তৎকালীন মক্কা-মদিনা শরিফ সহ মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা মুফতি, মাশায়েখ, ওলামা, ফুজলা ও ইমামগণের স্বাক্ষরযুক্ত অখন্ডনীয় যুক্তি ও অভিমত রয়েছে। এ সম্পর্কেও আল্ বাইয়্যিনাতের ৮২ তম বিশেষ সংখ্যা জুন ২০০০ সালের সওয়াল-জওয়াব বিভাগের এক পর্যায়ে তাঁরা কঠোর সমালোচনার ভাষায় উল্লেখ করে বলেন,- "সম্ভবতঃ রেজা খান সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে বহু সময় ব্যয় করে অযথা কিতাবের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর আক্বিদা,চিন্তা-চেতনার মধ্যে ত্রুটি-গণ্ডগোল হয়েছে ইত্যাদি।

এভাবে তাঁরা আরো বলেছেন, "আহমদ রজা খান যদি এভাবে ওলামা-মাশায়েখ, অলী-গাউছ, হাক্কানী-রাব্বানী বুযুর্গানকে কাফির বানিয়ে ফেলে তা'হলে আল্লাহর জমিনে মু'মীন, মুসলমান আর কে থাকবে?"

বাইয়্যিনাত ওয়ালাগণ! বিশেষতঃ দিল্লুর রহমান বলুন, আলোচ্য বিষয়ে ওহাবী মতাবলম্বী ও ওহাবী মতাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত প্রমাণিত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী প্রমুখ ছাড়া এ পর্যন্ত আ'লা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর অনুসারীরা আর কাউকে কাফির বলে ফতওয়া দিয়েছেন কি? দিয়ে থাকলে এর বাস্তব প্রমাণ পেশ করুন। জানি, দিল্লুর রহমানের চৌদ্দ গোষ্ঠীও এর প্রমাণ দিতে পারবেন না। শুধু শুধু আপনারা আপনাদের সৈয়দ আহমদকে বাঁচানোর জন্য এমন জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটাচ্ছেন। খোদাকে ভয় করুন। যদি আপনাদের সৎ সাহস, মনোবল ও ইলম থাকে তা'হলে দিল্লুর রহমানকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি তাঁর স্বঘোষিত লক্বব-আওলাদে রাসূল, সৈয়দ ও মাওলানা ইত্যাদি প্রমাণের জন্য কোন্ দিন, কোন্ তারিখ এবং কোন্ স্থানে যথাযথ কতৃপক্ষের স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত সনদ পত্র সহ উপস্থিত হবেন। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী যে ওহাবী মতাদর্শে সম্পৃক্ত নয় বরং প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলেন। তা প্রমাণ করে দিয়ে কখন এক লক্ষ টাকা পুরুস্কার নিয়ে যাবে তা বলতে বলুন। আপনারা যদি এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হন তা'হলে আমরা ধরে নিব এতদিন আপনার যা কিছু বলেছেন, যা লিখে প্রকাশ-প্রচার করছেন সে সব মিথ্যা, ভন্ডামী, ধোঁকাবাজী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাছাড়া মুহাম্মদ বিন-আব্দুল ওহাবের উত্তরসূরী সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর একান্ত অনুসারী- মওলভী আশরাফ আলী থানবী, মওলভী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মওলভী কাসেম নানুতবী, মওলভী খলিল আহমদ আম্বিটিবি, মুফতি ফয়েজ উল্লাহ হাটহাজারী ও মুফতি

আজিজুল হক পটিয়া প্রমুখদেরকে আ'লা হযরত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ক্বেবলাহ ও তাঁর অনুসারীরা কুফরী আক্বিদা– ওহাবীয়াতে সম্পৃক্ত প্রমাণিত হওয়ার কারণে নিশ্চিত ভাবে জেনে কাফের বলে ফতওয়া দিয়েছেন। অথচ তাদেরকেই আপনারা ওল্টা আলেমে হাক্কানী, রাব্বানী, দ্বীনদার ও মকবুল উম্মত ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে প্রকাশ্য সমর্থন করে আসছেন আবার নিজেরা দাবী করছেন যে– আমরা ওহাবী নহে বরং প্রকৃত সুন্নী।

পাঠকবৃন্দ! 'চোর কখনো নিজেকে চোর বলে না'– ঠিক তাঁরাও ওহাবী হয়ে নিজেদেরকে ওহাবী নহে বলে দাবী করছেন। অথচ তাঁদের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা ওহাবীয়াত প্রচারের কাজে লিপ্ত।

পরিশেষে, সকল প্রকার বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন এবং আহ্‌লে সুন্নাত জামা'তের পথ ও মতের উপর আজীবন কায়েম থাকার তাওফিক দিন। আমিন। বেহুরমতে সৈয়্যদিল মুরসালীন।

মূল দরখাস্তের ফটোকপি ও অনুবাদ

No. 137

FROM

W. M. Young Esqre,
Secretary to the Government
of the Punjab.

To,

Moulvi Abu Said Mohammad Hussain
Editor of the 'Arhaat-ul-Sunnah'
Lahore.

D/Lahore 19th January 1881.

Sir,

In reply to your letter No. 195 of the 12th May last, asking that the use of the expression Wahabi in reference to member of the community which you claim to represent may be prohibited in Government orders

I am directed to forward the enclosed copy of a letter No 1758 dated the 3rd from the officiating secretary to the Government of India, in the Home Department, the discontinuance of the use of the term Wahabi in official correspondence.

2. I return the books received with your letter No. 547/of the 21st September last, together with the original signed notice which you have been good enough to submit in your subsequent letters for the perusal of Government.

I have the &c

to Sir

your most obedt Servant

Sd/

for the secretary to the
Government of the Punjab.

Copy of a letter No 1758 dated the 3rd December 1885 from the officiating secretary to the Government of the India Home department to the secretary Government of the

অনুবাদ

১৩৭ নং

প্রেরকঃ ডব্লিউ, এম, ইয়াং, সচিব, পাঞ্জাব সরকার

প্রাপক ঃ মাওঃ আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসাইন
সম্পাদক, এ'শাতুল সুন্নাহ, লাহোর।

তারিখ ঃ লাহোর ১৯ শে জানুয়ারী ১৮৮৭ ইং

জনাব,

আপনার প্রেরিত গত মে মাসের ১২ তারিখে লিখিত ১৯৫ নং পত্র যাতে আপনি লিখেছেন, ওহাবী সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে ওহাবী ভাবটুকুর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে চেয়ে। তার উত্তরে জানানো যাচ্ছে যে, ওহাবী শব্দের ব্যবহার সরকারী আদেশ অনুযায়ী নিষিদ্ধ হতে পারে। আমি বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি যে সংযুক্ত পত্র নং ১৭৫৮ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগে প্রেরণ করতে, যাতে বলা আছে- সরকারী পত্রাদিতে আর যেন ওহাবী শব্দটি ব্যবহৃত না হয়।

২। আমি আপনার গত ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত ৫৪৭ নং পত্রখানা এবং গৃহীত বইগুলি একত্রে ফেরত পাঠাচ্ছি। ইহার সাথে মূল স্বাক্ষরকৃত বিজ্ঞপ্তিটিও পাঠানো হল। যাহা সরকারী কতৃপক্ষের পাঠের জন্যে আপনি পরবর্তী পত্রের সাথে পাঠিয়েছেন।

বিনীত নিবেদক
আপনারই বিশ্বস্ত-
(.....)
পাঞ্জাব সরকারের সচিব।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব কতৃক পাঞ্জাব সরকারের সচিবের কাছে ১৮৮৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে লিখিত ১৭৫৮ নং পত্রের অনুলিপি।

অনুবাদক-
মুহাম্মদ মিছবাহুর রহমান (মাসুক)
ইংরেজী প্রভাষক
খলিল-মীর ডিগ্রী কলেজ, পটিয়া।

তথ্যপঞ্জি

(১) তাওয়ারিখে আজিবাহ (২) হায়াতে তৈয়্যবাহ (৩) তরীক্বায়ে মুহাম্মদীয়া (৪) মাসিক আত্তাওহিদ (৫) মাসিক পরওয়ানা (৬) হাশিয়ায়ে মুহাম্মদ-বিন-আবদুল ওহাব (৭) মজমুয়ায়ে ফতওয়া (৮) ছেরাতুল মুস্তাক্বিম (৯) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাগী ওলামা (১০) ছিরতে সৈয়দ আহমদ ও ইসমাঈল শহীদ (১২) ফতওয়া শামী (১৩) ফতওয়া আলমগীরী (১৪)ফতওয়া তোয়াহা তোয়াবী (১৫) আ'লা হযরতের-মলফুজাত (১৬) গাজী শেরে বাংলা আলকাদেরীর- দিওয়ানে আজীজ (১৭) দৈনিক ইনকিলাব (১৮) মাসিক তরজুমান (১৯) মাধ্যমিক ইতিহাস (২০) জখিরায়ে কারামত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

তথ্যসূত্রের উল্লেখিত কিতাবাদির মধ্যে 'হায়াতে তৈয়্যবাহ' নামক কিতাবটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা এ কিতাবের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার উপর দৃঢ় আস্থা পোষণ এবং প্রশংসা করে ১৯৪০ সালের ২৯শে মার্চ অমৃতসর হতে প্রকাশিত তাঁদের আহলে হাদিছ নামক পত্রিকায় বলা হয়েছে যে,- **'হায়াতে তৈয়্যবাহ'** নামক কিতাবের মধ্যে মওলভী ইসমাঈল দেহলভীর বিস্তারিত জীবনী এবং আমীরুল মু'মেনীন সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলভীর সংক্ষিপ্ত জীবনী,বংশ পরিচয় এবং সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের বিবরণ সহ তিনি তাওহিদ ও সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যে সকল বিষয়ের ও সংকটের সম্মুখীন হন বিশেষতঃ শিখদের সাথে ধর্মীয় যুদ্ধ করার ঘটনাও এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যারা মৃত কুলবকে পুণর্জীবিত করার ইচ্ছা রাখেন তাঁরা যেন এ কিতাবটি পর্যালোচনা করে দেখেন।"

শরীয়তে মুহাম্মদীয়া

রদ্দে

তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া

সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত

মুফ্‌তি মুহাম্মদ ইদ্রিছ রজভী